প্রথম প্রকাশ:
আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক:
বিমলকান্তি সাহা
স্বর্ণা প্রকাশনী
৯২, নিমু গোস্বামী লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৫

প্রচ্ছদ: কুমারঅজিত

মুদ্রক:
জি. শীল
ইম্প্রেশন প্রবলেম
২৭/এ তারক চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা ৭০০০০৫

১৭৮৩ সালে লণ্ডন শহরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল—মধুরভাষী এক স্কট সন্তান—ডাঃ জেমস গ্রাহাম পরিচালিত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 'টেম্পল অফ হেলথ'। এই টেম্পলের বিশেষত্ব হলো—চন্দ্রাতপ এক স্বর্গীয় শয্যা—যে শয্যা আঠাশটি মনোরম কাঁচের মিনার পরিবেষ্টিত এবং তম্বু পরিচর্যায় কানায় কানায় স্বর্গ সুখ উপভোগের আধার—জীবন্ত এক নগ্ন অপ্সরা। পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে 'টেম্পল অফ হেলথ' ক্লিনিকের স্বর্গীয় শয্যায় এক রাত উপভোগের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হতো পুরুষদের এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো স্বর্গীয় শয্যায় নগ্ন অপ্সরার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে পুরুষত্বহীনতার রোগ সারিয়ে দেওয়া হবে।

দিনের শেষ সাক্ষাৎ প্রত্যাশীর সঙ্গে কথা বলা সেরে, ক্লিনিক বন্ধ করে, ডাক্তার আর্নল্ড ফ্রিবার্গ বাড়ির পথে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ি ফিরে তিনি রাতের খাবার খাবেন। গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় তাঁর মনে হলো ছ'বছর আগে নিউইয়র্ক শহর ছাড়ার পর টাকসন, আরিজোনায় স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করা থেকে যতো আনন্দের দিন তিনি কাটিয়েছেন, আজকের দিনটা তার অন্যতম। হয়তো বা সেরা আনন্দের দিনও।

আজকেব এই আনন্দের পিছনে রয়েছে একটি মানুষের এক রোমাঞ্চকর ঘোষণা। টাকসনের অন্যতম সফল ব্যাঙ্কার বেন হেব্বল তাঁর সম্মানেই এই এই ঘোষণা করেন।

ডঃ ফ্রিবার্গের মনে পড়ে, তাঁর চেম্বারে একদিন এই স্থূলকায় ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক এসেছিলেন। হেব্বল ওঁকে বলেছিলেন, "আপনার সেক্স-থেরাপি আমাব ছেলেকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলেছে। টিমোথি কেমন এক বিশৃঙ্খল অগোছালো জীবন যাপন করছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে বেশ ভয় পেতো। ওর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ওকে আপনাব কাছে পাঠানোর আগে পর্যন্ত ও নিজের পৌরুষ জাগিয়ে তুলতে পারতো না। আপনি ভালোভাবেই আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দু মাসের মধ্যেই আপনার কাজের সাফল্য প্রমাণ করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে টেকসাসের সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে ওব ভালোবাসা হয়। ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকার ভাবনা-চিন্তা করে এবং এখন বিয়ে করতে চলেছে। আপনার জন্যই আমি হয়তো শিগ্‌গিরি দাদু হয়ে যাবো।"

"অশেষ অভিনন্দন", ফ্রিবার্গ বললেন। মনে পড়ে গেল উনি এবং ওঁর যৌন প্রতিনিধি গেইলি মিলার এই ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের প্রায় পুরুষত্বহীন ছেলের যৌন অঙ্গে শক্তি সঞ্চার করতে কি ভীষণ পরিশ্রম করেছিলেন।

"না, ডাক্তার ফ্রিবার্গ, আমাকে অভিনন্দন জানাবেন না, এখন আপনিই অভিনন্দন পাবার যোগ্য।" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে হেব্বল বললেন। "অত্যন্ত

বাস্তবসম্মত উপায়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে আমি এখানে এসেছি। আমি আপনাকে জানিয়ে রাখছি শুনুন, আপনার ক্লিনিককে অর্থ সাহায্য দেবার জন্য আমি একটা ফাউণ্ডেশন গঠন করছি। এই ফাউণ্ডেশন গঠিত হওয়ার ফলে আপনাকে ভাড়া করার ক্ষমতা নেই এমন অসহায় পুরুষত্বহীন মানুষদের উপকার হবে। আমি এক লক্ষ মার্কিন ডলারের গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনার কাজকর্মের ক্ষেত্র এবার আপনি বাড়িয়ে তুলুন।"

ফ্রিবার্গের মনে পড়ে, আনন্দের আতিশয্যে তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা হয়েছিল। "আমি···আমি ভেবে পাচ্ছি না কোন্ ভাষায় আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো। সত্যি আপনার এ আন্তরিকতার তুলনা হয় না।"

"তবে আমার দিক থেকে একটা শর্ত আছে", হেব্বল দ্রুত জানালেন। "আমি চাই আপনার এ প্রতিষ্ঠান টাকসনে গড়ে উঠুক এবং যাবতীয় কাজকর্ম আপনাকে সেখান থেকেই করতে হবে। এই শহর আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। এই শহরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি কি বলেন?"

"ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই। এ আপনার অত্যন্ত উদারতার পরিচায়ক মিস্টার হেব্বল।"

বিস্মিত, হতবুদ্ধ ফ্রিবার্গ সেদিনের মতো তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

বাড়ি ফিরে সদর দরজা খুলে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ফ্রিবার্গ ঘরের ভেতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ উনি যে খুশি মনে আছেন। দেখলেন, হলঘরে তাঁর মোটাসোটা স্থূলকায়া স্ত্রী মিরিয়াম তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

খুশিতে ফ্রিবার্গ ওঁকে চুমু খেলেন। তবে, ফ্রিবার্গ ওঁকে কিছু বলার আগে উনি ফিসফিস করে বললেন, "আরনি শোন, আমাদের এই শহরের অ্যাটর্নি টমাস ওনিল তোমার জন্য আমাদের শোবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

স্ত্রীর কোমরের ওপর একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে ফ্রিবার্গ বললেন, "ও আর একটু বসুক।" ওনিলের সঙ্গে তাঁর গভীর না হলেও, বন্ধুত্ব আছে। স্থানীয় জনসেবামূলক কাজের জন্য চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে দুজনে অনেক সময় একই কমিটিতে থেকে কাজ করেছেন। "হয়তো কোন দেশোদ্ধারের

কাজে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছে। যাক, শোন, আজকে আমার ক্লিনিকে কি হলো তাই তোমায় বলি।"

হেব্বল যে প্রস্তাব নিয়ে আজ ওঁর কাছে এসেছিলেন উনি ওঁকে তা ঝটপট বললেন।

মিরিয়াম উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বার বার চুমু খেতে লাগলেন। "অসাধারণ প্রস্তাব, সত্যিই এ প্রস্তাবের তুলনা নেই। তোমার জীবনের স্বপ্ন সফল করার পথে এখন আর তাহলে কোন বাধা রইল না।"

"দেখা যাক।"

ফ্রিবার্গকে নিয়ে উনি শোবার ঘরের দিকে গেলেন। "যাও, তুমি বরং গিয়ে কথা বলে দেখ, মিস্টার ওনিল কি চান। দশ মিনিট হয়ে গেল উনি এসেছেন। ওঁকে তো তুমি সারাদিন বসিয়ে রাখতে পারো না।"

শহরের অ্যাটর্নি ওনিল প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "আপনার রাতের খাবার সময় এসে আপনাকে বিরক্ত করায় আমি সত্যিই লজ্জিত। কিন্তু উপায়ও নেই, কি করবো বলুন, আজকের রাতে আমার কয়েকটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রয়েছে। তাই ভাবলাম, যতো তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় ততোই সুবিধে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটাও খুব জরুরি।"

ফ্রিবার্গ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। লোকটা তো জনসেবামূলক কাজে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগঠকের প্রচলিত সুরে কথা বলছে না।

"উদ্দেশ্যটা কি, টম?" ফ্রিবার্গ জিজ্ঞেস করলেন।

"উদ্দেশ্য তোমার কাজ সম্পর্কে, আর্নল্ড।"

"আমার কাজের কি ব্যাপারে?"

"বেশ কয়েকজন থেরাপিস্ট সরকারিভাবে আমাকে জানিয়েছেন, রোগ নিরাময়ের কাজে তুমি একজন যৌন প্রতিনিধিকে কাজে লাগাচ্ছ। কথাটা কি সত্যি?"

ফ্রিবার্গ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলেন। "কেন...হ্যাঁ...কথাটা সত্যি। তবে আমি দেখেছি, পৌরুষহীন মানুষের শক্তি সঞ্চার করতে এর থেকে ভালো পদ্ধতি আর কিছু নেই।"

ওনিল মাথা নাড়ালেন। "এটা আরিজোনার আইন বিরোধী মিস্টার আর্নল্ড।"

আমি জানি, "কিন্তু আমার মনে হয় আমি কোন অপরাধ করছি না।"

তবু ওনিল তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। "বেআইনি", উনি বললেন, "একদিক থেকে দেখতে গেলে তুমি দালালি করছ, মেয়েছেলের দালালি। আর যে মহিলাদের তুমি কাজে লাগাচ্ছ, তারা গণিকার ভূমিকা পালন করছে। আমরা পরস্পরের বন্ধু। তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, আমি চোখ বুজে থাকতে পারি। কিন্তু আমার পক্ষে সেভাবে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আমার ওপর বড্ড চাপ আসছে। বেশি দিন আমার পক্ষে চোখ কান বুজে থাকা সম্ভব নয়।" শক্ত করে সোজা হয়ে বসলেন মিস্টার ওনিল। বললেন, "এর ফলে হবে কি, হয় তোমাকে কাজ ছাড়তে হবে, নয় তো আমাকে, এখনই আইন অনুযায়ী এর নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তোমায় কি করতে হবে শুনে নাও আর্নল্ড। অই সমস্যা থেকে মুক্তির আমার বুদ্ধিমতো এটাই সেরা পরামর্শ। তুমি কি আমার পরামর্শ শুনতে চাও আর্নল্ড?"

ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ মাথা নাড়লেন। মুখ শুকনো করে বসে ওর বন্ধুর কথা শুনে যেতে লাগলেন।

শহরের অ্যাটার্নি ওনিল চলে যাবার পর ফ্রিবার্গ বিষণ্ণ মনে নৈশ-ভোজের টেবিলে এসে বসলেন। ডিস থেকে খাবার তুলে নিলেন। কোন্‌টা খেলেন, কোন্‌টা খেলেন না, সেদিকে অবশ্য তাঁর একদমই খেয়াল ছিল না। জোরালো বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রিবার্গ তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। টাকসন শহরে সাফল্য তাঁর নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। আর এখন তাঁর সে সাফল্যের মিনার ধূলায় ধূসরিত হতে চলেছে।

সেই শুরুর দিনগুলোর কথা ওঁর মনে পড়ে গেল। আসলে তার এই পেশার শুরু নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইকোলজিস্ট হিসেবে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর থেকে। তিনি যখন এই পেশা গ্রহণ করলেন, তখন তেমন উৎসাহজনক সাড়া পাননি। তাঁর কাছে যে সমস্ত রুগী আসতো, তার অধিকাংশই ছিল মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে, তার মধ্যে বেশিটাই যৌন সমস্যা সংক্রান্ত। উনি দেখলেন, একাধিক কারণেই মনো-চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। যারা ওঁর কাছে আসতো তারা প্রায়

সকলেই নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে যেতো। সমস্যার বাস্তব সমাধান মোটেই হতো না।

সেক্স-থেরাপির ক্ষেত্রে ফ্রিবার্গ একটার পর একটা নতুন পরীক্ষা, অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলেন। সম্মোহন থেকে ভেদ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ থেকে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা—কিছুই বাদ রাখলেন না। কিন্তু থেরাপির ক্ষেত্রে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার সম্বন্ধে ডঃ লটারবচ-এর ক্লাসে প্রশিক্ষণ নেবার আগে পর্যন্ত, এসব কোন প্রচেষ্টাই তাঁকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারল না। ডঃ লটারবচ-এর ক্লাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ওঁকে দারুণভাবে প্রভাবিত করল। এই পদ্ধতি এবং তার অনুকুল প্রতিক্রিয়ায় উনি উদ্বুদ্ধ হলেন।

এ বিষয়ে গভীর, একাগ্র পাঠলাভ শেষে ফ্রিবার্গ যৌন প্রতিনিধি ব্যবহারের ধারণাকে শর্তহীনভাবে সমর্থন করলেন। ডঃ লটারবচ-এর একদিনের এক লেকচার ক্লাসে মিরিয়াম কোহেন নামে এক উজ্জ্বল ঝকমকে সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো। এক সফল ডিপার্টমেণ্ট স্টোর কর্মী। ওর নিজের কিছু সমস্যার উত্তর ও জানতে এসেছে। ঐ মেয়েটি এবং সেদিনের ক্লাসে উপস্থিত তারই মতো আরো কয়েকটি মেয়ে সেক্স-থেরাপির উপযুক্ততা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিল। ফ্রিবার্গ দেখলেন, মেয়েটির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বেশ মিল রয়েছে। উনি মেয়েটিকে নিয়মিত ডেট দিতে শুরু করলেন। তারপর একদিন উনি ওকে বিয়ে করে ফেললেন।

বিয়ের পর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবেই কাজ শুরু করলেন। তবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন, যখন প্রয়োজন হবে, তখন যৌন প্রতিনিধি কাজে লাগাবেন। এই উৎসাহপ্রদ নিরাময় পদ্ধতি প্রতিপালনের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

মিরিয়ামের শরীর ভালো যাচ্ছে না। ফুসফুস কমজোর হয়ে আসছে। মিরিয়ামের ডাক্তার হাওয়া বদলের জন্য ওকে অবিলম্বে আরিজোনায় নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর ফ্রিবার্গ নিউইয়র্কে ওঁর কাজকর্ম বন্ধ করতে এতোটুকু দ্বিধা করলেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন, টাকসনে একটা চেম্বার খুলবেন। সেখানে মিরিয়ামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো। ফ্রিবার্গের কোন লাভ হলো না। আরিজোনায় যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অতি শীঘ্রই ফ্রিবার্গ টাকসনে নতুন করে পেশা শুরু করে দিলেন। কিন্তু আর একবার যৌন ক্ষমতায় অক্ষম রুগীদের ক্ষেত্রে মনোরোগ চিকিৎসক

হিসেবে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ কার্যকর হলো না, ফলে উনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন। এই হতাশা থেকেই সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার তিনি কিছুটা ঝুঁকি নেবেন। গোপনে উনি এক মহিলা যৌন প্রতিনিধিকে প্রথমে প্রশিক্ষণ দিলেন, তারপর ওঁর চেম্বারে চাকরিতে নিযুক্ত করলেন। যৌন অক্ষমতায় আক্রান্ত পাঁচজন রুগীর পাঁচজনই যখন পুরোপুরি সেরে গেল, তখন উনি যথার্থই পেশাদারী তৃপ্তি পেলেন।

আর এখন, হঠাৎই এই সন্ধ্যায়, তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সব কে যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিল। কে যেন তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে, আইনের কাছে অসহায় করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে তাঁর নিজেকে মুক্ত করতেই হবে।

সবার আগে তাঁকে দু জায়গায় দুটো ফোন করতে হবে। তারপর দেখা যাক কপালে কি আছে।

অর্ধেক খালি খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর ফ্রিবার্গ।

স্ত্রী ও ছেলের উদ্দেশ্য করে উনি বললেন, "মিরিয়াম, জনি, তোমরা দুজনে ততোক্ষণ একটু টেলিভিসন দেখ। আজকে মনে হয় সার্কাসের ওপর একটা ভালো প্রোগ্রাম আছে। আমি বরং কয়েকটা জরুরি ফোন করে আসি, কি বলো? আমি এখনই আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসছি।"

লাইব্রেরির দরজা বন্ধ করে, টেলিফোনের সামনে বসে ফ্রিবার্গ টাক্সনে তাঁর স্ত্রীর ডাক্তারের নম্বরে ডায়াল করলেন। ফ্রিবার্গ ওঁর কাছ থেকে একটা কথা জানতে চান।

ওঁকে ফোন করা হয়ে গেলে ফ্রিবার্গ তাঁর পুরনো বন্ধু এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের রুমমেট বর্তমানে লসএঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি অ্যাটল রজার কিলকে ফোন করলেন।

ফ্রিবার্গ আশা করেছিলেন রজারকে পাবেন। পেয়েও গেলেন।

চটপট স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক কথাবার্তা সেরে আসল কথা পাড়লেন। বললেন, "আমি খুব সমস্যায় পড়েছি রজার।" গলার স্বরে উদ্বেগ গোপন করতে পারলেন না। "আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। সত্যিই এখন আমার বড় বিপদ চলছে।" কথাটা উনি আবার বললেন। "ওরা আমায় এখন শহর থেকে তাড়াতে চায়।"

"তুমি কি বলছ?" সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে কিল জানতে চাইলেন।

· "ওরা…ওরা কারা ? পুলিশ ?"

"হ্যাঁও বলতে পারো, আবার নাও বলতে পারো। আসলে ওরা হলো আমাদের শহরের অ্যাটর্নি এবং তার কর্মীরা, ওরা আমার কারবার বন্ধ করে দিতে চায়।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ! ওরা তোমাকে তাড়াতে চাইছে কেন ? তুমি কি কোন অন্যায় করেছ। তোমার কাজের সঙ্গে কোনরকম অপরাধ কি জড়িত ?"

"হ্যাঁ…" ফ্রিবার্গ ইতস্তত করতে লাগলেন, "হতে পারে…ওদের চোখে।" আর একবার উনি ইতস্তত করলেন। তারপর আচমকা বলে বসলেন, "রজার, আমি একজন যৌন প্রতিনিধিকে কাজে লাগিয়ে ছিলাম।"

"যৌন প্রতিনিধি ?"

"তোমার মনে নেই ? আমি একবার ব্যাপারটা তোমার কাছে খুলে বলেছিলাম।"

কিল সত্যিই বিস্মিত হলেন। "আমি তাহলে ভুলে গেছি।"

ফ্রিবার্গ তাঁর বিরক্তি দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। "এখানে প্রতিনিধি অর্থে একজনের স্থলে ভাড়া করা অন্য আর একজন। বিকল্প। একজন প্রতিনিধি অর্থে, এখানে একজন বিকল্প। আরো জোর দিয়ে বললে বলা যায়, একজন যৌন প্রতিনিধি এক বিকল্প যৌন অংশীদার। সাধারণভাবে কোন একক মানুষের ক্ষেত্রে, যার স্ত্রী বা সহযোগী মেয়ে বন্ধু নেই এমন পুরুষ বা পৌরুষহীনতায় জর্জরিত পুরুষের ক্ষেত্রে, এক নারী যৌন সঙ্গী যে কোন সেক্স-থেরাপিস্ট-এর তত্ত্বাবধানে ঐ পুরুষকে সাহায্য করবে। মাস্টার্স ও জনসনের দল ১৯৫৮ সালে সেন্টলুইসে এটি প্রথম চালু করেন।"

"ও হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে," কিল কথার মাঝে ওঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "কাগজে আমি এ সম্পর্কে পড়েছি। এখন আমার মনে পড়ছে তুমি বলেছিলে, টাকসনে তুমি যৌন প্রতিনিধি ব্যবহার চালু করবে কি না ভাবছিলে। হ্যাঁ, তা, তাতে অন্যায় কি ?"

"একটা অসুবিধে আছে রজার", ফ্রিবার্গ বললেন, "ওটা আইন বিরুদ্ধ। নিউইয়র্ক, ইলিওনিস, ক্যালিফোর্নিয়া এবং অন্য কয়েকটি রাজ্যে যৌন প্রতিমিধির ব্যবহার আইনসিদ্ধ, তবে দেশের অন্যত্র ওটি বেআইনি। আরিজোনা ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পড়ে। যৌন প্রতিনিধিদের এখানে বেশ্যা বলে ধরা হয়।"

"তাই নাকি!" কিল বললেন, "আর তুমি ওদের ব্যবহার করছিলে!"

"একবার—একবার মাত্র আমি ব্যবহার করেছিলাম," ফ্রিবার্গ বললেন। "আমি তোমায় সব কথা খুলে বলছি।" কথা বলায় অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়ে এলেন। "আমি তোমাকে আগেই বলেছি এখানে এ কাজ বেআইনি। তাই আমি এ কাজ গোপনে শুরু করি। প্রশিক্ষণ, করে দেখানো, পরামর্শ দান—এই তিনটে কাজের জন্যই সব সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। আমার সৌভাগ্য আমি এমন একজন সত্যিই মহান তরুণী নারীর সন্ধান পেয়েছিলাম! পাঁচটি জটিল কেসে আমি ওকে কাজে লাগাই। পাঁচজনেরই রোগ সেরে যায়। শতকরা একশো ভাগ সেরে যায়। কিন্তু খবরটা কোনভাবে বাইরে জানাজানি হয়ে যায়। এখানকার থেরাপিস্টরা বড্ড রক্ষণশীল। ঈর্ষাপরায়ণও হতে পারে। আমার সাফল্যে ওদের চোখ টাটিয়েছে হয়তো···যাই হোক খবরটা শেষ পর্যন্ত আমাদের শহরের অ্যাটর্নির কাছে পৌঁছয়। এক ঘণ্টা আগে হলেও উনি আমার বাড়িতে আসেন। উনি বলেন, আমি নাকি মেয়েছেলের দালালের কাজ করছি, আইন বিরুদ্ধ ভাবে বেশ্যাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমাকে গ্রেপ্তার না করে, কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে, উনি আমাকে বিকল্প জীবিকা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। আদালতে মামলার পেছনে সময় ও অর্থ নষ্ট না করে আমার এই কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি যদি ওঁর এই পরামর্শ মতো চলি তাহলে উনি আমাকে সাধারণ থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করতে দেবেন।"

"তুমি কি তাই করছ?"

"আমার পক্ষে সম্ভব নয় রজার। বিকল্প প্রতিনিধির ব্যবহার না করে কোন রুগীকেই নিরাময় করা আমার প' ঃ সম্ভব নয়। কেন নয় জানো, ১৯৭০ সালে মাস্টার্স ও জনসন যখন যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁদের কি হয়েছিল দেখ। তখন পর্যন্ত যৌন প্রতিনিধি ব্যবহার করে তাঁদের সাফল্যের শতকরা হার ছিল পঁচাত্তর। আর তাঁরা যেই প্রতিনিধি ব্যবহার বন্ধ করে দিলেন, অমনি তাঁদের সাফল্যের হার নেমে দাঁড়াল পঁচিশ। আমার ক্ষেত্রেও এমন ঘটুক তা আমি চাই না। আমাকে যদি তা করতে হয়, তাহলে আমি এই পেশা ছেড়ে চলে যাবো। শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্যই আমি এই পেশা বেছে নিই নি। আমার কাছে এ কাজ, তার চেয়েও কিছু বেশি! আমার এই চিকিৎসা পদ্ধতি পঙ্গু, যৌন দিক দিয়ে পঙ্গু মানুষকে স্বাস্থ্যবান, যথার্থ নারী-পুরুষ

এক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। আমি ছেলে স্কাউটিসদের মতো কথা বলছি না, তবে ব্যাপারটা তাই। সেজন্যই আমি আজকে তোমার সাহায্য চাইছি।"

"তুমি এ কাজ করছ জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত," কিল বললে, "তবে তুমি টাকসনে থাকলে আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করবো বলো!"

"তুমি এখান থেকে আমার যাবার ব্যবস্থা করতে পারো।" ফ্রিবার্গ বললেন, "আমার যেন মনে পড়ে তুমি আমাকে সে রকমই কথা বলেছিলে। আমি যখন আরিজোনায় প্রথম আসার প্ল্যান করছি, তখন তুমি আমাকে সেকথা বলেছিলে, তুমি বলেছিলে, আমি দক্ষিণ ক্যালিফোনিয়ায় চলে আসছি না কেন? ওটি দেশের অন্য যেকোন অঞ্চল থেকে মুক্ত। তুমি বলেছিলে, লসএঞ্জেলেস এবং সানফ্রান্সিস্কোর এমন কিছু থেরাপিস্টকে তুমি চেনো, যারা থেরাপিতে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার করে।"

"আমি বলেছিলাম! হতে পারে! তবে কথাটা সত্যি।"

"আমি যেতে পারলাম না শুধুমাত্র মিরিয়ামের ডাক্তারের জন্য। মিরিয়ামের ডাক্তার ওর শ্বাসকষ্টের জন্য ওকে আরিজোনায় রাখারই প্রস্তাব দেয়। তা সে পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা। মিরিয়াম এখন ভালো আছে। সেই ডাক্তারও এখন টাকসনে চলে এসেছেন। একটু আগে আমি তাঁকে ফোন করি। ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ দিকে চলে গেলে আমার মনে হয় ওর কোন কষ্ট হবে না।"

"তার মানে তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসার কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ," ফ্রিবার্গ বললেন, "এছাড়া আর কোন পথ আমার জানা নেই। রজার, ক্যালিফোর্নিয়ার আমি কিছুই জানি না, চিনি না, আমি তোমার সাহায্য চাই। এখন তো তুমি ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ। ক্যালিফোর্নিয়ার নাড়ি নক্ষত্র তোমার জানা। তুমি আমাকে সবরকমভাবেই সাহায্য করতে পারো। যদিও খুব বেশি সাহায্য আমার দরকার নেই।"

"তোমার জন্য আমি আমার সাধ্যমতো সবই করবো আরনি।"

"আমি বড়লোক নই," ফ্রিবার্গ বললেন, "আমার যাবতীয় অর্থ আমি এখানে আমার ক্লিনিকে বিনিয়োগ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমায় বলতে পারি, আমার এগুলো বেচেবুচে আমি যে আবার ক্যালি-ফোর্নিয়ায় নতুন করে একটা ক্লিনিক গড়ে তুলব, সে সামর্থ্য আমার নেই। এখন তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে। আমি যথাসময়ে তোমার ঋণ শোধ করে দেব।"

"আরে ও কথা ছাড়ো," কিল বিবক্তির ভান করে বললেন, "তুমি আমার বন্ধু, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমি আনন্দিত হবো। তুমি আমার কাছে ঠিক কি চাও তাই এখন বলতো ?"

"প্রথমত লসএঞ্জেলেসে বা তার আশেপাশে একটা ভালো জায়গা। একটা বাড়ি নেবার মতো ক্ষমতা আমি রাখি, সেটা আমি পরে নিজের মতো ক্লিনিক বানিয়ে নেব। কাল আমি আমার চাহিদা তোমাকে বিস্তারিত জানিয়ে দেব। আমার পক্ষে কতো টাকা খরচ করা সম্ভব তাও আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।"

"তুমি এখন থেকেই ধরে রাখ, তুমি একটা জায়গা পেয়ে গেছ। তোমার চাহিদা, পছন্দ জানা হয়ে গেলে, আমি দু সপ্তার মধ্যে তোমাকে জানিয়ে দেব। যাইহোক, মিরিয়ামকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। তোমাদের ছেলেকে আমার আদর জানিয়ো। তোমাদের সঙ্গে খুব শিগগির দেখা হবার আশা রাখি।"

ফ্রিবার্গ উদ্বেগ জিইয়ে রাখতে চাইলেন না, বললেন,"রজার তুমি কি নিশ্চিত, তোমাদের ওখানে আমাকে স্বাগত জানানো হবে, মানে আমাদের যৌন প্রতিনিধি ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে ওখানে আমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবো ?"

"একদম চিন্তা করো না, আমি আমাদের ফৌজদারি দণ্ডবিধি দু-দুবার ভালো করে দেখে নিয়েছি। তোমার কাজ মোটেই বেআইনি নয়, এব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। এটা মুক্ত ভূমি, আমি তোমাকে গ্যারিন্টি দিচ্ছি এখানে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। এখন শুধু আমাদের কাজ শুরু করলে হয়।

ওঁদের কাজ শুরু হয়েছিল। নিরাপদে, নির্ঝঞ্ঝাটে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তারপর চার মাস কেটে গেছে। ডাক্তার আর্নল্ড ফ্রিবার্গ এখন তাঁর নিজের ক্লিনিকে বসে স্বস্তিতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ক্লিনিকের নাম রেখেছেন, ফ্রিবার্গ ক্লিনিক।

আজ বিকেলের দিকে উনি পাঁচজন নতুন যৌন প্রতিনিধির কাছে ওঁর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। উনি আশা করছেন ওর ষষ্ঠ প্রতিনিধিকেও আজ পেয়ে যাবেন। এই ষষ্ঠ প্রতিনিধি গেইলি মিলারকে উনি টাকসনে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। ওঁর মতে, সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা এরই আছে। মেয়েটি আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। সাইকোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ডক্টরেট করার জন্য ও শিগ্‌গিরই লসএঞ্জেলেসের ক্যালি-

ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুলে দরখাস্ত করবে। এই মেয়েটার ওপর ফ্রিবার্গের দারুণ ভরসা। নতুন যে পাঁচজনকে উনি নিযুক্ত করেছেন, তাদের কাছ থেকে ভালো ফল আশা করেন। কিন্তু মিলার অতুলনীয়। যেমনি আকর্ষণীয় ওর চেহারা, তেমনি অভিজ্ঞ, আবার বয়সেও তরুণ। টাকসনের পাঁচটি কেসেই ও প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওর সাফল্য নিখুঁত। প্রতিটি সমস্যাদীর্ণ পুরুষ স্বাভাবিক যৌন জীবনে ফিরে গেছে।

ডক্টর ফ্রিবার্গ কিছু নোট নিচ্ছিলেন। নতুন প্রতিনিধিদের সামনে ভাষণ দেবার সময় এগুলো তাঁর দরকার হবে। নোট নিতে নিতে তাঁর চোখ প্রশস্ত ঘরের দেওয়ালগুলোর ওপর ঘোরাফেরা করতে লাগল। দেওয়ালের নতুন রং-এর কটু গন্ধ এখনো ঘর থেকে যায়নি। যারা ফ্রিবার্গকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের সবার ছবি ঝুলছে দেওয়ালে—স্যামুয়েল ফ্রয়েড, রিচার্ড ভন, ক্র্যাফট এবিং, হ্যাভলক এলিস, থিওডোর এইচ. ভ্যান. ডি ভেলডি, মেরি স্টোপস, আলফ্রেড কিনসে, উইলিয়াম মাস্টার্স এবং ভার্জিনিয়া জনসন।

পাশের দেওয়ালে একটা সাজানো আয়না। আয়নার ওপর ডঃ ফ্রিবার্গের চোখ এসে থেমে গেল। নিজের প্রতিমূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল। লাজুক লাজুক চোখে নিজেকে দেখতে লাগলেন—মাথায় কালো পাকানো চুল কিছুটা অবিন্যস্ত, ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ছোট ছোট চোখের ওপর পুরু ফ্রেমের চশমা, টিকালো নাক, ঘন কালো গোঁফ এবং চওড়া থুতনি ঘিরে ছোট দাড়ি।

ওঁর ডেস্কের এক কোণে রাখা রূপোর ফ্রেমে বাঁধা ছবির ওপর ওঁর চোখ চলে গেল। এটি তাঁর স্ত্রী মিরিয়ামের এবং তাঁদের হাস্যোজ্জ্বল সন্তান জনির ছবি।

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উনি আবার নোটগুলো কাছে টেনে নিলেন, নোটগুলোয় মন বসবার চেষ্টা করলেন। দ্রুত ওগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পাশে ঠেলে ফেলে দিলেন। এগুলোর সঙ্গে ওঁর নতুন করে আর পরিচিত হবার দরকার নেই। নতুন প্রতিনিধিদের কাছে ভাষণ দেবার সময় এসবের উল্লেখেরও প্রয়োজন হবে না।

তাঁর পাঁচ প্রতিনিধি এখনো এসে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট দেরি আছে। তার মানে তাঁর হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। তাই একটু শিথিল হয়ে বসে গত চার মাসের ঘটনার পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন। সেই চার মাসের ঘটনাগুলোকে তিনি একেবারে সামনে বর্তমানে নিয়ে এলেন।

টাকসন থেকে লসঅ্যাঞ্জেলেসে রজার কিলকে প্রাথমিকভাবে ফোন

করার দু সপ্তাহের মধ্যে কিল তাঁর অনুসন্ধান কাজ সেরে স্থান নির্বাচন করে ফেলেন। যে স্থানটা বাছেন সেটা ঠিক লসঅ্যাঞ্জেলেস নয়। কিল খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন লসঅ্যাঞ্জেলেসে সেক্স-থেরাপিস্ট অনেক। তাছাড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে ভাড়াও প্রচুর পড়ে যায়। কিল পেশায় ট্যাক্স আটর্নি। কিন্তু তবু ও বহু বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন এবং ওঁর জ্ঞানের ক্ষেত্রও বেশ প্রসারিত। অনেক অনুসন্ধান শেষে যে স্থানটা বাছেন সেটা লসঅ্যাঞ্জেলেস থেকে এক ঘণ্টার পথ। ওঁর বিশ্বাস ওর বন্ধু ওখানে বেশ পসার করতে পারবেন।

কিল ওঁর জন্য পছন্দ করলেন হিলস্লেড ক্যালিফোর্নিয়া শহর। ঘন নীল প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন এক শহর। ৩৬০,০০০ মানুষের এ এক ছড়ানো শহর। এই শহরে অনেক সাইকিয়াটিস্ট আছেন, সাইকোলজিস্ট আছেন। কিন্তু এখনো কোন সেক্স-থেরাপিস্ট নেই। রজার কিল খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পেশাদার যৌন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটু নাম আছে, এমন কোন সেক্স-থেরাপিস্ট হিলস্লেডে কারবার খুললে ভালোই পসার জমাতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তিনি আরো জেনেছেন, হিলস্লেডে যৌন জীবনে অতৃপ্ত, অশান্ত মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

এই সংবাদের পর ফিল দুজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চারটে অফিস বিল্ডিং দেখায়। ফ্রিবার্গ একটা দুতলা কন্সট্রাকশন পছন্দ করেন। প্রধান রাস্তা থেকে দূরে বাজারের মধ্যে বাড়িটার অবস্থান। পরের ঘটনাগুলো একে একে দ্রুত ঘটে যেতে থাকে। ফ্রিবার্গ এক মেধাবী তরুণ আর্কিটেক্টকে কাজে লাগিয়ে তাঁর টাকসনের ক্লিনিকের মতো বাড়িটা নতুন করে সাজিয়ে নিলেন। তাঁর পুরনো ক্লিনিক ছেড়ে আসার জন্য বউকে নিয়ে টাকসন গেলেন।

তারপর তাঁরা চার বার হিলস্লেডে গেলেন। ফ্রিবার্গ যখন তাঁর ক্লিনিকের নব রূপায়ণ তদারকি করছেন, তখন এদিকে তাঁর স্ত্রী নিজেদের থাকার জন্য একটা বাড়ির সন্ধান করতে করতে স্বামীর অফিস থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে আটটি ঘরের একটা ভারি সুন্দর বাড়ি পেয়ে গেলেন।

অফিসের জন্য মনমতো জায়গা পেয়ে ফ্রিবার্গ প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। স্থানীয় এক ডাক্তার স্টান লোপেজ-এর সহযোগিতায় তিনি সুসি এডওয়ার্ডকে পেলেন তাঁর বাক্তিগত সেক্রেটারিরূপে। ফ্রিবার্গ ডঃ লোপেজকে ব্যক্তিগতভাবে খুব শ্রদ্ধা করতেন। সুসি তাঁর কাছে

পার্টটাইম সেকেণ্ড সেক্রেটারিরূপে কাজ করত। তিনি জানেন মেয়েটা একটা পুরা সময়ের কাজ চায়। মাথায় ঘন লাল চুল, তিরিশ বছরের মেয়েটার ইন্টারভিউ নিলেন ফ্রিবার্গ। মেয়েটা এই কাজটা পেতে খুবই আগ্রহী। ফ্রিবার্গ আরো জেনেছেন, মেয়েটা খুবই বিশ্বস্ত। এর পর তিনি নরা অ্যামেসকে প্রাকটিক্যাল নার্স রূপে এবং টেস উইলবারকে রিসেপশনিস্ট রূপে নিযুক্ত করলেন।

কর্মী নিয়োগের কাজ হয়ে গেলে ফ্রিবার্গ দেশের সমস্ত চিকিৎসকের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। সবাইকে জানিয়ে দিলেন, তিনি এই নতুন ক্লিনিক খুলেছেন। এখানে প্রয়োজন হলে পুরুষ ও মহিলা যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে চিকিৎসা করা হয়। এঁরা দেশের সেই সব ডাক্তার, যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সেমিনার, কনভেনসনে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ডাক্তারদের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় থাকার ফাঁকে তিনি যৌন প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রার্থীর সন্ধান শুরু করে দিলেন। দরখাস্তকারীর সন্ধানে হিলস্লেডের সাইকো-অ্যানালিস্টদের কাছে এবং লসঅ্যাঞ্জেলেস, সান্তা বারবারা, সানফ্রানসিসকো, শিকাগো ও নিউইয়র্ক-এর থেরাপিস্টদের লিখলেন। অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি তেইশটা দরখাস্ত পেয়ে গেলেন। তারা যৌন প্রতিনিধি হতে চায়। তাছাড়া ফ্রিবার্গ এমন কিছু রুগীর সন্ধানও পেলেন, যারা এখনই তাঁর সেক্স-থেরাপির সাহায্য চায়! এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠিগুলোর জন্যই ফ্রিবার্গ উপলব্ধি করলেন, বর্তমানে তাঁর পাঁচ জন প্রতিনিধি চাই। চারজন মহিলা এবং একজন পুরুষ। সেইসঙ্গে গেইলি মিলারের পরিষেবা, সে হিলস্লেডে চলে আসছে টাকসন থেকে।

প্রতিনিধি প্রার্থীরা একে একে আসতে শুরু করে দিলে ফ্রিবার্গ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলেন। অধিকাংশ পরীক্ষাই অল্প সময়ের। কারণ, প্রার্থীরা কেউই যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হচ্ছিল না। প্রতিনিধি হবার প্রত্যাশায় আসা কোন মেয়ে যদি মনে করে কাজটা খুব আগ্রহের, তাহলে সে বিরাট ভুল করবে, এটা তার অযোগ্যতারই পরিচায়ক হবে। আবার কোন মেয়ের মনে এ কাজ গ্রহণ করতে যদি দ্বন্দ্বর সৃষ্টি হয়, তাহলেও সে অযোগ্য হবে।

একেবারে পরিষ্কার একটা উদ্দেশ্য আছে, এমন মেয়েদের দীর্ঘ ইন্টারভিউ নেওয়া হলো। এমন ডিভোর্সড, ঘরোয়া মহিলা এসেছে যাদের কোন সন্তান নেই, স্বামীর যৌন ক্ষমতা প্রায় নেই-এর পর্যায়ে। প্রেমিকদের যৌন অঙ্গ

সচল নয় এমন মহিলা ; বাবা মা, জ্ঞাতি গুষ্টি বা অন্য আত্মীয়কে যৌন সমস্যায় ভুগতে দেখেছে এমন মহিলাও প্রার্থী হয়ে এসেছে। এই সব প্রার্থী-দের জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, এদের সবারই উদ্দেশ্য কিন্তু এক—যৌন দিক দিয়ে অক্ষম পুরুষদের পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেবার সময় ফ্রিবার্গ তাঁর এক সহকর্মীর একটা পরামর্শ সব সময় মাথায় রেখেছিলেন। পরামর্শটা হলো : 'এক যথার্থ প্রতিনিধি হবেন সূক্ষ্ম অনুভবনশীল, সমবেদনা সম্পন্ন এবং পরিণত আবেগের অধিকারী।' যোগ্য প্রতিনিধিকে নিজের দেহ ও যৌনতার বিচারে অত্যন্ত আরামপ্রদ হতে হবে। ফ্রিবার্গ ভেবে দেখেছেন, কোন মেয়ে প্রতিনিধি অবিবাহিত হলে, তাকে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের অধিকারী হতে হবে, যৌন আবেদনে সাড়া দিতে হবে এবং সর্বোপরি নিজের নারীত্ব সম্পর্কে তাকে সতর্ক হতে হবে। এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য ছাড়াও পুরুষের অবদমিত যৌন শক্তি জাগিয়ে তুলতে তাকে আগ্রহী হতে হবে।

এইভাবে নানা দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে ফ্রিবার্গ চারজন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যৌন প্রতিনিধি প্রার্থী নিযুক্ত করলেন। এরা হলো লীলা ভ্যান প্যাটেন, এলেন ওয়েকস, বেথ ব্রাণ্ট এবং জেনেট সিনিডার। একবার এদের প্রশিক্ষণ হয়ে গেলে এরা একটা ভালো টিম হয়ে উঠবে। এদের সঙ্গে যোগ দিতে গেইলি মিলার তো এবার এসে যাবে।

ফ্রিবার্গের কেবল একজনই পুরুষ যৌন প্রতিনিধি প্রয়োজন। নিষ্ক্রিয় যৌন অঙ্গের অধিকারী মহিলাদের জন্য পুরুষ যৌন প্রতিনিধির বিশেষ চাহিদা নেই, ফ্রিবার্গ যাচাই করে দেখেছেন, পুরুষ যৌন প্রতিনিধির সাহায্য নিতে মহিলাদের নীতিবোধে বাধে। দেখেছেন কোন পুরুষের একাধিক নারী সঙ্গী থাকলে কোন দোষ হয় না, বরং সেটা তার গুণের মধ্যে পড়ে যায়। আবার কোন মহিলা মাঝে মধ্যে এর তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে, তাতেও বিশেষ অসুবিধা ঘটে না। মহিলাটিকে বড়জোর বোকা বলা হয়। কিন্তু একটা অপরিচিত পুরুষ, এক্ষেত্রে এক প্রতিনিধির সঙ্গে যৌন সম্পর্কে মিলিত হওয়ার কথা মার্কিন সমাজে ভাবাই যায় না। সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একটা সন্তোষজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অনেকটা সময় নিয়ে নেন। তবে এটা ক্যালিফোর্নিয়া, জীবন এখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পালটে চলেছে। ফ্রিবার্গ ভেবে দেখলেন, এখানে মাঝে মাঝে এক আধজন মহিলা রুগী চলে আসতেও পারেন, তাই একজন পুরুষ যৌন প্রতি-

নিধিও রাখা দরকার। বাছাই পরীক্ষায় একজন পুরুষ দরখাস্তকারীই কেবল উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে ওরিগণ-এর এক তরুণ, অভিজ্ঞ, উৎসাহী। ব্যধি-গ্রস্ত মহিলাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য ওর আগ্রহ অসীম। ছেলেটার নাম পল ব্র্যাগুন। বহু পুরুষ প্রার্থীর মধ্যে থেকে ফ্রিবার্গ কেবল ব্র্যাগুনকেই নির্বাচিত করেন।

তাঁর অফিসের দরজা এখন খোলা। ফ্রিবার্গ সবে মাত্র তাঁর দিবাস্বপ্ন ছেড়ে উঠলেন। "ওরা এসে গেছে ডঃ ফ্রিবার্গ," তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি সোনালী কেশবতী সুসি এডওয়ার্ড বলল, "আপনি যে যৌন প্রতিনিধিদের বাছাই করেছেন ওরা আপনার জন্য আপনার সর্বকাজের অপেক্ষাগৃহে বসে আছে।

ফ্রিবার্গ মুচকি হাসলেন। ভারি শরীর তুলে উঠে দাঁড়ালেন। "ধন্যবাদ সুসি," বলে এগিয়ে গেলেন।

ডঃ ফ্রিবার্গ তাঁর সর্বকাজের অপেক্ষাগৃহর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিরিশ ফুট আয়তনের একটা কক্ষ। এক সুসজ্জিত শয়নকক্ষের সমান। মেঝের ওপর কার্পেট বিছান রয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে পাঁচ প্রতিনিধির দিকে মুখ করে একটা সোফা। ওদের বয়স আঠাশ থেকে বেয়াল্লিশের মধ্যে। ওরা অর্ধগোলাকারভাবে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফ্রিবার্গ মাথা নাড়ালেন, ওরা সবাই ধোপদুরস্ত পোশাক পরে বসে রয়েছে। তাঁর নার্স নোরা ইতিমধ্যে ওদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

ফ্রিবার্গ ওদের সামনে সোফায় বসলেন। পিঠ হেলিয়ে দিলেন। একটা পায়ের ওপর পা তুলে দোলাতে লাগলেন।

"জেনেট সিনিডার," ক্লাসে নাম ডাকার মতো করে উনি নাম ডেকে যেতে লাগলেন, "পল ব্র্যাগুন, লীলা ভ্যান প্যাটেন, বেথ ব্রাড, এলেইনি ওয়েক—তোমাদের সবাইকে এখানে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। ফ্রিবার্গ ক্লিনিকে আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি, তোমরা প্রত্যেকেই যৌন প্রতিনিধি হবার যোগ্যতার পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছ।"

এমন স্তুতির প্রতিক্রিয়া প্রতিনিধিদের চোখে মুখে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠতে দেখলেন।

"তোমাদের ট্রেনিং-কর্মসূচি সম্পর্কে আজকে আমি কিছু বলব। কাল

সকাল নটায় এই ঘরে ট্রেনিং শুরু হবে। সপ্তায় পাঁচ দিন করে ছ সপ্তা ধরে সরাসরি আমার তদারকিতে তোমাদের ট্রেনিং চলবে। চূড়ান্ত পর্যায়তেই কেবল আমি বাইরের লোকেদের নিয়ে আসব। নারী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটানোর স্তরেই কেবল লসঅ্যাঞ্জেলেসের আন্তর্জাতিক পেশাদার যৌন প্রতিনিধি অ্যাসোসিয়েশন-এর সুপারিশ মতো চারজন পুরুষ এবং একজন নারীর সাহায্যর প্রয়োজন হবে। এরা এক সময় রুগী ছিল। নিজেরা যৌন রোগে ভুগত। এদের রোগ বর্তমানে সেরে গেছে এবং সুস্থ জীবন যাপন করছে।

তোমাদের সামনে যে ট্রেনিং রয়েছে, সে সম্পর্কে এখন আমি দুটো কথা বলছি। আমি যা বলে যাব, তা আপন মনেই বলব, আমার কথায় কোন রকম বিরতি থাকবে না। তোমাদের কিছু জানার থাকলে আমার কথা বলা শেষ হয়ে গেলে তারপর বলবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

উনি পল ব্র্যাণ্ডন-এর দিকে তাকালেন।

"মিস্টার ব্র্যাণ্ডন আমাদের এই থেরাপিতে অধিকাংশ রুগী প্রধানত পুরুষ। তাই আমাদের মহিলা প্রতিনিধিদের করণীয় কাজের কথাই আমি বলব। তবে এক্ষেত্রে কথাগুলো তোমার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে। কারণ, একজন পুরুষ প্রতিনিধিকে তো মহিলা রুগী নিয়ে কাজ করতে হবে।"

সিগারিলোর প্যাকেট বার করার উদ্দেশ্য পকেটে হাত ঢোকালেন। বললেন, "তোমরা কেউ ধূমপান করলে. চিউইং গাম বা মিণ্ট খেলে আমার কোন আপত্তি নেই।" সিগারিলো ধরিয়ে দেখলেন ব্র্যাণ্ডন ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে এক ব্যবহৃত পাইপ ও পাউচ বার করছে। দেখলেন লীলা ভ্যান প্যাটেন ওর ব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

"এবার আসল কথায় আসা যাক", ফ্রিবার্গ বললেন, আপনাদের কেন অংশীদার বা যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো? আপনাদের রূপ, দেহ-সৌষ্ঠব বা আকর্ষণীয় যৌন অঙ্গের জন্য আমি আপনাদের মনোনীত করিনি। আমি আপনাদের মনোনীত করেছি আরো গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক গুণের জন্য—আমি দেখেছি আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি, সহানুভূতি, আপনাদের মতো স্বাস্থ্যবান নয় এমন মানুষের প্রতি অনুরাগ। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজের নিজের যাবতীয় বৈশিষ্ট অন্যের সঙ্গে সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে উপভোগ করার মানসিকতা আছে।

যৌন প্রতিনিধির প্রথম ব্যবহারকারী হলেন মাস্টার্স এবং জনসন। উইলিয়াম মাস্টার্স ওহিও থেকে আসেন। রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন নিয়ে লেখাপড়া করেন। এবং ঘটনাচক্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনে যৌন ব্যবহারের ওপর গবেষণা শুরু করে দেন। টানা দু বছর গবেষণা চালাবার পর তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর একজন মহিলা সহযোগীর প্রয়োজন। মাস্টার্স ভাড়া করলেন ভার্জিনিয়া জনসনকে। সে এক ডিভোর্স মহিলা, সন্তানের মা। মনোবিজ্ঞানের ওপর মেয়েটা কয়েকটা কোর্স করেছে, তবে মেয়েটার কোন কলেজ ডিগ্রি নেই। ওরা দুজনে মিলে একটা অনুসন্ধানী টিম গঠন করলেন এবং পরে বিয়েও করে নিলেন।

মাস্টার্স এবং জনসন দ্রুত উপলব্ধি করলেন, খোলামেলা মেলামেশা, সামান্য প্রশ্ন-উত্তর তাঁদের অত্যন্ত হতাশ রুগীদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছে না। মাস্টার্স এবং জনসন আরো উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের পুরুষ রুগীরা চাইছে কথা বলা, পরস্পরের কাছ থেকে শেখা এবং সর্বোপরি অক্ষম পুরুষের থেরাপির চরম পর্যায়ে সুখ আদান-প্রদান করা। আমার মনে হয় যৌন প্রতিনিধির ধারণা এভাবেই ১৯৫৭ সালে সৃষ্টি হয়। সে সময় প্রচণ্ড যৌন সমস্যায় ভোগা পুরুষদের সঙ্গে থেরাপিতে আসার মতো বিবাহিত বা অবিবাহিত কোনরকম মহিলা সঙ্গী ছিল না। আর একদল ছিল, যাদের আদৌ কোন মেয়ে বন্ধু ছিল না। তাদের থেরাপিতে যোগ দিতে আগ্রহী মহিলা না পাবার জন্য এইসব পুরুষরা কি শাস্তি পেয়ে থাকে। 'এইসব মানুষগুলো সামাজিক পঙ্গু'; মাস্টার্স প্রায়ই বলতেন। 'এদের চিকিৎসা না করা হলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি অবিচার করা হবে'। তাই এদের চিকিৎসার জন্য তাঁরা মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন।

তাঁদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হলো। এগারো বছরে মাস্টার্স এবং জনসন একচল্লিশজন মানুষের সঙ্গে যৌন প্রতিনিধি দিলেন। তাদের মধ্যে বত্রিশ-জনের সমস্যা একেবারে মিটে গেল। কিন্তু ১৯৭০ সালে মাস্টার্স এবং জনসন যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার একদম বন্ধ করে দিলেন। বলা হয়, তাঁদের এক বিবাহিত প্রতিনিধি ছিল, মেয়েটাকে তাঁরা বিশেষ চিনতেন না। তার স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা হারানোর জন্য মাস্টার্স ও জনসনকে দায়ী করে আদালতে মামলা করে। মাস্টার্স এবং জনসন আদালতে না গিয়ে এবং সংবাদপত্রকে কেচ্ছা-কাহিনী ছাপার সুযোগ করে না দিয়ে, আইনানুগ বিবৃতি প্রকাশ করলেন এবং তারপর প্রতিনিধি নিয়োগের কাজ ছেড়ে দিলেন। আমার

বিশ্বাস, আমার ভাগ্য বিশেষ খারাপ নয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে তিনজন বিবাহ বিচ্ছিন্ন এবং কেউই নব বিবাহিত নয়। আরো একটা ব্যাপার, যেটা মাস্টার্স এবং জনসনকে এ পথ থেকে সরে যেতে প্ররোচিত করেছিল, তা হলো, তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন, অধিকাংশ প্রতিনিধিই নিজের দায়িত্ব ভুলে থেরাপিস্টের মতো ব্যবহার করছিলেন। আমি অবশ্য এ জিনিস কখনো অনুমোদন করব না।

তোমরা সকলেই জানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ যৌন অপূর্ণতা। কয়েক বছর আগে উইলিয়াম মাস্টার্স অবিষ্কার করেন, এই দেশের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ দম্পতির প্রায় অর্ধেকই যৌন জীবনে বেমানান। ইদানিং পরিসংখ্যানে কিছু হেরফের ঘটতে পারে, তবে আমি এবং তোমরা সকলেই উপলব্ধি করি, এইসব অতৃপ্ত মানুষদের সুখী ও স্বাস্থ্যবান করে তোলা যায়।"

মেঝে থেকে অ্যাশট্রে তুলে নেবার জন্য ফ্রিবার্গ সামনে ঝুঁকলেন। সিগারিলোর ছাই ঝাড়লেন। অ্যাশট্রেটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। সময়টা এক বিরতির মতো কেটে গেল। প্রশিক্ষণের আরো গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাষণ টেনে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে আবার বলতে শুরু করলেন :

"এখন তোমাদের প্রকৃত প্রশিক্ষণকালে প্রথম ছ-সপ্তাহ আমার তদারকিতে থাকতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে একটা পাঠ্যতালিকা দেওয়া হবে। আমি প্রত্যেককে পূর্ববর্তী যৌন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করব। তোমরা কখন কিভাবে সাড়া দিয়েছ জানাবে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তোমাদের প্রত্যেককে যৌন প্রতিনিধি থেরাপির সম্পূর্ণ পাঠক্রম নিতে হবে। পাঠক্রম নেয়া হয়ে গেলে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করলে, রুগীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঠিক এখনই আমি বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে রুগীদের সঙ্গে তোমাদের পদক্ষেপ, ব্যায়াম ইত্যাদি জানিয়ে দিতে চাই।

তোমাদের প্রত্যেক রুগীর জন্য সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন দুঘণ্টা করে সময় নষ্ট করতে হবে। কি ধরনের যৌন অক্ষমতার মুখোমুখি হতে হবে? কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা খুবই সাধারণ হতে পারে—হয়তো এমন এক রুগী, যার যৌন আকাঙ্ক্ষা খুব কম, বা হয়তো এক অতি সাদাসিধে, সামাজিক দিক দিয়ে ভীতু এবং বিচ্ছিন্ন বা হয়তো এমন এক পুরুষ, যার কৌমার্য এখনো বর্তমান। পুরুষ রুগীদের ক্ষেত্রে তোমাদের এমন রুগী নিয়ে কাজ করতে হবে, যাদের অঙ্গ দৃঢ় হয় না, যে প্রাথমিকভাবে অক্ষম। এমন পুরুষ নিয়েও হয়তো কাজ

করতে হতে পারে, যাদের পরিণতির পূর্বেই স্খলন হয়ে যায়। যৌন সুখ উপভোগ করতে অক্ষম এমন পুরুষও পাবে। নারী রুগীর ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনা একেবারেই নেই, এমন রুগী যেমন পাবে, তেমনি হস্তমৈথুন করেও চূড়ান্ত সুখ পাচ্ছেন না এমন রুগীও আছেন। এমন রুগীও আছে, যাদের যৌন অঙ্গ ক্ষুদ্র, এদের সঙ্গে যৌন মিলনে মিলিত হওয়া একদিকে যেমন কঠিন, তেমনি আবার বেদনাদায়ক।

নানা মানুষের এসব ব্যাধি নিরাময়ে তোমরা কিভাবে এগোবে? রুগীদের প্রশিক্ষণ দেবার সময় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের সহযোগী হতে হবে। রুগী সাহায্য পাবার জন্যই আমাদের কাছে আসে। আমাদের কাজ হলো তার সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ পরিণত, নিরাপদ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ধীরে ধীরেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ পুরুষ রুগী ভাবে, এসব ফালতু ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কি লাভ। বলে, আমাদের আসল কাজ কখন শুরু হবে বলুন। ক্লায়েন্টের যতোই তাড়া থাক না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে কাজ করছি তাতে সময় একটা প্রধান বিষয়। এবং প্রত্যেক রুগীকেও এটা বোঝাতে হবে।

এভাবেই কাজটা শুরু হবে। রুগী আমার কাছে এলে আমি আগে দেখব কোনো এম ডি তাকে পরীক্ষা করেছেন কি না। দৈহিক দিক থেকে সে ঠিক অবস্থায় আছে কি না। অর্থাৎ হর্মনে ঘাটতি, কোন রোগ ইত্যাদি আছে কি না। তারপর রুগীর সম্পূর্ণ যৌন ইতিহাস শুনে নিই। এটা শুনে, আমি রুগীর অসুবিধার ক্ষেত্র ধরে ফেলি। আমি তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি—যেমন আপনি যখন বড় হচ্ছেন, তখন আপনাদের বাড়িতে নগ্নতা কতোটা অনুমোদন করা হয়? আলিঙ্গন, চুম্বন, বুকে পেটে হাত বোলানো, এসবের কেমন চল ছিল আপনাদের পরিবারে? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সাধারণত—একদমই নয়। এর পরের পর্যায়ের কথা রুগীরা সাধারণত বলতে ভয় পায়। আমি তাদের বোঝাই ভয় বা অজ্ঞতা সব কিছু আরো জটিল করে তোলে, অকপটে সব স্বীকার করলে যৌন জীবন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তোমরা দেখবে রুগীরা দুটো ব্যাপারে দুর্বল। প্রথমত, অন্য মানুষের সঙ্গে তারা ঠিকমতো যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে না, দ্বিতীয়ত যৌনতা সম্পর্কে নিজের শ্রদ্ধা খুবই কম। তার এইসব সমস্যার সমাধান ঘটাবার জন্য রুগীকে আদর করবে, সোহাগ

করবে। সে যেন না বোঝে যে, তাকে উত্তেজিত করার জন্য এসব করা হচ্ছে। তাকে বোঝাতে হবে যে, তুমি তোমার আনন্দের জন্যই এসব করছ। কোন একজন রুগীকে ঘিরে তোমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, নিজে উপভোগ করা এবং নিজে উপভোগ করতে গিয়ে সেই উপভোগের আনন্দ তার মধ্যেও পৌঁছে দেওয়া।

আমি তোমাদের বলেছি, আমি প্রথমে রুগীর যৌন ইতিহাস জেনে নিই এবং তারপর তার সঙ্গে কথা বলি। এরপর তার সঙ্গে তোমাদের মধ্যে যাকে আমার উপযুক্ত মনে হবে, তাকে যুক্ত করার চেষ্টা করি। রুগীর বয়স, শিক্ষা সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আগ্রহ জেনে নিয়ে তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একজনকে তার জন্য বেছে নিই, যে এই সব দিক থেকে তার উপযুক্ত। তারপর আমি ব্যক্তিগতভাবে রুগীর সঙ্গে কথা বলি এবং পরে রুগী, যৌন প্রতিনিধি ও আমার মধ্যে এক ঘরোয়া মিটিং-এর আয়োজন করি।

তারপর যার ওপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার কাছ থেকে পুরো রিপোর্ট আশা করি। সাধারণত এই রিপোর্ট পাই টেপে বা মুখের বর্ণনায় —যে ক্ষেত্রে যেরকম হয়, তবে চিকিৎসা সম্পর্কে রুগীর কি মত, সে কিভাবে আমার চিকিৎসাকে নিচ্ছে এটা জানার জন্য আমি মাঝে মাঝেই রুগীর সঙ্গে দেখা করব।”

ক্রিবার্গ একটু থামলেন। তাঁর সামনে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ভাষণ শুনতে থাকা প্রতিনিধিদের গভীর চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

“তোমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটবে তোমাদের নিজেদের বাড়িতে, একান্ত কক্ষে। এই সাক্ষাৎকারের সময় তোমাদের অতিথিদের ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করতে হবে। সে সময় রোগীদের কিছু পানীয় খেতে দিতে পার। এই যেমন চা বা কোন হালকা পানীয়। কোন রকম অ্যালকোহল নয়। উত্তেজক কিছু নয়, মনে রাখবে যা করতে যাচ্ছ, তা হলো ঐ বিশেষ ব্যক্তির ভেতরের ক্ষমতাকে বাইরের উত্তেজক কিছুর সাহায্য ছাড়া জাগিয়ে তোলা। তোমাদের দুজনকে পরিপূর্ণ পোশাক গ্রহণ করে কথাবার্তা বলে যেতে হবে— তা সে কথা খাদ্য, খেলাধুলো বা সাম্প্রতিক কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। রোগীকে তোমাদের কথা কম বলবে এবং তাকে তার কথা বেশি করে বলতে দেবে। তার উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করবে।

প্রথম সাক্ষাতের শেষভাগে এসে তার হাতে হাত বোলাও। রোগীকে

তার চোখ বন্ধ করতে বলো এবং তোমার চোখ বন্ধ করো। এই সময় তোমরা কথা বলবে না।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে মুখে হতে বোলাও। তার মুখে আস্তে আস্তে সস্নেহে হাত বোলাতে থাকো। তোমার হয়ে গেলে সেও এইভাবে তোমাকে আদর করতে থাকবে। সব স্বাভাবিকভাবে এগোলে তৃতীয় সাক্ষাতে ফুটবাথ নাও। আক্ষরিক অর্থে ফুটবাথ। শরীরে জামা কাপড় ঠিকই থাকবে, তবে পা থাকবে খোলা, গরম জলে ভিজিয়ে ঘষতে থাকো।

চতুর্থ সাক্ষাতের আগে তোমরা প্রাথমিক নগ্নতার দিকে এগোও। দুজনে দেহের সমস্ত পোশাক খুলে ফেল। সেরকম ইচ্ছে হলে একে অন্যের পোশাক খুলে দাও। এমনিতে এটা খুব একটা অসুবিধেজনক কাজ নয়, তবে আবার অনেক সময় সহজ কাজও নয়। বহু মানুষ অন্ধকারেই সাধারণত পোশাক খোলে। যাইহোক, এখন পোশাক খোলার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেহ প্রদর্শনের ব্যায়াম করো। রোগীকে সামনে বসে তা দেখতে বলো। নিজের দেহের কোনটা তোমার পছন্দ, কোনটা অপছন্দ অকপটে স্বীকার করো। তোমার হয়ে গেলে তোমার রুগীকেও ঐ একই কাজ করতে বলো। এই ব্যায়াম করার ফলে তোমরা একে অপরকে আরো অনেকটা জেনে যাবে।"

ফ্রিবার্গ তাঁর কেস থেকে আরো একটা সিগারিলো বার করার জন্য সামান্য থামলেন। হাতের ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকালেন।

"এবার আমি একটু দ্রুত আমার ভাষণ দিয়ে যাবো। আর এখানে আমি যাই বলি না কেন, ট্রেনিং-এর সময় আমি তোমাদের সবই করে দেখিয়ে দেব। দেহ প্রদর্শনের পর এসো একসঙ্গে স্নানের স্তরে। তারপর নগ্ন অবস্থায় পৃষ্ঠদেশ মর্দন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে যা বোঝায়, তাই। এর পরেই করো সামনের দিকে মর্দন। তবে স্তন বা জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করবে না। পরবর্তী পর্যায়ে পরস্পরের স্তন এবং জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে শরীরের সামনের দিকে হাত বোলাতে থাকো। এই সময় অবশ্য স্তন বা জননেন্দ্রিয়র প্রতি বিশেষ নজর দেবে না। এভাবে চলার পর রুগী চিত হয়ে শোবে এবং তোমাকে তার জননেন্দ্রিয়তে হাত বুলিয়ে যেতে হবে। তাকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে কিন্তু তুমি এটা করছ না।

পরের স্তরে তোমাদের দুটো কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হলো, অঙ্গ পরিচয়। আমরা অঙ্গ পরিচয়ের ওপর

জোর দিই। কারণ, অধিকাংশ পুরুষ নিজের যৌন অঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হলেও, স্ত্রী অঙ্গ দেখতে কেমন সে ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই। সাধারণত তারা করে কি, অন্ধকারে বিছানায় উঠে তারা সঠিক স্থানটি খুঁজে পাবার আনন্দে লাফালাফি শুরু করে। অঙ্গ পরিচয় পর্বে তোমরা ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করো, পুরুষকে তোমাদের গোপন অঙ্গ দেখিয়ে দাও। দ্বিতীয়ত রুগী তোমাদের জননেন্দ্রিয়তে তার জননেন্দ্রিয় প্রবেশ করাবার চেষ্টা করবে। কোন রুগী পুরোপুরি বা অর্ধেক সফল হলে বাধা দেখে।

এর পরের পর্যায়টাই হলো শেষ পর্যায়। এই পর্যায়েই ঘটবে সফল যৌন মিলন। কিভাবে ঘটবে তাই বলি এবার···”

ফ্রিবার্গ টানা দশ মিনিট কথা বলে গেলেন। দেখলেন, তাঁর সহযোগীরা অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে তাঁর পরবর্তী ভাষণ শোনার জন্য। পোড়া সিগারিলোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া টেনে মুচকি হেসে বললেন, “এবার তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো।” সোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিলেন।

লীলা ভ্যান প্যাটেন জানতে চাইল, “ডঃ ফ্রিবার্গ, আমরা কি আমাদের বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতদের জানাতে পারব আমরা কি করছি ?”

“কেন পারবে না ?” ফ্রিবার্গ প্রতি প্রশ্ন করলেন। “তবে তোমরা কারুকে তোমাদের রুগীর পরিচয় জানাতে পারবে না। এটা একদম গোপন রাখতে হবে। কেউ তোমাদের পেশা জানতে চাইলে তোমরা স্বচ্ছন্দে জানাতে পারো। একটা সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে তোমাদের আগাম সতর্ক করে দিতে চাই। সেটা হলো জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া। অধিকাংশ মানুষই মনে করবে তোমরা বুঝি বেশ্যা, তাই তোমরাই ঠিক করো তোমরা কি করবে।”

জেনেট সিনিডার প্যাড দোলাতে দোলাতে বলল, “আচ্ছা মুখে হাত বোলানোর সময় কি শুধুই মুখে হাত বোলানো হবে ? রুগী চুমু খেতে চাইলে তাকে কি চুমু খেতে দেওয়া হবে ?”

“কোন আপত্তি নেই, তাকে চুমু খেতে দাও। অধিকাংশ মানুষই চুম্বনের বিশেষ কিছু জানে না।”

প্যাডে লিখে রাখা নোটের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জেনেট জানতে চাইল, “সে আমার যৌনাঙ্গে হাত দিলে আমার তীব্র উত্তেজনা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমার কি করণীয় ?”

ফ্রিবার্গ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন, বললেন, "সেরকম কিছু ঘটলে ঘটতে দেবে। সম্ভব হলে শুধু নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করবে।"

একমাত্র পুরুষ যৌন প্রতিনিধি পল ব্র্যাণ্ডন উঠে দাঁড়াল। বলল, "দেহ প্রদর্শন পর্ব থেকেই নগ্নতার শুরু হচ্ছে তো ?"

"হ্যাঁ, ঐ সময় থেকেই" ফ্রিবার্গ বললেন, "কেন এ ব্যাপারে কি তোমার কোন সমস্যা আছে ?"

"না, আমার কোন সমস্যা নেই। আমি ব্যাপারটা একটু জেনে নিচ্ছি এই যা।"

"এবার আমার পালা," বলল এলেইনি ওয়েক, "পুরুষাঙ্গের প্রবেশ ঘটানো কি নিরাপদ ?"

"আমি তোমাদের পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি, রুগীকে আগাগোড়া পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। তার অন্য কোন রকম রোগ থাকবে না।"

"আমি গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনার কথা বলছি।"

"সে ক্ষেত্রে পিলের ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে চাইলেও নিতে পারো।"

ফ্রিবার্গ অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর কেউ প্রশ্ন করছে না দেখে এবার তিনি নিজের তরফ থেকে শেষ কথাটা বলার জন্য তৈরি হলেন। তাঁর সামনে বসে থাকা প্রতিনিধিদের প্রত্যেককে একত্রে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের কাছে এবার আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এখন এই কর্মসূচি থেকে নাম কাটিয়ে নিতে চাও ?"

কোন প্রতিনিধিই সামান্যতম শব্দ করল না। ফ্রিবার্গ হাসলেন। নরম সুরে বললেন, "খুব ভালো। তোমাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আগামীকাল ঠিক সকাল সাড়ে নটায় তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে। আগামীকাল থেকে তোমরা পেশাদার যৌন প্রতিনিধি হতে চলেছ। ঈশ্বর তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ইতিমধ্যে ছ সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে। সময় এখন বেলা দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। ডঃ আর্নল্ড ফ্রিবার্গ তাঁর চেয়ারে বসে একটু পরে যে গ্রুপ মিটিং শুরু হবার কথা তারই অপেক্ষা করছেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন মধ্য জুলাইয়ের আকাশ বিবর্ণ, মেঘে ভর্তি। রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ দেখতে পেলে তিনি খুশি

হতেন। কারণ নিজের মনের ভেতরেই তিনি এখন উজ্জ্বলতা অনুভব করছেন। প্রতিনিধিদের ট্রেনিং দিয়ে তিনি সত্যিই আনন্দ পেয়েছেন। পুরো ট্রেনিং পিরিয়ডটাই সফল হয়েছে। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন অত্যন্ত উৎসাহী, উজ্জ্বল, যৌন প্রতিনিধি।

ঠিক দুটোয় প্রতিনিধিদের আসার কথা। উনি তাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। সকালে উনি এদের নিয়ে যা ভাবছিলেন, সে কথাই তাঁর মনে পড়ল। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর কাছে যে চারজন প্রথম রুগীকে পাঠিয়ে ছিল, তাঁদের টেপ পর্যালোচনা করছিলেন। এই চারজন রুগীই পুরোপুরি অক্ষম মানুষ। পল ব্র্যাগুন এখনো কোন মহিলা রুগী পায়নি। তবে জেনেছেন, মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের কাছে রুগীদের যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই তিনি আশা করছেন ব্র্যাগুনও কিছুদিনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ফ্রিবার্গ টেপগুলো সুসিকে দিলেন, ওগুলো ওয়ার্ড প্রসেসরে তুলে নেবার জন্য।

তারপর ফ্রিবার্গ গেইলি মিলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিলার তাঁর প্রথম প্রতিনিধি। এক সপ্তা আগে সে টাকসন থেকে এসেছে। সেখানে তার কাজ-কারবার গুটিয়ে, আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করে ফিরে আসে। এই এক সপ্তায় মেয়েটার সঙ্গে তাঁর বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। মেয়েটি সে সময় হিলস্লেডের এক বাংলোয় নিজের বসবাসের ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক করতে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া সাইকোলজিতে ডক্টরাল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য লসঅ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুলে দরখাস্ত করার কাজেও বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সকালে মেয়েটি তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে এলে, তিনি সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলেন। মেয়েটির লাঞ্চের আয়োজন করলেন। দীর্ঘ সময় মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়ে অনুভব করলেন, তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্যে সেই সব থেকে আকর্ষণীয়া।

পাশাপাশি বসে লাঞ্চ খাবার সময় ফ্রিবার্গ দেখলেন, মেয়েটি কতো সুন্দর, আকর্ষণীয়া। মেয়েটি পরেছে গোলাপী রং-এর সিল্কের ব্লাউজ, কোমরে হলুদ রং-এর চামড়ার বেল্ট, বেল্টের নিচে সিল্কের স্কার্ট, হাঁটার সময় স্কার্ট ওর থাইয়ের ওপর চেপে বসে। মেয়েটি যখন খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন উনি মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর রূপ উপভোগ করেন। মেয়েটির মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল। সান গ্লাসের আড়ালে ঘন দুটো চোখ। নিচে খাড়া নাক, দীর্ঘ সরু দুটি ঠোঁট। তিনি দেখলেন, মেয়েটির

অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যও সমান আকর্ষণীয়। ছ বছর আগে টাকসনে মেয়েটির যৌন প্রতিনিধিত্বের প্রশিক্ষণকালে বহুবার তিনি ওর নগ্ন দেহ দেখেছেন। তাঁর স্মৃতির পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে ছাপা হয়ে আছে মেয়েটির গোপন অঙ্গের নিখুঁত বর্ণন। তার মসৃণ ঢালু কাঁধ, সম্মুখে প্রসারিত পরিপূর্ণ স্তন, স্তনের সুপুষ্ট বাদামী বৃন্ত, তার ছোট নরম কোমর, সরু দুটি পাছা, স্ফীত থাই এবং সুগঠিত পা। তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন মেয়েটি তখন এবং এখনও নিশ্চল পাঁচ ফুট চার কি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হবে। তাঁর ভাসা ভাসা মনে পড়ে, মেয়েটির কেস রেকর্ডে তার ব্যক্তিগত জীবনের এক দুঃখের কাহিনীর ইঙ্গিত আছে যেন। তার জীবনে এমন কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যা তাকে এই যৌন প্রতিনিধির কাজ নিতে প্ররোচিত করেছে।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সহযোগী, এবং সর্বোপরি অত্যন্ত মিষ্টি ব্যক্তিত্বের এক মহিলা। অত্যন্ত জটিল, একেবারে নিরাশ রুগীদের ক্ষেত্রে সফল হতে এই মেয়েটি যে কি অপরিসীম সাহায্য করেছে, তাও এখন তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, এই সাতাশ বছর বয়সের অভিজ্ঞ মেয়েটা তাঁর টিমের নেত্রী হবার যোগ্য।

এসব আগেকার কথা। এখন ঠিক বেলা দুটোর সময় নিজের টেবিলে বসে ফ্রিবার্গ দেখতে পেলেন প্রতিনিধিরা একে একে সব আসতে শুরু করেছে। তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে অভিবাদন জানাতে লাগলেন। তারা সবাই একে একে সোফায় বসল। সুসির অফিস থেকে গেইলি মিলারকে আনলেন। তার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ফ্রিবার্গ চেয়ার থেকে উঠলেন না। বসে বসেই তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

তোমাদের সবাইকে অভিবাদন জানাই। গত ছ সপ্তাহের ঘনিষ্ঠতায় আমরা অনেকটা একান্নবর্তী পরিবারের মতো হয়ে উঠেছি। আমি তোমাদের সামনে আজ আবার একবার ভাষণ দিতে আসি নি। ট্রেনিং শুরু হবার আগে একদিন আমি ভাষণ দিয়েছি। ছ সপ্তাহের প্রতিটি কাজের দিনে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমি অনুভব করতে পারছি তোমরা তোমাদের কাজটা বুঝতে পেরেছ, তোমাদের কাজের প্রতি তোমরা আত্মনিবেদিত এবং কাজটা ভালোভাবেই করতে পারবে। একটা কথা মনে রাখবে তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি একটা সেতু বন্ধনের চেষ্টা করেছি। যে সেতু বিপদগ্রস্ত মানুষকে খারাপ, অতৃপ্ত অবস্থা থেকে সুখী, আনন্দদায়ক অবস্থায় নিয়ে যাবে। তাদের

যৌন জীবনই কেবল সুখের হবে না, তাদের ব্যক্তিগত, কাজ কর্মের জীবনও সুখের, আনন্দের, উৎসাহদ্দীপক হয়ে উঠবে।

এই কথাটা মনে রাখবে, এই সব মানুষরা তোমাদের কাছে কিছু শিখতে চায়। তারা জানতে চায়, কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয়। হতাশা, অপূর্ণতা নিয়ে তারা তোমাদের কাছে আসছে। তারা এইভাবে নিজেদের হয়ে সওয়াল করবে, "আমি, এই মানুষটা বলছি, আমার অক্ষমতার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমার কি করা উচিত তা আমি জানতে চাই, আমাকে সাহায্য করুন," তাদের কাছে তোমরাই শেষ আশ্রয়।

যাইহোক, আগামীকাল থেকে তোমাদের কাজ শুরু হচ্ছে। আগামীকাল সকাল ও বিকেল থেকে রুগীদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎকারের সময়ের একটা তালিকা আমি তৈরি করেছি। তার পরের দিন থেকে আমাকে শুধু তোমরা নিয়মিত রিপোর্ট দিয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন তাহলে এই পর্যন্তই রইল। এখন আমি গেইলি মিলারকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তোমাদের প্রশিক্ষণ দেবার আগে আমি তাকে টাকসনে প্রতিনিধি হিসাবে কাজে লাগিয়েছি। গত সপ্তাহের ট্রেনিং-এর সময় একবার তোমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার মনে হয় গেইলি সংক্ষেপে একবার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী তোমাদের শোনালে এবং তোমরা যেমন যেমন প্রয়োজন মনে করবে সেই মতো প্রশ্ন করার সুযোগ পেলে ভালোই হবে। এখন আমি তাহলে গেইলি মিলারকে নিয়ে আসি।

সুসির সেক্রেটারিয়াল অফিস ছেড়ে ফ্রিবার্গের অফিসে ঢোকার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গেইলি আর একবার থেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলতে ইতস্তত করতে লাগল।

"আমাকে কি করতে হবে?" গেইলি জানতে চাইল।

ফ্রিবার্গ মুচকি হাসলেন। "তুমি ওদের সামনে গিয়ে যা মুখে আসে তাই বলে যাও। আমার আর তোমার ভাষণের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তুমি একেবারে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলবে। ওদেরকে তোমার অভিজ্ঞতা জানাও, ওদের কোন প্রশ্ন থাকলে, শুনে ধীরে সুস্থে উত্তর দাও। তুমি পারবে গেইলি।"

গেইলি ফ্রিবার্গের ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার জন্য প্রস্তুত হলো। পাঁচ নতুন প্রতিনিধি উৎসুক, আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"পদ্ধতিটা আপনাদের সকলেরই জানা", গেইলি শুরু করল। "টাকসনে

ক্রিবার্গের সঙ্গে কাজ করার সময় আমার পাঁচটি কেসের অভিজ্ঞতার কাহিনীই কেবল আমি আপনাদের শোনাতে পারি। দুটো কেস হলো সংস্থাপন বা ধরে রাখায় অক্ষমতা। দুটো কেস হলো পরিণতি পাবার আগেই নির্গত হওয়া। একটা কেস ভয়ঙ্কর লজ্জা এবং জ্ঞানের অভাব। আপনারা শুনে খুশি হবেন, এই সবকটা কেসই সন্তোষজনকভাবে সমাধান করা হয়েছে।

জেনেট সিনিডার ওর কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল, 'এদের সবার সঙ্গেই কি আপনি প্রেম করতেন?'

"অবশ্যই," গেইলি উত্তর দিল। "আপনি কি যৌন সম্ভোগের কথা জানতে চাইছেন?" হ্যাঁ, প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার যৌন মিলন ঘটেছে। থেরাপিস্টরা বলেন, যৌন মিলন এই ট্রিটমেন্টের লক্ষ্য নয়। তবে তাঁরা যাই বলুন না কেন, মূল লক্ষ্য কিন্তু সফল যৌন মিলন পাবপূর্ণ যৌন মিলন সুখ থেকে বঞ্চিত কোন মানুষ যদি এই ট্রিটমেন্টের ফলে অন্য যেকোন স্বাভাবিক মানুষের মতো পরিতৃপ্ত লাভ করে, তাহলে আমি বুঝব, আমার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।"

জেনেট সিনিডার আবার হাত তুলল বলল, "আর একটা কথা। আমাদের এই কাজে এইডস ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা কতোটা? আমাদের কতোটা বিপদ ঘটতে পারে?"

"আমি খুব খোলাখুলিভাবে বলছি, অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আপনাদের কাজ করতে হবে।" গেইলি বলল, "আমি যতোদূর জানি সংক্রামিত মানুষের রক্ত ও দেহের তরল পদার্থের মাধ্যমে এইডস জীবাণু অন্যের দেহে প্রবেশ করে। যৌন সম্ভোগ বা ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনের মাধ্যমে আপনারা সংক্রামিত হতে পারেন। অন্য একজনকে স্পর্শ করলেও আপনার এইডস হতে পারে। নির্বীজকরণের পর বা খোলা বাতাসের এই জীবাণু বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। তবে, আমি আপনাকে আবার বলছি, আপনাদের শরীরের তরল পদার্থে এবং রক্ত ধমনীতে এই রোগ বেঁচে থাকতে পারে। তাই এই কাজে ঝুঁকি আছে, আপনাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিউইয়র্কে এইডস সম্পর্কে এক যৌন প্রতিনিধি সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছিলাম। ঐ সম্মেলনে এক নিরাপদ যৌন সম্পর্কের পথ বাতলে দেওয়া হয়। প্রথমত বলা হয়, রুগীর সঙ্গে গভীর চুম্বনে মিলিত হওয়া ঠিক হবে না। শরীরের তরল পদার্থ যেমন থুতু বিনিময় ঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত, কনডোম ছাড়া যৌন মিলনে যাওয়া ঠিক হবে না। এক যৌন প্রতিনিধির

নিজেকে অধিকতর নিরাপদ করার জন্য স্পারমিসাইড ব্যবহার করা উচিত।" গেইলি গলার স্বর নামিয়ে বলল, "আমার রুগিদের এইডস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পেলে আমি অবশ্য তাদের কনডোম ব্যবহার করতে জোর দিই না। আমার কাছে এইসব মানুষের ক্ষেত্রে কনডোম একটা অতিরিক্ত বোঝা। অনেক থেরাপিস্ট বলেন, প্রত্যেক মিলনের পর প্রতিনিধির উচিত নিজের দেহ পরীক্ষা করা। আমি মনে করি এটা বড্ড বাড়াবাড়ি এবং এ ব্যাপারে ডক্টর ফ্রিবার্গ আমার সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিনিধিদের তিন মাসে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিলেই চলবে। যাইহোক, নিরাপত্তার প্রশ্নে আমি যে পরামর্শ দিলাম, সেগুলো মেনে চললে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই।"

গেইলি নতুন করে কিছু বলতে যাবার আগে লীলা ভ্যান প্যাটেন আবার একটা প্রশ্ন করল। বলল, "আমি একটা কথা জানতে চাইছিলাম? একজন যৌন প্রতিনিধি হিসেবে আপনি সফল অঙ্গ সংস্থাপনকে কিভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করবেন?"

গেইলি মাথা নেড়ে উত্তর দিল, "এই প্রসঙ্গে সব থেকে উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন মাস্টার্স ও জনসন এবং ডঃ ফ্রিবার্গ। আপনার ট্রিটমেণ্টের ফলে যদি দেখা যায় কোন এক ধ্বজভঙ্গ পুরুষ তার পুরুষাঙ্গ সংস্থাপনে সক্ষম হচ্ছে, তাহলে ধরে নিতে হবে, আপনার চিকিৎসা সার্থক।" প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ পল ব্র্যাণ্ডনের ওপর তার চোখ পড়ল, ও বলল, "যৌন বাসনাহীন মহিলা রুগীর ক্ষেত্রে আমরা মাস্টার্স ও জনসনের সঙ্গে একমত। তাঁরা মনে করতেন, চারবার মিলনের মধ্যে অন্তত দু বার যদি ক্ষুধার সৃষ্টি হয় তাহলে জানতে হবে সেটা একটা সাফল্যের লক্ষণ।"

আর কেউ কোন প্রশ্ন করছে না দেখে গেইলি বলে যেতে লাগল।

"আমি আমার রুগীদের সব সময় বলে এসেছি, আমি শিক্ষক নই, আমি একজন অংশীদার। তবে এমন এক অংশীদার, যে তাদের থেকে একটু বেশি জানে এবং তাদের সাহায্য করতে চায়। আমার রুগীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আইন ব্যবসায়ী এবং কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁদের বলে-ছিলাম, আমার কোন আইন সংক্রান্ত সমস্যা হলে বা কমপিউটার সম্পর্কে আমার কিছু জানার থাকলে, আমি সবার প্রথমে এসব ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের কাছে যাবো. আমার নিজের বিশেষজ্ঞতার দিক হলো, নারী পুরুষের যৌন জীবন। এ ব্যাপারে কারুর কোন সমস্যা থাকলে, আরো বেশি জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে আমাকেই নিযুক্ত করা উচিত।"

"আপনার রুগীরা আপনাকে সব সময় বিশ্বাস করতেন?" কে একজন জানতে চাইল।

"সব সময় নয়। অনেক সময় তাঁরা আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন। কারণ তাঁরা আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, আমার ওপর ভরসা করেছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অস্থায়ী সঙ্গী ভাড়া করতে গিয়েও বিরক্ত হতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, এই ট্রিটমেণ্টের জন্য তাঁরা ডাক্তার ফ্রিবার্গকে ৫,০০০ ডলার দিচ্ছেন। তাঁরা একথাও জানেন যে ঐ ফি থেকে আমাদের প্রত্যেককে প্রতি ঘণ্টার জন্য ৭৫ ডলার বা একটা দুঘণ্টার সেসনের জন্য ১৫০ ডলার দেবেন। অনেক সময় রুগীরা এটা পছন্দ করেন না। আমার এক রুগী একবার আমাকে বলেছিলেন, "তুমি তো বেতন পাও গেইলি, আমি ভাবতে পারি না তুমিও অন্য মেয়েদের মতো টাকার জন্য লালায়িত।" আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি, তাঁরা যদি ডঃ ফ্রিবার্গকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আমাদেরও তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করবেন। এটা একটা বিরাট কোন সমস্যা নয়।"

ও ভাষণ অব্যাহত রাখল।

"সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অক্ষম পুরুষের হাবভাব। যৌন সুখ বিনিময়-কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পছন্দ করে। তাদের মধ্যে কোন রকম স্বতস্ফূর্ত্ততার লক্ষণ দেখা যায় না। দর্শকের মতো কেবল দেখে যায়। এটাই হলো সব থেকে বড় সমস্যা। ডঃ মাস্টার্স বলেন, একজন ধ্বজভঙ্গ পুরুষ তার বেল্টের নিচের অংশের তুলনায় তার গলার ওপর থেকে বেশি পরিমাণে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমি দেখেছি রুগীর তরুণকালে, বিশেষ করে তার কৈশোরেই অধিকাংশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই সময় অল্প বয়স্ক ছেলেরা নারীর দেহ স্পর্শ করার বা হাত বুলোবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। কারণ, আপনা আপনিই তাদের অঙ্গ দৃঢ় হয়ে ওঠে। সেই সময় সে এমন সঙ্গী পেয়ে যায়, যে তার খারাপ অভ্যাসগুলো ওকেও শিখিয়ে দেয়। এই তরুণটিই চল্লিশ বছরে গিয়ে পৌছলে অনুভব করে, তার এতো দিনের সুখের মাধ্যম কতোটা ক্ষতি-কারক। অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষমতা সে প্রায় হারিয়েই ফেলেছে। নারীর নগ্ন দেহ আর তার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সে আরো তরুণ, আরো আকর্ষণীয়া নারীর সন্ধানে অস্থির হয়ে ওঠে।

সেরকম নারী পেয়েও তখন তার যৌন শক্তি কাজ করে না। কারণ, তখন তার সমস্ত শক্তিই শেষ হয়ে গেছে। ঐ দিন থেকে সে পঙ্গু হতে চলেছে।

ব্যায়ামের মাধ্যমে এসবের পরিবর্তন ঘটানো যায়। রুগীর অনুভূতিতে স্পর্শ করে তাকে সুখ দেওয়া যেতে পারে। সব অবস্থাতেই ব্যায়ামই যথেষ্ট। আমার মতো আপনারাও শিখে যাবেন রুগীর সঙ্গে আপনাদের টেকনিশিয়ানের মতো নয়, মানুষের মতো যোগাযোগ করতে হবে।"

গেইলি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল, কেউ কোন প্রশ্ন করে কি না। না, কেউ প্রশ্ন করল না।

"আজ রাত্তিরে", গেইলি বলল, "হিলস্লেডে আমি আমার প্রথম ক্লাস নেব, এটা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। এক পূর্ণবয়স্ক যুবকের দায়িত্ব আমার ওপর থাকবে। তার যৌন অক্ষমতা ধীরে ধীরে তার সমস্ত কাজকর্মকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তার স্বসৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণা থেকে এই অক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। সে মনে করে তার পুরুষাঙ্গটি অত্যন্ত ছোট।"

"আচ্ছা তাই নাকি!" প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ পল ব্র্যাণ্ডন বলল।

গেইলি সরাসরি পুরুষ প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে বলল, "মিস্টার ব্র্যাণ্ডন খুব ছোট কিছু হয় না, সে আপনি ভালো করেই জানেন।" তারপর প্রতিনিধিদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আগামীকাল থেকে আপনারা সবাই কাজে যোগ দিচ্ছেন। আমি আশা করি, এই কাজ করে আাম যতোটা আনন্দ পেয়েছি আপনারাও ততোটা আনন্দ পাবেন। আমি আপনাদের সকলের সাফল্য কামনা করি।"

বিকেল ঠিক সাড়ে তিনটের সময় সুসি অ্যাডম ডেমস্কিকে ডঃ ফ্রিবার্গের অফিসে নিয়ে গেল।

ডক্টর ফ্রিবার্গ রুগীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। এ তাঁর হিলস্লেড ক্লিনিকে আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে। তিনি লোকটাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর ডেস্কের সামনের চেয়ারে আরাম করে বসতে বললেন।

আজ ডেমস্কি শেষ পর্যন্ত আসায় ফ্রিবার্গ সত্যিই খুশি হয়েছেন। চিকাগোর সাইকোলজিস্টের পাঠানো এই রুগীটা যে শেষ পর্যন্ত আসবে তা ভাবতেই পারেন নি। দুজনের প্রথম সাক্ষাতের সময় ডেমস্কি নিজের অসুবিধের কথা খুলে বলতে লজ্জা পাচ্ছিল। ফ্রিবার্গ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে লোকটার অসুবিধে জেনে নিয়েছিলেন।

প্রাথমিক সাক্ষাতের সময় ফ্রিবার্গ ডেমস্কিকে বলেছিলেন, ডাক্তার স্টান লোপেজের কাছ থেকে একবার যেন সে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে নেয়। ইনি একজন সাধারণ ডাক্তার। এই লোকটাকে তিনি বিশ্বাস করেন এবং তাঁর সমস্ত কেসে এঁর পরামর্শ নেন। ডেমস্কিকে ডাক্তার লোপেজের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্য, তার অক্ষমতা দেহগত, নাকি মানসিক কারণে জানার জন্য। চিকাগো শহুরে ডেমস্কির ব্যক্তিগত ডাক্তার আগে পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, ওর কোন দেহগত সমস্যা নেই। তবু ডক্টর ফ্রিবার্গ আরো বেশি করে সুনিশ্চিত হবার জন্য রুগীর পরীক্ষার জন্য ডাক্তার লোপেজকে অনুরোধ করেন। তার সমস্যা দেহগত কারণে হলে, ডক্টর ফ্রিবার্গ ভেবে রেখেছিলেন, ডেমস্কিকে সাধারণ ডাক্তারদের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে তারা মেডিক্যাল দিক থেকেই ওর চিকিৎসা করে ওকে সারিয়ে তুলবেন। আর তার সমস্যা মানসিক হলে, ডক্টর ফ্রিবার্গ ভেবে রেখেছিলেন, নিজের পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যাবেন। তাঁর অত্যন্ত অভিজ্ঞ যৌন প্রতিনিধির সাহায্যে ওর ওপর সেক্স-থেরাপি প্রয়োগ করবেন।

আজকের বিকেলের এই সাক্ষাৎ, ডাক্তার লোপেজের রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং গেইলি মিলারের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সবোপরি তিনি তার ওপর কি পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন সেই নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা। ঘন কালো চুলের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে ডঃ লোপেজের রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন। তাঁর মুখের ওপর মুচকি হাসি খেলে গেল। বললেন, "মিস্টার ডেমস্কি, আমি আপনাকে একটা ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারি। আপনার যে অসুবিধা, তা কোন শারীরিক ত্রুটির জন্য নয়।" রিপোর্টটা উনি টেবিলে ভাঁজ করে রাখলেন। ডক্টর লোপেজ রিপোর্ট তৈরি করার আগে ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন মনে হয়। আমার মনে হয় তাঁর একজন সুদক্ষ সহযোগী ইউরোলজিস্টও আপনাকে পরীক্ষা করেছেন।

ডেমস্কি প্রথমে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ', ভয়ে মুখ কেমন ফেকাশে হয়ে গেল। বলল, "আমি ভালো হয়ে যাবো তো?"

ফ্রিবার্গ বললেন, "ভালো হবেন বলেই তো আমার কাছে এসেছেন। আমার কাছে আপনার চিকিৎসা চলাকালে আমি রোজই আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। তবে আমার সঙ্গে একজন যৌন প্রতিনিধি থাকবে। আমার নির্দেশ মতো সেই মহিলা যৌন প্রতিনিধি আপনাকে নির্দেশ এবং প্রশিক্ষণ দেবেন। একজন যৌন প্রতিনিধির কি কাজ তা কি আপনি জানেন?"

"আমি···হ্যাঁ···হ্যাঁ···আমি জানি।" ডেমস্কি মৃদু কণ্ঠে দ্বিধার সঙ্গে বলল।

"তাহলে তো খুব ভালো। আমি আমার সব থেকে সেরা ও অভিজ্ঞ যৌন প্রতিনিধিকে আপনার জন্যই সংরক্ষিত রেখেছি। মেয়েটির নাম গেইলি মিলার। অত্যন্ত সহযোগী, উপকারী তরুণী। আপনাকে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত।"

"ক···কখন?"

"আজ সন্ধে সাতটায় ওর বাড়িতে।"

ডেমস্কির মুখটা কেমন ফেকাসে হয়ে গেল। বলল, "আজ রাতে?"

"হ্যাঁ, আপনি তৈরী আছেন তো! আমি এখনই গেইলির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। গেইলি অবশ্য আপনার কেস হিস্ট্রি জানে। আপনি বসুন, ও এসে পড়বে। আমি সংক্ষেপে আপনার কর্মসূচি জানিয়ে দিই। মিস মিলারের সঙ্গে আপনাকে যেসব ব্যায়াম করতে হবে সেগুলোও জানিয়ে দেব।"

ফ্রিবার্গ রিসিভার তুলে ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন, বললেন, "সুসি এবার গেইলি মিলারকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও। আমরা এখন ওর জন্য অপেক্ষা করছি।"

বিকেল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গেইলি মিলার সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাদের বাড়ি ফিরে গেছে। ফ্রিবার্গের ক্লিনিক এখন প্রায় ফাঁকা। কেবল তিনি একা রয়েগেছেন। আর পাশের ঘরে সুসি এডওয়ার্ড কেস হিস্ট্রিগুলো টেপ থেকে তুলে লিখে নিচ্ছে।

হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ডঃ ফ্রিবার্গ তাঁর সেক্রেটারির ঘরে মাথা ঢুকিয়ে বললেন, "ঠিক খবর সুসি?"

কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে বাঁ হাত দিয়ে কপালের এলো চুল সরিয়ে সুসি বলল, "প্রায় সব হয়ে এসেছে স্যার। আমার মনে হয় স্যার, আপনার প্রতিনিধিরা সবাই সফল হবেন।"

"আমারও সেরকম বিশ্বাস সুসি। আচ্ছা, আমি এখন ডিনারে চললাম। তোমার কাজ হয়ে গেলে কাগজগুলো আমার ডেস্কে রেখে দিয়ো। আগামী কাল আবার তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সুসি।"

"আগামীকাল স্যার", ও বলল।

তিনি চলে গেলে সুসি বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আগামীকাল, ও ভাবল, তাহলে আর অপেক্ষা করা কেন? এখনো আজকের রাতটা পড়ে রয়েছে, এক দীর্ঘ রাত। দ্রুত কাজে হাত লাগিয়ে ও বাকি কাজ শেষ করে ফেলল, তারপর কোনরকম দ্বিধা না করে ও টেলিফোনের পাশে চলে গেল। কেস হিস্ট্রিগুলো লেখার সময়ই চেটকে ফোন করার কথা ওর মাথায় আসে। রিসিভারটা হাতে তুলে নেবার সময়ই একবার শুধু ও দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। ও শুধু এটাই ভাবছিল, ফোন পেয়ে চেটের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে। ওর সেরা বয় ফ্রেণ্ড, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের নানা স্মৃতি ওর মনের মধ্যে ছবি হয়ে ভাসছিল। এক মাস আগের কথা, ও তখন হিলস্লেড মেন পাবলিক লাইব্রেরিতে যাতায়াত করত। ওর নতুন বস ডঃ আর্নল্ড ফ্রিবার্গ সম্পর্কে যাতে আরো বেশি কিছু জানা যায় সে জন্য মেডিকেল জার্নালগুলোর পাতা ওলটাতো। তিরিশের মতো বয়স এই লোকটি ওর থেকে প্রায় পাঁচ বছরের বড় হবে। প্রথম দিনে সেলফ থেকে কিছু বই হাতে নিয়ে ঠিক ওর পেছনের চেয়ারে এসে বসে, লাইব্রেরিতে তখন ওর পেছনের চেয়ারটাই কেবল খালি ছিল। মাঝারি গড়ন, মাথায় বাদামী চুল, চওড়া কপাল, স্টিল ফ্রেমের চশমার নিচে উজ্জ্বল দুটি চোখ, খাড়া নাক। সব মিলিয়ে এক ইনটেলেকচুয়াল মানুষ।

ওরা দুজনে মাঝে মাঝেই ফিস ফিস করে কথা বলছিল। অধিকাংশই বই সংক্রান্ত কথা। লাইব্রেরি বন্ধের সময় ছেলেটা ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। দুজনে নিজের নিজের গন্তব্যে ফিরে যাবার আগে ছেলেটা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, সুসি ওর সঙ্গে একবার কফি খাবে কি না। সুসির তখন কফি খেতে ইচ্ছে করছিল। দুজনে একসঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে আলাপ করছিল।

নিজের পেশার খবর দিতে গিয়ে ও বলল, "ছ বছর আগে ও একটা রিসার্চ বুরো প্রতিষ্ঠা করে। অ্যাকমে রিসার্চ বুরো নামের ঐ প্রতিষ্ঠানটি ও এখনো চালায়। ও বলছিল, ও একজন পুরা সময়ের গবেষক। ফ্রিল্যান্স লেখক, গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের জন্য বহু সূত্র থেকে ও অজস্র সংবাদ, তথ্য সংগ্রহ করে দেয়। ও ঘণ্টার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। তাতে ওর তিন কক্ষের অ্যাপার্টমেন্ট, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সব মিলিয়ে মোটামুটি চলে যায়। ওর গবেষণার বিষয়ের ব্যাপকতা জেনে সুসি বিস্মিত হয়। রাজনীতি সংক্রান্ত লেখকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র অবিবাহিত প্রেসিডেন্ট, ভ্রমণ-বিষয়ে লেখার জন্য পৃথিবীর দ্বিতীয়

উচ্চতম পাহাড় কোনটি, হিলস্লেডের কোন আটর্নির জন্য হিলস্লেডে এবং লসঅ্যাঞ্জেলেসে কতোজন ধর্ষিত হবার খবর পাওয়া গেছে বা কোনো মেডিক্যাল ম্যাগাজিনের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন তথ্য। সুসি জানতে চেয়েছিল, ও কি করে এতো সব খবর সংগ্রহ করে, ও বুঝিয়ে বলেছিল, লাই-ব্রেরিতে বিভিন্ন বই ঘেঁটে, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পত্রালাপ করে, তাঁদের সাক্ষাৎ-কার নিয়ে ও এসব সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। এমনকি আইন কার্যকর করার ব্যাপারে মক্কেলদের সঠিক পরামর্শ দেবার জন্য ও হিলস্লেড পুলিশ ফোর্সের অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত পুলিশ হবার জন্য লেখাপড়া করেছে ও প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

"অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত পুলিশ?" ব্যাপারটা কি রকম, সুসি বিস্ময় প্রকাশ করল।

"একজন অতিরিক্ত আংশিক সময়ের পুলিশ, সংরক্ষিত পুলিশ অফিসার। ন্যাশনাল গার্ডসম্যান যেমন একজন আংশিক সময়ের সৈনিক।" হুণ্টার ব্যাখ্যা করে বলেছিল, পুলিশ বাহিনীর মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। তারা ভলেন্টিয়ার নেয়। অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত পুলিশ হওয়া অতো সহজ কাজ নয়, তোমাকে প্রথমে একজন ডাক্তার তারপর একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করবেন। গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে, তোমাকে পাঠান হবে হিলস্লেড পুলিশ অ্যাকাডেমিতে সপ্তাহে তিন রাত্তির করে পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র আমরা দুজন উত্তীর্ণ হই। প্রথমে আমি ছিলাম একজন টেকনিক্যাল রিজার্ভিস্ট (অতিরিক্ত বাহিনীভুক্ত), অফিসে বসে কাজ করতে হতো, এই কাজের মধ্যে ছিল অফিসে বসে রিপোর্ট নেওয়া। তারপর আমি লাইন রিজার্ভে কাজ করার জন্য লেখাপড়া করি। এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা থেকে অপরাধ আইন পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এখন আমি মাসে পনেরো ডলার করে বেতন পাই। তবে আমি কতো টাকা বেতন পাই সে নিয়ে ভাবি না। আমার কাছে এটা একটা অতি প্রয়োজনীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা। গবেষণার প্রয়োজন নেই আমি এ কাজ করি।"

"তুমি এ কাজ শুধু রিসার্চের জন্যই করো?"

"না, আসলে ঠিক তা নয়", হান্টার ওকে বলেছিল, "আমি যা চাই, তা হবার জন্য এই কাজটা সহায়ক বলে করে যাই।"

"তুমি কি হতে চাও?"

"আমি একজন জন্ম সাংবাদিক। আমি পুরো সময়ের সাংবাদিক হতে চাই। এখন আমার লক্ষ্য হলো হিলস্লেডের ডেইলি ক্রনিকলের স্টাফ রিপোর্টার হওয়া। আমি সত্যিই তাই হতে চাই, তাই হবার স্বপ্ন দেখি। সে জন্যই আমি সংরক্ষিত পুলিশের এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজটা বেছে নিয়েছি। যাতে কোন একদিন একটা বড় খবর বার করতে পারি। ক্রনিকলের এডিটর-ইন-চিফ অটো ফার্গুসন আমার ওপর তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না। আমি তাঁকে ভালো কাজ দেখাবার চেষ্টা করছি যাতে তিনি আমাকে নিয়ে নেন।" একটু থেমে ও আবার বলল, "সুসি আমি নিজের কথা বড্ড বলে ফেললাম। তুমি কি করো তা জানতেই চাইলাম না। তুমি কি অভিনেত্রী বা ঐ ধরনের কোন কাজ করো?"

লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। "না, না, তা নয়, আমি আসলে এই এক মেডিক্যাল সেক্রেটারির কাজ করি।"

"আমার মনে হয় তুমি একজন ভালো অভিনেত্রী হতে পারতে।"

তারপর ঠিক দু রাত্রির পরে ওরা আবার মিলিত হয়েছিল। সুসির ওকে ভালো লেগেছিল। এতোদিন ও যতো ছেলের সঙ্গে মিশেছে, তাদের মধ্যে ওকেই ওর সবথেকে ভালো লাগে। ও অনুমান করেছিল, চেটও ওকে পছন্দ করেছে। সেদিন রাত্তিরে ডিনারের পর ওর কিছু কাজের নমুনা দেখতে চেয়েছিল সুসি। ওর তিন কক্ষের অ্যাপার্টমেন্টে সুসি গিয়েছিল। ওর সঙ্গে ভদকা খেয়েছিল। তারপর দুজনে একসঙ্গে বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছিল।

তারপর আরো দুবার ওরা দুজনে একসঙ্গে বিছানায় শুয়েছে। ওরা দুজনে শেষ সঙ্গ উপভোগ করেছে গতকাল রাতে।

ও সত্যিই চেটের প্রেমে পড়ে গেছে। অবশ্য এখানে একটা সমস্যাও আছে।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে। ওকে ঘরে পাবার আশা করে সুসি রিসিভার তুলে ফোন করতে লাগল।

ও অপর প্রান্ত থেকে জানাল, 'হেলো—'

"এই চেট আমি সুসি বলছি।"

"সুসি, কি ব্যাপার।"

"চেট", ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আজ রাত্তিরে তোমার যদি কোন কাজ না থাকে, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"সত্যি বলছ, অবশ্যই এসো, আমি ফ্রি আছি। সুসি আমি ভাবতেই পারিনি এতো তাড়াতাড়ি আমি আবার তোমার কাছ থেকে এমন সাড়া পাবো। তুমি তো জানো না, তোমাকে এখন আমার কতোটা কাছে পেতে ইচ্ছে করে।"

"ও কথা বলো না। আমারও তোমাকে দেখতে কম ইচ্ছে করছে না। ডিনারের পর আমি কি তোমার ওখানে যেতে পারি? এই ধরো নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে?"

"আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম সুসি।"

রিসিভার নামিয়ে সুসি ফোনটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ও ভাবল: আজকের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওর নিজের বাকি জীবনটাই যে আজ বিপন্ন।

গেইলি মিলার পায়ের ওপর পা তুলে কোচে বসে ওর সোয়েটারের বোতাম সেলাই করছিল। হিলস্লেডে ওর নতুন ইজারা নেওয়া বাংলোর সুসজ্জিত শয়নকক্ষের ইলেকট্রনিক ঘড়িতে তখন সন্ধে সাতটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। হিলস্লেডে তার প্রথম রুগী অ্যাডম ডেমিস্কর এবার এসে যাবার কথা। অবশ্য যদি সে বিশেষ ভয় না পেয়ে থাকে। আজকের বিকেলের প্রতিনিধি সম্মেলনের পরে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য যদিও সে ডেমস্কি ও ডঃ ফ্রিবার্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তবু ওর মনে লোকটির এক অনির্দিষ্ট ছবিই ফুটে ওঠে। লোকটার যৌন অঙ্গ খুবই ক্ষুদ্র। সেই নিয়ে দুটি মহিলা তাদের একজন ওর বান্ধবী আর একজন এক বেশ্যা, ওকে খুব ঠাট্টা করে। এই অসুবিধা থেকে ও এখনো মুক্ত হতে পারেনি। এসব ভুলে থাকার জন্য চিকাগোতে ও অ্যাকাউন্টেন্সির কাজ নিয়ে সারা দিন পড়ে থাকে। এবং মেয়েদের সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলে। যারা ওর প্রতি সহৃদয় তাদের সঙ্গেও কয়েকবার ডেটিং করেছে, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয়নি। ওর পুরুষাঙ্গ নিথর, নিষ্প্রাণই থেকে গেছে। ও এক সাইকোঅ্যানালিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তিনি নিজে ওকে সাহায্য করতে না পারলেও ওকে শেষ পর্যন্ত ডঃ ফ্রিবার্গের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। আর এখন অ্যাডম ডেমস্কি ডঃ ফ্রিবার্গের সরাসরি চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

ডোরবেল বেজে উঠল।

গেইলি এক লহমায়ে ওর শোয়েটার ভাঁজ করে সোফার পাশের টেবিলের

ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল গুছিয়ে নিয়ে দেখে নিল, সব ঠিকই আছে।

সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় তরুণ ধূসর বর্ণের এক পুরুষ। ও যেমন অনুমান করেছিল, মানুষটা তার থেকে সামান্য লম্বা। সেই অনুসারে রোগা। "আমি···আমি অ্যাডম ডেমস্কি" লোকটার গলার স্বর জড়িয়ে এলো। "আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?"

"নিশ্চই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি! আর তুমি যদি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকো, তবে শোন, আমি হলাম গেইলি মিলার।"

গেইলি ওর হাতটা এগিয়ে দিল, ডেমস্কি ভয়ে ভয়ে ওর হাত ছুঁলো, "এসো, আমার সঙ্গে এসো," বলে গেইলি ওকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। বলল, "তোমাকে পেয়ে আজ আমার সত্যিই বেশ ভালো লাগছে।"

ডেমস্কি ওর শোবার ঘরে ঢুকে মদ্দিখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের চোখে ঘরটা নিরীক্ষণ করতে থাকে। গেইলি ভাবে লোকটা এভাবে কি দেখছে।

"বা! বেশ সুন্দর তো! ঘরোয়া পরিবেশ।"

"সুন্দর আর কোথায়, এখনো তো ভালো করে ঘর সাজানোই হলো না। এই তো কিছুদিন হলো ভাড়া নিয়েছি। আরিজোনা থেকে আমার সোফা আলমারি সব এইবার এসে যাবার কথা। আরাম করে বসতে পারো, ইচ্ছে করলে জ্যাকেট খুলে ফেলতে পারো, টাইটাও আলগা করে নাও না।" সামনের কোচের দিকে ইশারা করে বলল, "বসো না। আমি নিজে এখন একটু চা খাবো, তুমি কি চা, কফি বা অন্য কোন পানীয় খাবে।"

"যাহোক কিছু হলেই হলো, মিস, মিস মিলার।"

ও বলল, "অ্যাডম এখন থেকে অ্যাডম থেকে আমরা বন্ধুর মতো, তুমি আমাকে গেইলি বলো।"

জবুথবুভাবে ও সোফায় বসে পড়ল। বসে মনে পড়ল টাইটা আগলা করা দরকার। এদিকে গেইলি তখন রান্নাঘরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে গেইলি একটা ট্রে-তে করে দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ডেমস্কি ওর জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছে। খুলে কোচের গায়ে ভাঁজ করে রেখেছে। টেবিলের ওপর থেকে ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটাচ্ছে।

গেইলি ঘরে ঢুকে কোচে এসে বসল, ওর একেবারে গা ঘেঁষে নয়। ওর

হাতে এককাপ চা তুলে দিল। ও লক্ষ্য করল চায়ের কাপটা ধরার সময় ওর হাত কেঁপে উঠল।

"তুমি তো চিকাগো থেকে আসছ, আমার মনে পড়েছে," গেইলি বলল।

"ঐ শহরেই আমার জন্ম," ও বলল।

"চিকাগোর কোন দিকে? আমি কয়েকবার ঐ শহরে ছিলাম।"

"উত্তর দিকে।"

"তুমি একা থাকো?"

"হ্যাঁ, আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে।"

"তোমার অনেক বান্ধবী আছে?"

"ও ঘাড় নাড়াল। না, এখন নয়। এখন আমি খুব ব্যস্ত মানুষ।"

গেইলি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, "যখন তোমার কোন ব্যস্ততা থাকে না, তখন কি করো?"

"কি আর করব, বই পড়ি। সিনেমা দেখি। আমি একটা ভিডিও ক্লাবের সদস্য। রবিবার করে অফিসের বন্ধুদের নিয়ে ফুটবল খেলা দেখতে চলে যাই।"

"সামাজিক জীবনের জন্য ব্যয় করার মতো সময় তোমার কি আছে, অ্যাডম?"

ও চোখ ছোট করে তাকাল। "তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি মেয়েদের কথা বলছ?"

"তুমি কি পার্টিতে যাও? মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করো?"

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ও বলল, হ্যাঁ, 'মাঝে মাঝে যাই। সব সময় নয়।' ও আড়চোখে গেইলিকে দেখল। 'তুমি তো জানো আমার একটা সমস্যা আছে। ডঃ ক্রিবার্গ যখন আলোচনা করছিলেন, তখন তুমি ওখানে ছিলে। আমার সমস্যা তো তোমার জানা।'

গেইলি মাথা নাড়ল। 'এ দেশের অধেক পুরুষেরই সমস্যা আছে। তারা সে সব সমস্যা চেপে থাকে, প্রকাশ করে না।' এই পরিসংখ্যান ঠিক কিনা ও জানে না, তবে ওর অনুমান, ওর ধারণা অভ্রান্ত।

"সত্যি?" ও বলল, "আমিও ভেবেছিলাম আমি এ নিয়ে কারুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব না। পরে যখন দেখলাম, এটা আমার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তখন বুঝতে পারলাম এটার প্রভাব হয়তো আছে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ অ্যাডম। এর একটা প্রভাব আছে। তুমি যৌন

অসুবিধায় পড়লে দেখবে তা তোমার প্রেমের জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তোমার কাজকর্ম, দৈনন্দিন জীবন, সবই বাধাপ্রাপ্ত হবে।"

"আমার সমস্যা আরো বেশি—আরও অনেক বেশি," ও বলল, "আমি শান্তিতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না। তারপর আমার এক সহকর্মীর সাহায্যে ডঃ ফ্রিবার্গের সন্ধান পেলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত আমার এখানে আসা। আমি জানি না আমার সত্যিই ভালো হবে কি না?"

"তুমি যে চেষ্টায় ব্রতী হয়েছ এটাই অনেক অ্যাডম। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সুফল নিশ্চই পাবে। ডঃ ফ্রিবার্গ ও আমার সঙ্গে তুমি কাজ করলে, আমাদের সঙ্গে চললে এবং সবচেয়ে বড় কথা, হতাশ হয়ে না পড়লে আমি নিশ্চিত জানি, এক মাসের মধ্যে তুমি তোমার অতীতকে ভুলে যাবে। এক মাসের থেকে কম সময়ের মধ্যেও তা হতে পারে। তুমি একেবারে সম্পূর্ণ নতুন একটা পুরুষ হয়ে উঠবে। তুমি সব সময় মেয়েছেলে চাইবে এবং মেয়েছেলেরাও তোমাকে সব সময় চাইবে।"

"তোমার এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অন্যের ওপর তুমি প্রয়োগ করে দেখেছ?"

"অনেকবার, তোমার থেকেও অনেক খারাপ অবস্থার রুগীর ক্ষেত্রেও। ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।"

"তুমি কখন শুরু করতে চাও?"

"এখন, তুমি যদি অনুমোদন করো।"

"আমার···আমার এখনই শুরু করতে কোন অসুবিধে নেই।" ডান চোখটা সামান্য ছোট করে বলল, "আমি···আমি কি এখনই পোশাক খুলে ফেলব?"

"না অ্যাডম, ও ব্যাপারে অতো ছুটোপাটি করতে হবে না। সময় হলে আমরা দুজনেই পোশাক খুলে ফেলব। এখনই সমস্ত পোশাক পরে আমরা কয়েকটা ব্যায়াম করব। তবে প্রতিটা ব্যায়ামই গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যায়ামগুলোর একটা হলো হাতে হাত বোলানো, আর একটা হলো মুখে হাত বোলানো। হাতে হাত বোলানো দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো।"

"হাতে হাত বোলানো? সেটা আবার কি জিনিস।"

"ঐ নামটার মাধ্যমে যা বোঝায় ঠিক তাই। আমি তোমার দুটো হাত ধরব। হাত দুটো ঘষব। তুমি আনন্দ অনুভব করতে থাকবে। এ

কাজটা করতে গিয়ে আমাকে তোমার গা ঘেষে বসতে হবে। তার জন্য তুমি কি কিছু মনে করবে?"

"মোটেই না। তোমার যা ভালো মনে হয় করতে পারো।"

গেইলি সোফা থেকে উঠে একটা কুশন নিয়ে ওর আরো গা ঘেষে এসে বসল। ওর নগ্ন উরু অ্যাডমের পা ছুঁয়ে রয়েছে। বলল, "অ্যাডম আমি আগে তোমার হাত ধরব। কারণ, ব্যায়ামটা তোমাকে আমার আগে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। আমি চাই না তুমি বা আমি কেউই বেশি কথা বলি। তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবে। চোখের সামনে কোন দৃশ্য দেখলে একাগ্রতায় বাধা পড়তে পারে।"

"তা কি করে হবে?" অ্যাডম কৌতূহল প্রকাশ করল।

লোকটার চোখ বন্ধ রাখার জন্য তার কাছে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা দরকার। ও কিছুক্ষণ কি ভাবল। ভেবে বলল, "আমি কি জন্য তোমাকে চোখ বন্ধ করতে বলছি তা এখন ব্যাখ্যা করছি। টাকসনে আমি যখন যৌন প্রতিনিধি হবো বলে ডক্টর ফ্রিবার্গের অধীনে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম, তখন উনি আমার জন্য এক পুরুষ সঙ্গীকে এনেছিলেন। তা আমরা দুজনে প্রথম যখন বিবস্ত্র হলাম, তখন আমি আমার সঙ্গীর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। অথচ ডঃ ফ্রিবার্গ তখন চাইছিলেন, আমি তার পিঠ টিপে দিই সে সময়। কিন্তু আমি কিছুতেই আমার সুদর্শন সঙ্গীর দেহের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। ডঃ ফ্রিবার্গ দেখতে পাচ্ছিলেন, আমি কি করছি। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে আমার চোখ বেঁধে দিলেন। যাতে আমি আর অন্য কোথাও চোখ দিতে না পারি এবং যেখানে উনি আমার মনোযোগ প্রত্যাশা করছেন সেখানে মনোযোগ দিতে পারি। তিনি আমার চোখ বেঁধে দিয়ে সফল হয়েছিলেন, এখন বুঝতে পারলে তো অ্যাডাম, কেন আমি চোখ বন্ধ করার কথা বললাম।"

"আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি।"

"আরো একটু জানাবার আছে। আমি তোমাকে আমার আনন্দ সুখের জন্যই স্পর্শ করব। আমি বা তুমি দুজনেই দায়িত্ব পালনের জন্য নয়, আনন্দের জন্য করছি এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে। স্পর্শ করার ফলে প্রথমে আমি, তারপর তুমি—আমরা দুজনেই আনন্দ পাবো। ভালোবাসার সবথেকে উন্নত শর্ত হলো, আগে নিজেকে ভালোবাসো, তারপর অন্যের সঙ্গে

ভালোবাসা ভাগ করে নাও। কথাটা কি বোঝা গেল?"

"না ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

গেইলি অনুভব করল আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ও বলল, "তোমার হাত টেপা দিয়ে ব্যায়াম শুরু হবে এই কথা বলেছিলাম। এখন তুমি পেছনে হেলান দিয়ে আরাম করে শুয়ে চোখ বুঁজে থাকো। তোমার হয়ে গেলে আমিও ওভাবে শুয়ে পড়ব।"

ও যেভাবে আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল, ডেমস্কি সেভাবে শুয়ে পড়ল। ওর হাত দুটো এগিয়ে দিল। এগিয়ে দেবার সময় ওর হাত কেঁপে উঠল। গেইলি ওর হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। ওর হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, মোটা মোটা গাঁটওলা ও সমান করে নখ কাটা।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে দুটো হাত নানাভাবে মর্দন করে ও ছেড়ে দিল। বলল, "ঠিক আছে অ্যাডম তুমি এবার চোখ খুলতে পারো। তোমার কেমন লাগল সে কথা জানাও।"

"আমি আমার প্রতিক্রিয়া ঠিক জানাতে পারছি না। তবে একটু ভালো লেগেছে নিশ্চই।"

অ্যাডমের ডান হাতের ওপর গেইলি ধীরে ধীরে আঙুল ঘোরাতে লাগল। বলল, "আচ্ছা, আমি তোমার হাতের বিভিন্ন স্থানে হাত বোলাবার সময় তোমার কি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল?"

"হ্যাঁ হচ্ছিল, বেশ ভালোই প্রতিক্রিয়া।"

গেইলি ধীরে ধীরে ওর মুখ এগিয়ে এনে অ্যাডমের মুখের ওপর গভীর চুমু এঁকে দিল। অ্যাডম আপত্তি করল না, ফলে পর পর আরো দু বার ও অ্যাডমের মুখে গভীর চুমু এঁকে দিতে পারল। চুমু খেয়ে অ্যাডম প্রথমে বাক রহিত হয়ে গেল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, "তোমাকে···তোমাকে আমারও চুমু খেতে ইচ্ছে করছে!"

গেইলি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই নাকি? এসো, খাও।"

ও গেইলির মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে লাগল।

"তুমি কি কেবল এমনই করতে চাও?" গেইলি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"অন্য কোনভাবে আমাকে চুমু খাবার ইচ্ছে তোমার নেই?"

"অন্য কোন পদ্ধতি আমার জানা নেই।"

"নানাভাবে চুমু খেলে মেয়েরা খুশি হয়। চোখের পাতার ওপর, নাকের ডগায়, থুতনিতে, গলায়, কানের লতিতে, কানের ওপর, কানের পেছনে। তুমি ওসব জায়গায় কখনো চুমু খেয়েছ?"

"না।"

"তাহলে এখন আমাকে দিয়েই শুরু করো। চুম্বন রমণক্রিয়ার মতোই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কর্ম। তুমি আমার চোখের পাতায় চুমু খাওয়া দিয়ে শুরু করো।"

ও চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল। অনুভব করল অ্যাডমের ভীত দুটি ঠোঁট ওর চোখের পাতার ওপর কাঁপছে। তারপর এক এক করে ওর মুখে চোখে সর্বত্র অ্যাডম চুমুতে ভরিয়ে দিল।

গেইলি বলল, "এবার তুমি আমার মুখ ম্যাসাজ করে দাও।"

কয়েক মিনিট ধরে অ্যাডমকে ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিতে হলো। কারণ একটু আগে গেইলি ওর মুখ টিপে দিয়েছে।

গেইলি চোখ খুলে হাসল। বলল, "কেমন লাগছে?"

"ভালোই।"

"তাহলে আমাদের দুটো ব্যায়াম শেষ হলো। এবার পরবর্তী ব্যায়ামের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। পরবর্তী ব্যায়ামটা কি জানো তো? দেহ প্রদর্শন।"

"সেটা কি রকম?"

"আমরা দুজনে আমাদের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে দুজনের সামনে দাঁড়াবো। পরস্পরের গোপন অঙ্গ দেখব। কার কোন্‌টা ভালো লাগে জানাব। কেমন হবে সেটা, তোমার কি মনে হয়?"

"আমি···আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একবার ডঃ ফ্রিবার্গের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিই।"

"ঐ ব্যায়ায়ামটা করলে আমাদের কতোটা উপকার হবে?"

গেইলি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হাসল। বলল, "দেখতেই পাবে।"

রেভারেণ্ড মিস্টার যশ স্কারাফিল্ড-এর চার্চের পেছনের আবাসস্থলে তাঁর তরুণী সুদক্ষা সেক্রেটারি ডার্লেন তখন কাজ করছিল। তাঁর সাপ্তাহিক টেলিভিসন ভাষণ তৈরী করছিল। চার্চের পেছনের এই বাড়িতেই রেভারেণ্ড

থাকেন। এই আবাসস্থলটাকেই তিনি অফিস করে নিয়েছেন। স্কারাফিল্ডের কাছে চাকরির জন্য দরখাস্ত করার পর শুরু থেকেই ও ওর চাকরির দ্বৈত ভূমিকা অনুমান করতে পেরেছিল। ডার্লেন তখন ও নিয়ে ভাবেনি। স্কারাফিল্ড একা মানুষ। ডার্লেন নিজেও অনেকদিন হলো বিবাহবিচ্ছিন্না। তিরিশের শেষ প্রান্তে এসে ও এক পুরুষের সান্নিধ্য বড় বেশি করে প্রত্যাশা করতে থাকে। স্কারাফিল্ড পুরুষ হিসেবে কম আকর্ষণীয় নয়। তাই মানুষটার প্রতি ও নিজেকে নিবেদন করে দেয়। এর ফলে চাকরিতে ওর উন্নতিও হয়। সেক্রেটারি থেকে ও তাঁর প্রচারক এবং টেলিভিসন প্রডিউসারের পদে উন্নীত হয় এবং নিজের জন্য একজন সেক্রেটারি রাখারও সুযোগ পায়। লোকটার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ডার্লেন অনুভব করে, নিজেকে একটা কেউকেটা ভাবার, সেইমতো নিজেকে জাহির করার একটা প্রবণতা লোকটার আছে।

"আমার এ বারে টি. ভি ভাষণটা আমি আর একবার এখন পড়তে চাই," স্কারাফিল্ড বললেন, ডেস্কের সামনে মাথা নিচু করে স্ক্রিপটটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। "তুমি কি শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই।"

"তাহলে শোন। কোথাও উচ্চারণে ত্রুটি হচ্ছে কি না খেয়াল করবে!"

"নিশ্চয়।"

"ঠিক আছে," স্কারাফিল্ড বললেন, গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন, আবার বললেন, "এবার তাহলে শুরু করছি।"

নাটকীয় সুরে স্ক্রিপ্ট পড়তে লেগে গেলেন।

"ভাই বোনেরা, অতি সাম্প্রতিক কালের এক নতুন আতঙ্ক সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করার জন্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এ সম্পর্কে আমাদের এখনই অবহিত হওয়া দরকার, কারণ আমাদের মার্কিন জন জীবন, আমাদের পরিবার ব্যবস্থা, এরই জন্য বিপদের সম্মুখীন।

ক্যানসারের জীবাণুর মতো এই ভয়াবহ প্রবণতা আমাদের কিশোর-কিশোরীদের স্কুলগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে—এর নাম হলো যৌন শিক্ষা। এই উত্তেজক শিক্ষা আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে ফেলছে। আজ আপনাদের সামনে আমি কিছু পরিসংখ্যান পেশ করব। সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের মেয়েদের মধ্যে এক বছরে ১,১৮১,০০০ জন গর্ভবতী হয়েছে—এর মধ্যে অর্ধেক গর্ভপাত ঘটিয়েছে এবং অর্ধেকের মতো শিশুর জন্ম দিয়েছে।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ঘটেছে প্রধানত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, প্রশিক্ষক গর্ভনিরোধ থেকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এবার আপনাদের একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা জানাই। ক্যালিফোর্নিয়ার সান মার্কস-এর হাই স্কুলে ১৯৮৪ সালে দেখা গেছে, ছাত্রীদের মধ্যে ২০%-এর বেশি গর্ভবতী। স্কুল বোর্ড ব্যাপারটা জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের যৌন শিক্ষার সূচি নতুন করে তৈরি করে সেইমতো ছাত্রীদের পড়াতে থাকে। এর ফলও হাতে হাতে পাওয়া যায়। গর্ভবতীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

তাই সমস্ত দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ, আসুন আমরা সবাই মিলে এবার এই প্রবণতা বন্ধ করার চেষ্টা করি। দেশের তরুণ সমাজকে এই ভয়াবহ দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করি। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলি, এই দেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করে থাকব।"

স্কারাফিল্ড তার ভাষণ পড়ে যেতে থাকেন এবং ডার্লেন মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে থাকে।

পুরো ভাষণটা পড়া হয়ে গেলে স্কারাফিল্ড ওটা পাশে সরিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকিয়ে বলেন, "কি বুঝলে ডার্লেন ?"

"খুব ভালো হয়েছে", ডার্লেন বলল, "প্রবন্ধে আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা কি সত্যি।"

"নিশ্চয়ই সত্যি, তথ্য যোগান দেবার জন্য তুমি সেই গবেষক চেট হাণ্টারকে আমার এই কাজের জন্য ভাড়া করেছিলে মনে নেই। ছেলেটা তার কাজের জন্য বেশ সুনাম অর্জন করেছে।"

"ও হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।"

স্কারাফিল্ড হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন, "স্টুডিয়োয় যেতে এখনো কুড়ি মিনিট দেরি আছে। এই সময় এসো দুজনে মিলে একটু শরীর হালকা করে নিই।" স্কারাফিল্ড নিজের পোশাক খুলে ফেললেন।

ডার্লেন জানে স্টুডিয়োও যাবার আগে উনি রোজই ওকে একটু কাছে পেতে চান। শরীর থেকে যাবতীয় পোশাক পরিত্যাগ করে ডার্লেন ওঁর পাশে চলে এলো। ওর শুধু একবার মনে হলো বয়স বাড়লে, ওর যখন চল্লিশের মতো বয়স হয়ে যাবে, ওর স্তনদুটো আরো স্ফীত হয়ে উঠবে, মুখের চামড়া ঝুলে পড়বে, পাছাগুলো মোটা হয়ে উঠবে—তখন কি লোকটা ওকে এখনকার মতো বেশী করে চাইবে।

স্কারাফিল্ডের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে ডার্লেন ওর কাছে এগিয়ে গেল, ও এক হাত দিয়ে পুরুষটার উত্থিত অঙ্গ ধরল। দেখল পুরুষটা তাতেই তৃপ্তিতে দু চোখ বুজে ফেলল, ডার্লেন পুরুষটার আরো কাছে চলে গেল, মিনিট পাঁচেকের ব্যবধানে লোকটা মুখ দিয়ে পরিতৃপ্তির শব্দ বার করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে ওরা দুজনে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে এসে বসল। ডার্লেন স্কারাফিল্ডকে পোশাক পরিয়ে দিতে লাগল, স্কারাফিল্ড বললেন, "এখনো হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে গাড়ি এসে যাবে।" স্কারাফিল্ড হাতে স্ক্রিপ্টটা তুলে নিলেন। বললেন, "তুমি কি মনে করো আমি যৌনতার বিরুদ্ধে?" "না মোটেই না" ডার্লেন বলল, "আপনি আসলে যৌন ব্যভিচারের বিরুদ্ধে।"

সুসি এডওয়ার্ড চেট হান্টারের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে, চেট সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে এক চুমু এঁকে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

ঘরে ঢুকে সুসি দেখল টি. ভি চলছে। ও সুসিকে বলল, "সুসি টি. ভি-র এই প্রোগ্রামটা হয়ে যাক, ততোক্ষণ একটু বসো।"

সুসি জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে আরাম করে বসল। চেট টি. ভি দেখার জন্যে এখন হঠাৎ এতো উৎসুক হয়ে উঠল কেন জানার জন্য, ও চেটের পাশে এসে বসল। টেলিভিসনের পর্দায় পুরোহিতের পোশাক পরা প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের এক মানুষের ছবি ভেসে উঠতে দেখল। মানুষটাকে ও চিনতে পারল। রেভারেণ্ড যশ স্কারাফিল্ড, ওয়েস্ট কোস্টের অত্যন্ত জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক। সঙ্গে সঙ্গে ও বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "চেট তুমি এই গোঁড়া ভক্তটার ভাষণ শুনে সময় নষ্ট করছ কেন? লোকটা অতি ভয়ঙ্কর, ঘটনা চক্রে আমি একবার তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি এখন স্কুলগুলিতে যৌন শিক্ষার বিরুদ্ধে বিরাট প্রচার অভিযান শুরু করেছেন।"

"এটা তাঁর রুটিন মাফিক টি. ভি প্রচার।"

"তাই বলে তুমি এভাবে সময় নষ্ট করতে পারো না।"

"এটা আমার ব্যবসার অঙ্গ" হান্টার বলল, "তিনি আমার অন্যতম রিসার্চ কাস্টমার। আমি তাঁকে তাঁর সাপ্তাহিক রেডিও অনুষ্ঠানের জন্য তথ্য সরবরাহ করি।"

স্কারাফিল্ডের গলা ছোট্ট ঘরটার গমগম করে বাজতে লাগল। সুসি বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে উঠে গিয়ে টিভির সুইচ বন্ধ করে দিল। "এ আর বেশিক্ষণ আমি চলতে দিতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।"

হান্টার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সুসি টি.ভি. বন্ধ করে ওর কাছে ফিরে আসতে রাগ প্রশমিত করে সুসিকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, "তুমি আসায় আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।"

হান্টার সুসির ব্লাউজের ওপর হাত নিয়ে গেল। ওর স্তনের ওপর সাদরে হাত দুটো ঘোরাফেরা করতে লাগল। সুসির ব্লাউজ খুলে দিতে লাগল। সুসি ওর হাত থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, "শোন চেট, তোমার সঙ্গে আমি আগে কিছু জরুরি কথা বলে নিতে চাই।"

কিন্তু ওর হাত ইতিমধ্যে সুসির ব্রেশিয়ারের মধ্যে ঢুকে গেছে। আঙুলগুলো ওর বুকের নিপিল খুঁজে মরছে। বলল, "তোমার কথা পরে হবে, আগে আমাকে একটু সুখ পেতে দাও।"

"চেট আমার কথা শোন..." বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলল, অনুভব করল ওর নিপিলগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। চেটকে তার বুকের ওপর ওকে তুলে নিতে দিল। "চেট..." বুঝতে পারল চেট তার যৌন অঙ্গ দিয়ে ওর থাইয়ের ওপর ঠেলা মারছে এবং আনন্দে গোঙানির শব্দ করছে।

চেট ওর ব্লাউজ খুলে দিতে দিতে বলল, "আমরা পরে কথা বলব সোনা। আমি এখন তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাই। এসো সোনা, এমন সুযোগ আর আসবে না।"

ওর ব্লাউজ খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওর শেষ প্রতিরোধটুকুও আর রইল না। ব্রেশিয়ার খুলে বুকের পাশে ঝুলতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে স্কার্টের চেন নামিয়ে দিতে নিম্নাঙ্গের আড়াল টুকুও আর রইল না। বলল, এসো চেট, এবার তাহলে আমরা..."

সুসি দু পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চেট ওর পাশে এসে শুতে সুসি উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। ও ওর দুটো নরম পায়ের মাঝে উঠে এলো। "ওটা ভেতরে টেনে নাও সোনা," গদগদ কণ্ঠে বলল।

সুসি ওর অঙ্গ টেনে নেবার আগেই শিথিল হয়ে গেল। সুসির হাত, গা ময়লা হয়ে গেল। তৃপ্তির কোন সুযোগই পেল না।

বিছানা থেকে উঠে সুসি বাথরুমে গিয়ে হাত পা ধুয়ে ফিরে এসে দেখল

চেট মাথা নিচু করে বসে আছে। সুসি ওর এলো কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, "মন খারাপ করে রয়েছ কেন?"

"তোমাকে আনন্দ দিতে পারলাম না বলে আমি সত্যিই দুঃখিত।" চেট বলল, "জানি না কোনদিন পারবো কি না?"

"পারবে না কেন, নিশ্চয় পারবে।"

"তুমি কি করে জানলে।"

"আমি একজনকে জানি যিনি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি আমি একজনের সেক্রেটারির কাজ নিয়েছি। মেডিক্যাল সেক্রেটারি···"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে।"

"তাঁর নাম ডক্টর ফ্রিবার্গ। বেশিদিন হয়নি তিনি ফ্রিবার্গ ক্লিনিক খুলেছেন। তিনি একজন প্রকৃত সেক্স থেরাপিস্ট। তাঁর হয়ে কাজ করার জন্য তিনি শুরুতে ছ জন যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।"

হান্টার ভুরু কোঁচকাল। "যৌন প্রতিনিধি? তার মানে যারা ঐ অসুবিধাগ্রস্ত পুরুষদের ···"

"হ্যাঁ তাই। ডক্টর ফ্রিবার্গ সম্প্রতি চার-পাঁচজন রুগী নিয়েছেন। তিনি এবং তাঁর প্রতিনিধিরা তাদের সারাবার চেষ্টা করছেন। আমি সবই জানি। আজই অফিসে বসে রুগীদের কেস হিস্ট্রি লিখছিলাম।"

ও একটা বিশেষ কেস হান্টারকে বলে। যার সঙ্গে চেট হান্টারের নিজের সমস্যার অনেকটা মিল আছে।

"চূড়ান্ত সুখের পূর্বেই শিথিলতা," সুসি বলল, "যে প্রতিনিধি ঐ কেস নিয়ে ডিল করবে ডক্টর ফ্রিবার্গ তাকে বলে দিয়েছেন, 'এটা খুব সহজ কেস,' ঐ রুগীর সঙ্গী প্রতিনিধি তার রোগ নিরাময়ে সহায়ক ব্যায়াম ওকে শেখাচ্ছে।"

হান্টার এতোক্ষণে বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসল। বিড়বিড় করে বলল, "যৌন প্রতিনিধি, হিলস্লেডের মতো এই ছোট্ট শহরে যৌন প্রতিনিধি!"

সুসি বিস্ময় প্রকাশ করল।

হান্টার সত্যিই বিস্মিত হয়েছে। ও বলল, "বিস্ময়ের কি দেখলে মানে? সংরক্ষণশীল মার্কিন পরিবার সমৃদ্ধ এই শহরের কোন পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে যৌন প্রতিনিধির অবস্থান কল্পনাই করা যায় না। আগে কখনো শুনিনি।"

"তুমি যে কি বলো আমি বুঝতে পারি না।"

হাণ্টার বিছানা থেকে লাফ মেরে পড়ে জামা-কাপড় পরতে লাগল। বলল, "সুসি এটা একটা বেশ জোর খবর। ক্রনিকলের অটো ফার্গুসনকে আমি এই খবরের সূত্রটা দিলে সে নিশ্চই আমাকে স্টোরিটা তৈরি করতে বলবে। আমি সফল হলে আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সংবাদপত্রে আমার চাকরির পথ খুলে যাবে।"

সুসি উঠে দাঁড়াল। বলল, "কথাটা ওভাবে নিয়ো না হাণ্টার। আমি ডক্টর ফ্রিবার্গের বিশ্বস্ত সেক্রেটারি। তোমাকে খবর যুগিয়ে আমার চাকরির ক্ষতি করতে পারি না।"

"আমি জানি, ও নিয়ে চিন্তা করো না।"

সুসি উঠে গিয়ে চেটের কোমর জড়িয়ে ধরল। "আমি তোমাকে এসব কথা বললাম, কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমি তোমাকে ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমাকে রুগী হিসেবে গ্রহণ করবেন। তোমার আর কোন সমস্যা থাকবে না।"

হাণ্টার মাথা নাড়ল। সুসির গালে চুমু খেল। বলল, "আমি তোমার ফ্রিবার্গের সঙ্গে দেখা করব। তিনি আমাকে নিলে আমার সেরে ওঠার সম্ভাবনা মনে হয় উজ্জ্বল। অবশ্য আমি জানি না, এই ধরনের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট অর্থ আমার আছে কি না।"

"টাকা নিয়ে ভেবো না চেট, তোমার যতো টাকা দরকার আমি তোমাকে ততো টাকাই ধার দিতে পারি।"

"না ধন্যবাদ, আমার নিজের টাকাতেই আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব।"

সুসি পোশাক পরতে লাগল। বলল, "তুমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে দেখাচ্ছ তো? যতো তাড়াতাড়ি হয় দেখিয়ে নাও কিন্তু।"

"আমি তো একটু আগেই কথা দিয়েছি যাবো, দিইনি বলো? তুমি আমার ওপর ভরসা করতে পারো।"

হিলস্লেডে ওর প্রথম রুগীর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের ব্যায়াম শেষে গেইলি মিলার সন্ধ্যের মাঝামাঝি ফ্রিবার্গ ক্লিনিকে ফিরে এলো। ক্লিনিকের তিনটি ছোট ঘরের একটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এই ঘরগুলোয় বাইরে থেকে কোন

শব্দ প্রবেশ করতে পারে না। রুগীর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলো রেকর্ড করার জন্যই এই ঘরের ব্যবস্থা। অ্যাডম ডেমস্কির সঙ্গে ওর যে কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো ও রেকর্ড করতে লাগল। রেকর্ড করা হয়ে গেলে ও টেপটা ডঃ ফ্রিবার্গের ডেস্কে রেখে দিল। যাতে উনি ওটা সকালে এসে শুনতে পারেন। কাজটা শেষ করে ও এক কাপ কফি খাবার জন্য বাইরে মার্কেটে চলে এলো।

জানলার পাশে একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে গ্রাহকদের ওপর চোখ ফেরাতে ফেরাতে দেখে একটা পরিচিত মুখ হলের ভেতর ঢুকে একটা বসার জায়গা খুঁজছে। গেইলি ওকে কাছে ডাকতে পারত। কিন্তু আজকেই ওর সঙ্গে কটু কথা চালাচালি হয়ে যাওয়ায় এখনই ওকে ডাকতে ইচ্ছে হলো না। দূরের দিকে সিট না পাওয়ায় ব্র্যাগুন ওর কাছে এগিয়ে আসায় দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। গেইলি ওর সামনের খালি চেয়ারটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, "ইচ্ছে করলে বসতে পারো।"

খালি চেয়ারটায় বসে ব্র্যাগুন হাসল। বলল, "সকালের অমন তিক্ত কথাবার্তার পর আমি ভাবতে পারিনি তুমি এভাবে আমাকে বসতে বলবে।" তারপর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, "তোমার রুগী কেমন দেখলে?"

"মোটামুটি ভালো। আজ আমরা দুজনে হাতে হাত বোলানো, মুখে হাত বোলানো, এই দুটো ব্যায়াম করেছি। ও খুব লাজুক। তাই প্রথম দিকে ওকে একটু সাহস দেবার চেষ্টা করলাম। আমার প্রথম রিপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছি। ও ভালো কথা তুমি এখন কি করছ? এখনো কোন রুগী তুমি পাওনি?"

"না, এখনো আমি একটা অ্যাপার্টমেণ্টও পাইনি। একটা হোটেলে রয়েছি। আমি এখন ক্লিনিক থেকে আসছি। সুসি আমার জন্য সম্ভাব্য ভাড়া বাড়ির একটা তালিকা রেখেছিল। ওটা দেখলাম। তারপর ক্লিনিক লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা সাইকোলজির বই পড়ছিলাম।"

"মনোবিজ্ঞানের বই?" গেইলি আগ্রহের সঙ্গে বলল, "মনোবিজ্ঞান আমার পাঠ্যবিষয় এবং ওটাই আমার লক্ষ্য। তোমারও কি তাই?"

"ঠিক বলতে পারবো না, মনোবিজ্ঞানও হতে পারে, আবার যৌন শিক্ষাও হতে পারে। তোমার তো যৌন প্রতিনিধি হওয়াই লক্ষ্য, সেরকমই তো বলছিলে, তাই না?"

"না ঠিক তা নয়। যৌন মনোবিজ্ঞানই আমার উপযুক্ত বিষয়। এই প্রতিনিধির কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি যোগাড় করে ফেলতে পারলে খুব ভালো।"

"আমি একটা কথাই ভাবছি গেইলি, তোমার মতো একটা হাসিখুশি মেয়ে কি করে যৌন প্রতিনিধি হয়?"

ও হাসল। বলল, "তোমাকে সত্যি কথা বলতে আমার কোন বাধা নেই। কলেজ জীবনে খুবই হালকা কয়েকটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারতাম না। তার জন্য আমি নিজেকেই দোষ দিই। আমার ভয় হতো, আমার বুঝি যৌন তাড়না নেই। তখনই আমি প্রথম ডঃ ফ্রিবার্গের কথা লোকমুখে শুনি। তিনি তখন সবে টাকসনে এসেছেন। তিনি আমাকে হস্তমৈথুন করার চেষ্টা করতে বললেন। ছোটবেলা থেকে আমি কখনো ওকাজ করার চেষ্টা করিনি। আমি হয়তো মনে করতাম, ওটা করা পাপ। আসলে তা কিন্তু নয়। ভারি সুন্দর এক সুখকর অনুভূতি। ঐতেই যেন বরফ গলল। পরবর্তী দুটি যৌন মিলনে আমি বেশ উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। ও! তুমি বিরক্ত হচ্ছো না তো!"

"তোমার এ কাহিনী আমাকে অভিভূত করে তুলছে।"

"তারপর আমি আমার এক সহপাঠীর প্রেমে পড়লাম। তার নাম আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না···ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, টেড···টেড কি যেন, ঐ টেডই ধরো। এমনিতে সে ভীষণ স্মার্ট, কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। আমরা দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিছানা পর্যন্ত এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু ব্যস ঐ পর্যন্তই। ও আর এগোতে পারেনি। আমি ওর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা মোট দশবার বিছানায় মিলিত হয়েছিলাম। কিন্তু একবারও ও আমার শরীরে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাতে পারেনি। যাক সে সব কথা আর বিস্তারিত বলতে চাই না। একদিন সকালে ওর বাড়ির লোকরা দেখল ও মরে পড়ে রয়েছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে আত্মহত্যা করল। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, ঘটনাটা আমাকে কতোটা আঘাত দিয়েছিল। আমি আবার ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে- পারলাম, এটা আমার দোষ নয়। এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়া এবং ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে আমার যাওয়ার মধ্যে, আমি নিজের মনে

স্থির করলাম, টেডের জীবনে যা ঘটে গেল, তা যেন আর কারো জীবনে না ঘটে। পূর্ণ যৌন সুখ লাভে অক্ষম মানুষগুলোকে সাহায্য করার সংকল্প গ্রহণ করলাম। ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি একবার 'যৌন প্রতিনিধি' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাঁকে কথাটা ব্যাখ্যা করে বলতে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তাঁর হাতে কয়েকটা কেস আছে। ঠিক মতো সহযোগিতা পেলে, তারা ভালো হয়ে উঠবে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আমার আগ্রহ আছে কি না! আমি সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। তিনি আমাকে প্রশিক্ষণ দিলেন। আমি তাঁর হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলাম। ফল পেতে লাগলাম। কিন্তু কাজটা আইন বিরুদ্ধও বটে। লোক জানা-জানি হয়ে গেলে ডক্টর ফ্রিবার্গকে আরিজোনা থেকে কালিফোর্নিয়ায় চলে আসতে হলো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। এই হলো আমার দীর্ঘ কাহিনী।"

"না, বিশেষ দীর্ঘ নয়।" ব্র্যাণ্ডন বলল, "পরে কোন একদিন সময় পেলে আমি শুনব। তোমার কথা জানতে খুব ইচ্ছে করে।"

গেইলি ওর প্রশংসা গায়ে মাখল না। ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, "তোমার কথা তো বললে না? তুমি এখানে কি করে এলে?"

"তুমি সত্যিই শুনতে চাও।"

"সবই। কখন, কিভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে?"

ব্র্যাণ্ডন বলল, "আমি এই কাহিনী একটা ছোট গল্পর আকারে তোমার সামনে পেশ করব। আমি ইউজিনের ইউনিভার্সিটি অব ওরিগন থেকে গ্র্যাজুয়েট হই। বায়োলজিতে আমি কিছু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করি। যৌন শিক্ষার কিছু ক্লাসেও আমি যাই। তারপর কোনো একজনের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার ফলে কিছুদিন লসএঞ্জেলসে কাটাই। তারপর আবার ওরিগনে ফিরে এসে সেকেণ্ডারী স্কুল স্তরে বিকল্প সায়েন্স শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে থাকি। এই সময়ই ভাবতে শুধু করে দিই, ঠিক কোন কাজটা আমার করা উচিত হবে। আমি যেই খবর পেলাম, ডক্টর ফ্রিবার্গ একজন পুরুষ যৌন প্রতিনিধি খুঁজছেন, অমনি দরখাস্ত করে দিলাম। আমি জানতাম শুধু ঐ কাজ করে আমার অন্নের সংস্থান হবে না। তাই আমি হিলস্লেড স্কুল ডিস্ট্রিক্টে একজন বিকল্প সায়েন্স শিক্ষক রূপে কাজের জন্য

দরখাস্ত করলাম। আমি ক্যালিফোর্নিয়া বেসিক এডুকেশনাল স্কিল টেস্টে বসে পাশ করলাম। সেই থেকে পড়াচ্ছি। প্রতিনিধির ট্রেনিং নিয়ে এখন কাজের অপেক্ষায় রয়েছি। এই আমার কাহিনী গেইলি।"

"তোমার এ কাহিনী কে শুনতে চেয়েছে। তুমি কেন এই যৌন প্রতিনিধির কাজে এলে সে কথা তো বললে না।"

ও বাঁকা হাসি হাসল। বলল, "এটা কি সে কাহিনী বলার উপযুক্ত সময়।"

"নিশ্চয়ই। আমি এখনই শুনতে চাই, বলো তুমি কেন যৌন প্রতিনিধির কাজ নিলে?"

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "টাকা। আমার সঞ্চয় খুব কম। আমি চাই না তা নিঃশেষ হয়ে যাক। স্কুলে পড়িয়ে যা পাই, তার সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত করার প্রয়োজন মনে করি। যৌন প্রতিনিধির কাজ করে কিছু অর্থাগম হবে, তাই মেনে নিলাম। সেই সঙ্গে একটা মজাও উপভোগ হবে।"

"কাজটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে বুঝতে পারবে, শুধু মজা নয়, আরো অনেক কিছুই আছে। আর শুধু কি টাকার জন্যই তোমার এই কাজ করা?"

"হ্যাঁ কেবল টাকার জন্য", ও আবার বলল।

"তুমি সৎ।"

ব্র্যাণ্ডন মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল। বলল, "ঠিক এখন আমি তা মনে করি না। আমার একটা স্বার্থ আছে।"

গেইলি টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগ, বিল গুছিয়ে তুলে নিতে লাগল। উঠে দাঁড়াল। বলল, "ব্র্যাণ্ডন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি কেবল টাকার জন্যই এই কাজ নিয়েছ!"

"আবার কবে আমাদের দেখা হচ্ছে?" ব্র্যাণ্ডন জানতে চাইল।

"তোমার সময় হলে আমাকে বলো। সুসির কাছে আমার নম্বর আছে। আমরা দুই যৌন প্রতিনিধি মিলিত হবো।" ও ব্র্যাণ্ডনের হাত টিপে ধরল। "ভালোই হবে!" বলে কাফে ছেড়ে চলে গেল।

সময় তখন সকাল। ডঃ আর্নল্ড ফ্রিবার্গ, তখন তাঁর হিলস্লেড ক্লিনিক অফিসে ডঃ ম্যাক্স কোয়ারি-র আসার অপেক্ষা করছিলেন। ডঃ ম্যাক্স-এর যেকোন সময় এসে পড়ার কথা। তিনি লসঅ্যাঞ্জেলেসের একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট এবং ডঃ ফ্রিবার্গ-এর প্রাক্তন সহকর্মী।

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পর ডঃ ফ্রিবার্গ অপ্রত্যাশিত ভাবে ডঃ ম্যাক্স-এর ফোন পান।

প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর ডঃ ম্যাক্স সরাসরি কাজের কথায় চলে আসেন। বলেন, "আপনার চিঠি পেয়েছি আর্নল্ড, তাহলে আপনি ব্যবসা শুরু করে দিলেন ?"

ফ্রিবার্গ ওঁর কথায় সম্মতি জানালেন। মনে তাঁর কৌতূহল।

"যাই হোক, শুনুন, আমি আপনাকে একটা কেস দিতে চাই। আপনার কর্মীদের তালিকায় কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ যৌন প্রতিনিধি আছে কি ?"

"আছে, একজন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং যোগ্য।"

"আমার মনে পড়ছে বাকালো শহরে যৌন অক্ষমতা সংক্রান্ত এক সেমিনারে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল। তখন আপনি বলেছিলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ যৌন প্রতিনিধি সহজে পাওয়া যায় না।"

"তার কারণ. এদের চাহিদাও খুব কম, ম্যাক্স। এই সমস্যায় জর্জরিত, তবু অজানা অচেনা পুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। তবে সম্প্রতি আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, দিনে দিনে বহু নারী এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন, তাঁবা বুঝতে পারছেন, এতে বিপদের ঝুঁকি কম। তাই আমি একজন পুরুষ যৌন প্রতিনিধি নিয়েছি এবং সে পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তোমার মাথায় কি কোন কেস আছে ?

"আছে আর্নল্ড। আমার এক চিকিৎসক বন্ধু খবরটা আমাকে দিয়েছেন। এক তরুণ মহিলা এই সমস্যায় আক্রান্ত। আমি মনে করি এর চিকিৎসা হওয়া দরকার। তবে আমি বা কোন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞর এই চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আপনার মতো কেউ একজনই এই চিকিৎসার উপযুক্ত। যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো। আমি কখন আপনার কাছে যাবো ?"

"কখন কি! আপনি এখনই চলে আসতে পারেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার হাতে কোন কাজ থাকবে না।"

"ঠিক আছে আমি তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার ওখানে যাচ্ছি। আমি কেস হিস্ট্রি নিয়ে যাবো। আপনি শুনে বললেন, কিছু করা যায় কি না।"

"নিশ্চয়ই ম্যাক্স, আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হবো।"

ডক্টর ফ্রিবার্গ তাঁর অফিসে ডেস্কের সামনে বসে রয়েছেন। ডেস্কের অপর প্রান্তের ক্ষীণদৃষ্টি, খর্বাকৃতি ডক্টর ম্যাক্স একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন।

তাঁর হাতে নীল রং-এর একটা ফোল্ডার। তাঁর খালি হাতটা দিয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে ভুরুর ঘাম মুছলেন। ভুরুর ঘাম মুছে রুমালটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। "মহিলাটির নাম স্যান হুইটকম। একক মহিলা। কখনো বিয়ে করেন নি। সহবাসের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। স্বাস্থ্য ভালো, বয়স প্রায় তিরিশের শেষ প্রান্তে। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন অনাথ। এক প্রবীণ মহিলার কাছে উনি মানুষ হতে থাকেন। ঐ মহিলার কখনোই বেশি টাকা ছিল না। প্রায় তিন মাস আগে তিনি মারা যান এবং স্যান একা পড়ে যান। তার সামান্য জমানো টাকা শেষ হয়ে এলে স্যান উপলব্ধি করলেন, এবার অর্থ উপার্জন করা দরকার। তাছাড়া নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য তাঁর সঙ্গীরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর কয়েকটি পুরুষ বন্ধু ছিল, কিন্তু তারা কোন কাজে এলো না। তাঁর মেয়ে বন্ধুরাও বিবাহিত এবং সংসারী।"

"তাই তাঁর দরকার কাজ ও বাড়ি?"

"হ্যাঁ আর্নল্ড। বড়দিনের ছুদিন মরশুমে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলোতে ক্যাশিয়ারের কাজ করা ছাড়া তিনি প্রকৃত চাকরি বলতে যা বোঝায় তা করেন নি। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো। কর্মখালির বিজ্ঞাপন কলামে ক্যাশিয়ারের চাকরির সন্ধান করেন, কিন্তু ভালো কোন কাজ খুঁজে পান না। প্রায় ছ মাস আগে তিনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলেন, হিলস্লেডের এক হোটেল গোষ্ঠী একজন অভিজ্ঞ ক্যাশিয়ার চাইছেন। এক গোষ্ঠীর মালিক টনি জেকা। এঁকে আমি কখনো দেখিনি! তবে স্যানের কাছ থেকে জেনেছি, লোকটা ভিয়েতনাম ফেরত আর্মি। বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। খুব রুক্ষ মেজাজ। স্যানের সন্দেহ সংগঠিত অপরাধীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। যাই হোক, স্যান তার হোটেলে ক্যাশিয়ারের চাকরির জন্য দরখাস্ত করে। তারপর একদিন বিকেলে জেকা নিজে তার অফিসে স্যানের ইণ্টারভিউ নেয়। লোকটা বেঁটে, মোষের মতো চওড়া কাঁধ, ছোট ছোট চোখ, দীর্ঘ সময় ধরে জেকা তার সাক্ষাৎকার নেয়, সব মামুলি প্রশ্ন এবং পুরোটা সময় ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।"

"আমাকে সবিস্তারে জানাতে গিয়ে স্যান বলে, এক সময় জেকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, 'এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।' এই মন্তব্যে বিস্মিত স্যান্য বলে, 'কি ব্যাপার মিস্টার জেকা?' ও বলে, 'তোমার কথা বলার, তাকাবার ধরন আমার এক পরিচিত মেয়ের সঙ্গে খুব মিলে যায়।

সে আমার আর্মিতে যাবার আগেকার ঘটনা। মেয়েটার নাম ক্রিস্টাল। মেয়েটার সঙ্গে আমার পরিচয় সবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এমন সময় আমার ভিয়েতনামে যাবার ডাক পড়ল। আমি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে ছিলাম, মিলিটারি থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত সে আমা জন্য অপেক্ষা করবে এবং আমরা বিয়ে করব। কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি। সে দুঃখ প্রকাশ করে জেকাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, আর এক পুরুষের ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করে পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে। এই ঘটনায় জেকা জোর আঘাত পায়। ও আর কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর এই এতোদিন পরে স্যান ওর জীবনে আসে। "কি অদ্ভুত মিল দেখ", ও স্যানকে বলে, "তোমার সঙ্গে ক্রিস্টালের বিরাট মিল। আমি ভাবতেই পারি না তাব মতো আবার একজন আমার জীবনে আসবে।"

"যাই হোক, ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং ডিনারের সময় হয়ে যায়। জেকা স্যানের কাছে জানতে চায় সে ওর রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার খেতে খেতে ইন্টারভিউ চালিয়ে গেলে ওর আপত্তি আছে কি না! ও এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে।"

কাহিনীব ধাবাবাহিকতা আচমকা ভঙ্গ করে ডক্টর ম্যাক্স হাতের ফোল্ডারটা টেবিলের অপর প্রান্তেব ডক্টর ফ্রিবার্গের সামনে এগিয়ে ধরে বলেন, "বাকি কাহিনী এর মধ্যে পাবেন। অন্তত কাহিনীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে যাবেন।"

ঘরে এখন আবার ফ্রিবার্গ একা। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কুমারী স্যান হুইটকম এবং মিস্টার টনি জেকা-র কেস হিস্ট্রি পড়তে লাগলেন। দুটো লাইনে অনেকটা ছাড় দিয়ে স্পষ্ট অক্ষরে টাইপ করা। পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিচে লাল কালিতে দাগ দিয়ে যাওয়া ফ্রিবার্গের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বাকি কেসহিস্ট্রি একবার পড়ে নিয়ে ফ্রিবার্গ কাহিনীটাকে নিজের মতো করে গড়ে নিলেন।

কেবিনে বসে জেকা খাদ্যের প্রতি অতোটা আগ্রহ দেখাল না। পানীয়ের প্রতিই ও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করল। স্যান সামান্য পানীয় গ্রহণ করলেও দেখল জেকার চতুর্থ দফার স্কচ চলছে। কাজের ক্ষেত্রে ওর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলো নতুন করে আবার শুনতে হলো স্যানকে।

অনুভব করল, লোকটার গলার স্বর সামান্য যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। লোকটা ক্রমশই ওর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে, ওর দিকে কেবল তাকিয়েই থাকছে। তাতে ওর ভয় বাড়তে লাগল, বুকের ওঠা পড়া বাড়তে লাগল।

এই অবস্থায় জেকা আর একবার সামনে ঝুঁকে ন্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "এই তুমি কি কুমারী ?"

প্রশ্নটাকে ন্যান হালকা করে নিল। বলল, "চোদ্দ বছরের ওপরের কোন্ মেয়েটা এখন আর কুমারী আছে !"

"তা ঠিক, কখনো তোমার কোন প্রকৃত ভালোবাসা হয়েছিল ?"

"না।"

"কখনো কারো প্রেমে মজে ছিলে কি ?"

"না, এখনো পর্যন্ত নয়," আরো ভয়ে ভয়ে ও বলল। কাজটা ওর বিশেষ দরকার। তাই অসন্তুষ্ট হলেও চুপ করে থাকে।

"আচ্ছা," দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকে, "তুমি কি আমার প্রেমে পড়তে পারো।"

ও ঠিক বুঝে পায় না, ঠিক কিভাবে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করবে। "হতে পারে। তা নির্ভর করে…"

"কিসের ওপর নির্ভর করে ?"

"যাইহোক, আপনার আর কি বলার আছে মিস্টার জেকা ?"

"তুমি বলো এরপর আমি কি করব।" ও চেয়ার ঠেলে ঠেলে ন্যানের অনেক কাছে সরে আসে। দুজনের ব্যবধান কমে আসে। কাছে আসায় দেখে লোকটার চওড়া মুখ, মোটা নাক, একটা খর্বাকৃতি মানুষের তুলনায় তার বুক ও হাত বেশ চওড়া। কথার ফাঁকে ও চতুর্থ দফার পানীয়টিও খেয়ে ফেলে ন্যান ওর নিশ্বাসে মদের গন্ধ পায়। "শোন আমি কোন কথা ঝুলিয়ে রাখতে চাই না। আমি যা বলবার সরাসরি বলতে চাই। তোমাকে খোলাখুলি জানাই, শেরম্যান পার্কে আমার বড় বাড়ি আছে, পাঁচটা রেস্তোরাঁ আছে, প্রচুর নগদ টাকা আছে। আমার যা আছে, তা সবই আমি তোমাকে বললাম। আমার একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার দরকার, সেই সঙ্গে দরকার একজন বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী তথা বন্ধু, যে আমাকে সঙ্গ দেবে। আমি তার প্রতি যত্ন নেব, সে আমার প্রতি যত্ন নেবে। বুঝতে পারছ, আমি কি বলতে চাইছি ? তবে আমার প্রতি তাকে একশোভাগ বিশ্বস্ত থাকতে হবে। কোন রকম প্রবঞ্চনা

চলবে না। ভেবে দেখ, আমার এ প্রস্তাব তোমার পক্ষে মানা সম্ভব কি না?”

এই সব কথার পর ন্যান ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, লোকটাকে ও কতোটা পছন্দ করে বা আদৌ পছন্দ করে কি না। লোকটা বেশ অসভ্য, রূঢ়, আবার নাও হতে পারে। হয়তো ওর প্রতি অনেক সহৃদয়। এই পৃথিবীতে যা কিছু ওর দরকার, তা সবই লোকটা ওকে দিচ্ছে। নিরাপত্তা, সঙ্গ, বাড়ি—এ সবই ও পাবে। লোকটা যে ওকে পছন্দ করে, একমাত্র তারই সঙ্গ ওর দরকার, সে কথাও ও বলল। এসব লোকটার গুণ বলতে হবে।

“কি, কি ভাবছ তুমি?”

“আমি ভাবছি, আপনি যেভাবে চাইছেন, সেভাবেই আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।”

লোকটার চোখে মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। বলল, “ভালো মেয়ে, তোমার আর চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি এবার থেকে একটা বাড়ি পেয়ে গেলে, একটা চাকরি পেলে। একজন পুরুষ বন্ধু পেলে। তুমি কাল থেকে কাজ শুরু করে দিতে পারো।”

“ধন্যবাদ মিস্টার জেকা।”

“টনি এখন থেকে তাহলে।”

“টনি!”

“কি নাম তোমার তাহলে।”

“ন্যান।”

“ও, ন্যান। আজ থেকে তুমি তাহলে একজন সত্যিকারের পুরুষ বন্ধু পেলে।”

তাদের এই প্রথম সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট পড়ে সেটা নিজের মাথায় জিইয়ে রাখতে চাইলেন। ন্যান হুইটকমের কেস হিস্ট্রির আর একটা পাতা ওলটালেন। জেকার সঙ্গে তার প্রাথমিক যৌন সম্পর্কের অংশে এসে থেমে গেলেন।

ন্যান জেকার দশ কক্ষের দোতলা বাড়িতে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল। ঐ বাড়ির কেয়ারটেকার দরজা খুলে ওকে ঘর দেখিয়ে দেয়। ঐ কেয়ারটেকারের নাম হিলডা।

এমন একটা ঝকঝকে তকতকে বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়ে জেন

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। ঠিক করেছিল, এই বাড়িতে ও যাতে চিরকাল থাকতে পারে তার চেষ্টা করবে। সেজন্য প্রথম ডিনারে ও নিজেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তুলেছিল।

সেদিক জেকা রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশে বাড়ি ফিরেছিল। টাইট ফিটি, জার্সি পোশাকে স্যানকে দেখে ও সত্যিই খুব খুশি হয়েছিল। ঠিক রাত আটটার সময় খেতে বসার জন্য ওকে তৈরি থাকতে বলল।

ডিনারের আগে জেকা দু গেলাস মদ খেল। নতুন পরিবেশে ওর কেমন লাগছে, মানিয়ে অসুবিধে হচ্ছে কি না, জানার জন্য দু একটা প্রশ্ন করে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে রইল।

এদিকে স্যান ভাবতে লাগল, এখন তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। ডিনারের পর জেকা ওকে এক সুসজ্জিত শোবার ঘরে নিয়ে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে স্যানকে বসতে ইঙ্গিত করল। রিমোট কণ্ট্রালের সাহায্যে টি· ভি· চালিয়ে দিল। বলল, "রোজ রাত্তিরে এই সময় আমি দুটো রোমাঞ্চকর ছবি দেখি। তোমারও ভালো লাগবে।"

এ ধরনের ছবি ও মোটেই পছন্দ করে না। তবু মুখে কিছু বলল না। ছবি চলাকালে স্যান ও নিজের জন্য স্কচের অর্ডার দিল। বোতল ফুরিয়ে গেলে, ও কেয়ারটেকার হিলডাকে আরো এক কাপ দিয়ে যেতে বলল। স্যান মদের বোতলে চুমুক দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সেটা অবশ্য ও খেয়ালই করল না।

দ্বিতীয় ছবিটাও শেষ হয়ে গেলে ওর কৌতূহল বাড়ল। এরপর কি ?

জেকা গেলাসের তলানিটুকুও চুমুক মেরে শেষ করে ফেলল ! তারপর সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি বলল, "এবার আমাদের বিছানায় যাবার সময়। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, এসো।"

স্যান বুঝতে পেরেছিল, নিরাপত্তা ও আরামের বিনিময়ে ওকে এটা দিতে হবে। ওর অন্ধকার বিছানায় স্যানকে টেনে নিয়ে গেল। স্যান আশা করেছিল, জেকা ওকে চুমু খাবে, শরীরে হাত বোলাবে, ওকে উত্তেজিত করে তুলবে। কিন্তু ও সে সবে গেলই না।

জেকা ওর জামা খুলে ফেলতে লাগল। বলল, "দেরি করছ কেন ? এবার আমরা বিছানায় যাবো।"

একটু ইতস্তত করে স্যান জুতো খুলে ফেলল। তারপর এক এক করে

পোশাকের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "আমি কি নাইটগাউন পরে থাকতে পারি।"

"না, ওরম আমার একদম ভালো লাগে না। আমি চাই, আমার সঙ্গী নারী একদম পোশাক শূন্য হয়ে থাকবে।"

ও সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে দেখল, জেকা রাজকীয় বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিছানার একেবারে কাছে পৌঁছে গিয়ে, ও স্থানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। যে পুরুষটার সঙ্গে স্থান একটু পরেই বিছানায় যাবে, তাকে সামনা সামনি নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেল: অবশ্য সামনে থেকে দেখেও তার পুরুষাঙ্গ কঠিন না শিথিল অনুমান করতে পারল না।

বিছানায় উঠে জেকা ওর দিকে চোখ ছোট করে তাকাল। বলল, "আর দেরি করছ কেন।" স্থান ধীরে ধীরে বডিস খুলে ফেলল। নাইলনের প্যান্টি খুলে ফেলে, পা দিয়ে ঠেলে পাশে সরিয়ে রাখল। ওর নিম্নাঙ্গ ঘন কালো চুলে ঢাকা, ও ভেবেছিল, ঐতেই ওর গোপনীয়তা অনেকখানি বজায় থাকবে।

জেকা কুনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে ওর গোপন অঙ্গের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। "ভারি সুন্দর খাঁজ," বিড়বিড় করে বলল, "এমনই হবে ভেবে রেখেছিলাম।"

বিছানার ওপর স্থান ওর কাছে গড়িয়ে গেল। হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। আশা করেছিল, জেকা ওকে চুমু খাবে? ওর গায়ে বুকে হাত বোলাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও, যখন সেরম কোন অভিজ্ঞতা হলো না, তখন ও চোখ খুলে বলল, "টনি আলোটা নিবিয়ে দাও।"

"না, আমি এখন যা করছি তা নিজের চোখে দেখতে চাই। আমার টাকার দাম উসুল করে নিতে চাই।"

স্থান অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, ওর পাছার ওপর জেকার-লোমশ হাতের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। একটু পরে ও দুটো পা স্থানের পায়ের ওপর তুলে দিতে স্থান ভাবল, যাক এবার তাহলে একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু তা মোটেই হলো না। বরং স্থানের বিরক্তি বেড়ে গেল। জেকা স্থানের শরীরের মধ্যে ওর অঙ্গ প্রবেশ করিয়ে কেবলই চাপ দিয়ে যেতে লাগল। তাতে স্থান ব্যথা অনুভব করতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল, এই ব্যথা বুঝি মোটেই থামবার নয়। পরে বাথরুমে গিয়ে শরীর পরিষ্কার করার সময় ও ভাবল, লোকটা তীব্র উত্তেজনার বশেই

মনে হয় এমন করল। পরে যখন আবার মিলিত হবে, তখন নিশ্চই এমন উত্তেজনা প্রকাশ করবে না।

ডাক্তার ম্যাক্সের দেওয়া কেস হিস্ট্রি পড়ে ডক্টর ক্রিবার্গ বুঝলেন, এটা তেমন অপরিচিত চরিত্র নয়। এখনো পশুর মতো মানুষ এই পৃথিবীতে অনেক রয়ে গেছে। তিনি কেস হিস্ট্রির বাকি অংশটা আবার পড়তে শুরু করলেন।

পরবর্তী ছ সপ্তাহে কিন্তু এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। জেকা কেবল সম্ভোগের জন্য উদগ্রীব হয়েই উঠল না, প্রতিদিনের মিলন পর্বে ও অত্যন্ত নৃশংশ হয়ে উঠতে লাগল। ন্যান নিজের ঠোঁট কামড়িয়েও ওকে নিবৃত্ত করতে পারল না। শেষে প্রতিদিনের মিলন পর্বে ও কাঁদতে লাগল। ওর এই কান্নার আবার উলটো ব্যাখ্যা করে বসল জেকা। ভাবল, মেয়েটা বুঝি সম্ভোগ সুখে কাঁদছে। ও তাতে অত্যন্ত খুশি হয়ে ন্যানের ওপর সদয় হয়ে উঠল। ফলে ন্যানের ভাগ্যও খানিকটা খুলে গেল। ন্যানের মাইনে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিল এবং ওকে একটা নকল সোনার নেকলেস উপহার দিল।

ন্যান বলে, সম্প্রতি জেকা তাকে বলেছিলে, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি চাই না আর কেউ তোমাকে ভালোবাসুক। আমাকে লুকিয়ে তুমি অন্য কারুকে ভালোবাসলে আমি তোমাকে খুন করব। ন্যান আমি বহু এশিয়বাসীকে খুন করেছি। জেনে রাখবে, খুন করা খুব একটা জটিল কাজ নয়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারে। এ কথা মনে রেখে আমার সঙ্গে সেইমতো ব্যবহার করবে!"

ওর এই হুমকির পর ন্যান বলেছিল, "আমি সেইমতো ব্যবহার করব। আমি তোমার সঙ্গে আছি টনি। তোমার সঙ্গেই থাকব।"

"ভালো মেয়ে," জেকা বলেছিল।

এই পর্যন্ত পড়ে, ক্রিবার্গ কেস হিস্ট্রি লেখা ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে কেসের বাকি পাতাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আপন মনে বললেন, "বেচারী।" ফাইল বন্ধ করে রেখে ডক্টর ম্যাক্স আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে চমকে দেবার জন্য ডক্টর ম্যাক্স যে অনেক আগেই এসে চুপ করে বসেছিলেন, সেটা তাঁর খেয়ালই ছিল না। ডক্টর আর্নল্ডকে ফাইলের ওপর থেকে মুখ সরিয়ে নিতে দেখে তিনি বললেন, "কি বুঝলেন ডক্টর ক্রিবার্গ?"

"মেয়েটির ব্যাধিটিকে সংকুচিত যোনি ছিদ্র জনিত বলা যেতে পারে। এই মেয়েটির ক্ষেত্রে রোগটি একেবারে চূড়ান্ত স্তরে রয়েছে। যৌন মিলনে গিয়ে ও তাই প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।"

"স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা ঠিক ঐ কথা বলেছেন, আমিও রোগের ঠিক ঐ ব্যাখ্যা করেছি। এখন আপনার কি মনে হয়, ওর এই রোগ আদৌ সারানো সম্ভব?"

"হ্যাঁ, সম্ভব," ফ্রিবার্গ বললেন। তাঁর নিজের গ্রুপের একমাত্র পুরুষ যৌন প্রতিনিধি পল ব্র্যানডনের কথা মনে পড়ল। সে এখনো একটাও রুগী পায়নি। এবার সে পাবে। ফ্রিবার্গ মাথা নাড়লেন। বললেন, "আমার এক প্রতিনিধি এবং আমার নিজের কাজ বেড়ে গেল। আমার স্থির বিশ্বাস আমরা ওকে সাহায্য করতে পারব। আমরা কখন তাকে দেখতে পাবো?"

"এখনই। মেয়েটি আমার গাড়িতে অপেক্ষা করছে। আমি এখনই ওকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।" ডক্টর ম্যাক্স বললেন।

আজ সকালের আগে চেট হাণ্টার হিলস্লেড ক্রনিকলের এডিটর-ইন-চিফ-এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল না। সুসির-কাছ থেকে কাহিনীটা শোনার পর থেকে, এই কাহিনীটাকে ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করার অনুমতি নেবার জন্য ও উৎগ্রীর হয়ে উঠেছিল। ফার্গুসন যদিও কোন কাহিনীই সহজে স্বীকার করতে চান না, একটা অতৃপ্তির ভাব নিয়ে কথা বলেন, তবু ওর বিশ্বাস, এই কাহিনীটা উনি পছন্দ করবেন। শেষ পর্যন্ত হাণ্টার অটোকে তাঁর অফিসে পেয়ে গেল।

"কি খবর, কি মনে করে চেট, আমার এখানে? তোমার পুলিশ বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া নতুন কোন কাহিনী আমাদের কাছে বিক্রি করতে চাও? নাকি রেভারেণ্ড স্কারাফিল্ডের কোন খবর আছে?"

"আমি আপনাকে এখন কোন গবেষণাপত্র বিক্রি করতে চাই না। এখন আমি আপনাকে একটা গল্প বিক্রি করতে চাই। একটা পরিপূর্ণ গল্প।"

"তুমি আমাদের যেমন গল্প দিয়ে এসেছ এটা তার থেকে বড় হলে ভালো হয়।"

"এতোদিন আপনাদের যে গল্প দিয়ে এসেছি, এটা তার থেকে অনেক বড়, বেশ বড়, সবচেয়ে বড় গল্প স্যার।"

ফার্গুসন সন্দেহের ভাব বজায় রেখে বললেন, "ঠিক আছে। চালিয়ে যাও।"

হাণ্টার উৎসাহ পেয়ে, তার ভেবে রাখা হেডলাইন ওঁকে শুনিয়ে দিল ঃ "হিলস্লেডে যৌন প্রতিনিধিদের কাজকর্ম শুরু হলো।"

"কি বললে ?"

"হ্যাঁ স্যার, একদম নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর। সারা দেশ থেকে আগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যৌন প্রতিনিধিরা আমাদের এই শহরে সদ্য খোলা এক সেক্স ক্লিনিকে কাজ করতে এসেছে। আপনি কি জানেন, যৌন প্রতিনিধি কাদের বলে ?"

"তোমার যে বয়সে প্যাণ্ট ভিজিয়ে ফেলতে, সে সময় যৌন প্রতিনিধির ব্যাপারে শুনেছিলাম। নিউইয়র্ক, লসঅ্যাঞ্জেলেস, চিকাগোর মতো শহরে এ আশা করা যায়। হিলস্লেডের মতো এক পবিত্র নির্মল শহরে এ সব কল্পনাই করা যায় না। তুমি যা বললে তা কি সত্যি ?"

"আমার খবরে কোন ফাঁকি নেই। আমি প্রমাণ করতে পারি অটো।"

"এ ব্যাপারে যা জানো আমাকে বলো।"

সুসির নাম ও পদমর্যাদার উল্লেখ না করে, হাণ্টার বিস্তারিতভাবে ডঃ ফ্রিবার্গের ক্লিনিক, ডক্টর ফ্রিবার্গ, তাঁর ছ জন যৌন প্রতিনিধি, তাদের ওপর ভার দেওয়া কাজ ইত্যাদি সব বিষয়গুলো পর পর বলে গেল। বলল, "এটা একটা লিড নিউজ নয় স্যার, সুপার স্টোরি হতে পারে।"

ফার্গুসন ওর সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বললেন, "হ্যাঁ হতে পারে, খুব ভালো নিউজ হতে পারে। কিন্তু কিভাবে তুমি এগোবে ?"

"ভেতর থেকে। ডক্টর ফ্রিবার্গের ক্লিনিকের একজন রুগী হয়ে। তাঁর মাইনে করা মহিলা যৌন প্রতিনিধির সঙ্গী হয়ে। কয়েক সপ্তার মধ্যে আপনি সব খবর পেয়ে যাবেন।"

"তবে একটা সমস্যা আছে হাণ্টার! রুগী হিসেবে তুমি সেখানে ভর্তি হতে চাইলেই যে তোমাকে নিয়ে নেওয়া হবে, তা ভাবলে ভুল করবে। প্রাথমিক চিকিৎসায় ওরা যদি তোমাকে সুস্থ বলে ঘোষণা করে, তাহলে কোন সুযোগই পাবে না।"

হাণ্টার মুচকি হাসল, বলল, "ও নিয়ে ভাববেন না অটো। ঐ পরীক্ষায় আমি ঠিক উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। তবে আপনাকে খোলাখুলি বলছি। কোন যৌন প্রতিনিধির চিকিৎসায় থাকার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই।"

"তুমি কতো টাকা প্রত্যাশা করো ?"

"পাঁচ হাজার ডলার।"

"টাকাটা অনেক বেশি হয়ে গেল না চেট হাণ্টার।"

"মোটেই না। দেশের সব থেকে দামি বেশ্যা এখন হিলস্লেডে! খবরটা কেমন খাবে!"

"যাই হোক, এটা সত্যিই যদি একটা জমাটি স্টোরি হয়, তাহলে টাকাটা কোন ব্যাপার নয়।"

"তাহলে কাজটা শুরু করে দেওয়া হোক।"

কিন্তু ফার্গুসনের দ্বিধা তখনো কাটেনি। তিনি হেলানো চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, "আর একটা সমস্যা আছে চেট······"

"কি সমস্যা ?"

"আমাদের মতো এমন একটা পারিবারিক সংবাদপত্রে ঐরকম একটা নোংরা বিষয়ের খবর···যদি···"

যদি আমরা ওটা সংবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্বের আবরণে ফেলে প্রকাশ করতে না পারি—মানে একটা রাজনৈতিক ইস্যু, পরিচ্ছন্ন হিলস্লেডকে নোংরামো থেকে মুক্ত রাখার একটা উদ্যোগ বলে খবরটা জনসাধারণের সামনে পেশ করতে না পারি। এ ব্যাপারে তুমি রেভারেণ্ড যশ স্ক্যারাফিল্ডের সাহায্য পেতে পারো।"

"আচ্চা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্ক্যারাফিল্ডের সঙ্গে আমি আপনার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। তিনি কাহিনীটা জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবেন।"

"আর একটা কাজ বাকি থেকে গেল। শহর-আইনের বিরোধী বলে এটাকে যাতে প্রমাণিত করা যায়, সে জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কানে কথাটা আগে থাকতে তুলে রাখতে হবে। এ কাজে স্ক্যারাফিল্ড তোমাকে সাহায্য করতে পারে। তাহলে আমাদের গল্পটার পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক সমর্থন থাকবে। গল্পটা সামাজিক অপরাধ বিরোধী হবে। মধ্যিখান থেকে আমরা কাগজ বিক্রি করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলব।"

হাণ্টার উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল। ফার্গুসনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "আমি এখনই কাজ শুরু করে দিচ্ছি। দেখুন কেমন তৎপরতার সঙ্গে আমি কাজ করি।"

পল ব্র্যাণ্ডনের প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন আজ। প্রথম থেরাপি সেসন ওর রুগীর সঙ্গে। নতুন ভাড়া নেওয়া তিন কক্ষের অ্যাপার্টমেণ্টে ওর প্রথম দিন হলো, আজকের দিনটা।

ডক্টর ফ্রিবার্গের অফিসে স্যান হুইটকমের সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ এবং ফ্রিবার্গের কাছ থেকে শোনা ওর কেস হিস্ট্রির ভিত্তিতে ব্র্যাণ্ডন অনুমান করে, ওকে একটা বেশ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সবার প্রথমে যে ব্যাপারটি নিয়ে ও বেশি চিন্তিত, সেটি হলো মেয়েটি বড্ড মোটা। মোটা মেয়েরা ওকে কেবল হতাশই করে। তবে ওর সান্ত্বনা হলো, মেয়েটি দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। মাথায় বাদামী রং-এর ঘন চুল, বাদামী রং-এর চোখ। মোটা হলেও দেখতে কিন্তু ওকে বেশ হালকা পাতলাই লাগে। স্ফীত দুটি বক্ষ ও প্রশস্ত পাছা বাদ দিলে, ওকে মোটা বলে কার সাধ্য। মেয়েটার সলজ্জ যৌন ইতিহাস, টনি জেকার সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার নারী সমস্যাও পলের কৌতূহলের অন্যতম কারণ। তবে ঐ একটা পুরুষই মেয়েটাকে বার বার জবরদস্তি উপভোগ করে। তার মধ্যে এতো ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, যে কোন পুরুষ, বিশেষ করে পলের মতো অপরিচিত পুরুষকে মোটেই মেনে নিতে পারছে না। ব্র্যাণ্ডন ভাবল মেয়েটার মনে তার প্রতি বিশ্বাস জাগাতে প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হবে নিশ্চই।

এদিকে ডক্টর ফ্রিবার্গ মেয়েটিকে দারুণ ভরসা দিয়ে গেলেন। উনি বললেন, "আমি ডক্টর লোপেজের মেডিকেল রিপোর্ট দেখেছি। তোমার শরীরে কোন ত্রুটি নেই। যেটুকু অসুবিধে আছে তা সামান্য কিছুদিন চিকিৎসা য়থাকলে ভালো হয়ে যাবে।"

"ডাক্তারবাবু আমি অপেনাকে আগেই বলেছি। আমার বিশেষ সময় নেই। আপনার এখানে আমি বেশি যাতায়াত করলে টনি সন্দেহ করবে।"

"তাহলে তুমি বলছ, তোমাকে ইনটেনসিভ ট্রিটমেণ্টে রাখতে?"

"দু-তিন সপ্তার মধ্যে সারিয়ে দিলে ভালো হয়।"

"ঠিক আছে, তাই না হয় করা হবে।" ব্র্যাণ্ডনের দিকে ঝুঁকে বললেন, "তুমি কি বলো?"

মেয়েটিকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্র্যাণ্ডন বলল, "নিশ্চয়ই।" কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা তখনো কাটেনি। ও যতোটা সহজ ভাবল, ব্যাপারটা কি ততোটা সহজ হবে।

"আচ্ছা, তাহলে এই কথা হয়ে রইল। আগামীকাল থেকে তাহলে

আমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু হোক। কাল রাতে ডিনারের পর পলের বাড়ির চলে এসো—"

ন্যান ওঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "না সম্ভব নয়।"

ফ্রিবার্গের ভুরু কুচকে উঠল।

"সন্ধ্যেবেলা আমার পক্ষে আসা একেবারে অসম্ভব। টনি আমাকে যেতে দেবে না। তাছাড়া রাত্তিরে ডাক্তার দেখাবার কথা বললে সে কি বিশ্বাস করবে।"

ফ্রিবার্গ ওর অসুবিধা উপলব্ধি করে মাথা নাড়লেন। উনি আর একবার ব্র্যাগুনের দিকে তাকালেন। বললেন, "আগামীকাল বিকেল তিনটেয় তুমি সময় দিতে পারবে ব্র্যাগুন?"

"হ্যাঁ, কোন অসুবিধে নেই।"

পরের দিন বিকেল তিনটে নাগাদ ন্যান হুইটকম ব্র্যাগুনের বাড়িতে এলো। ও দু হাত এগিয়ে দিয়ে ন্যানের কোটটা তুলে নিল। ওর পরণে এখন সাদা ব্লাউজ এবং ধূসর বর্ণের স্কার্ট। ব্র্যাগুন ওকে একটা আসনে বসতে বলে, নিজে কয়েক ফুট দূরের একটা চেয়ারে বসল। নতুন পরিবেশে মেয়েটিকে স্বচ্ছন্দ হবার জন্য ও ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কিন্তু মেয়েটা বিশেষ কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করল না। ব্র্যাগুনকে বিস্মিত করে ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কি করব?"

"হাতে হাত বোলানো ও মুখে হাত বোলানো। প্রথমে এ দুটো আমাদের করতে হবে।" ও এই প্রাথমিক ব্যায়াম দুটো জানাল এবং ওরা কিভাবে পরস্পরের সহায়ক হবে সে কথাও জানাল।

"আমাদের কি শুধু এই করতে হবে?" ও জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, এইটুকুই ন্যান, খুব সহজ ব্যাপার।"

"ঠিক আছে, তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক।"

ন্যানের কাছে সরে এসে বসে ব্র্যাগুন ধীরে ধীরে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হাত বোলানো হয়ে গেলে, ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে বলল। তারপর মেয়েটার গালে, ঠোঁটে, থুতনিতে টোকা মারতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে এগুলো করা হয়ে গেলে, ও চোখ বুঁজে ন্যানকে ঠিক ওর মতো টোকা মেরে যেতে বলল।

শুরুতে ন্যান বেশ জোরে জোরে টোকা মারলেও, শেষ পর্যন্ত ওর

আঘাত ন্যানের বেশ ভালোই লাগছিল। ও দু চোখ খুলে ফেলল। বলল, "ভালো, খুব ভালো হয়েছে।"

"আজ আর আমাদের কিছু করণীয় নেই তো?"

"না নেই।"

"আমার মনে হয় এতে ভয়েরও কিছু নেই?"

"না নেই।"

ব্র্যাণ্ডন সময়টা লক্ষ্য করল। একটা দু ঘণ্টার ট্রিটমেণ্টের সেসনের জন্য ওরা মাত্র এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় ব্যয় করেছে। এখনো এক ঘণ্টার তিন ভাগ সময় ওদের হাতে আছে। এই সময়টাকে কিভাবে কাজে লাগান যায়, সেটাই ভাবতে লাগল। আর একবার ও মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবে বলে মনস্থির করল। দেখেছে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললেই বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে ও বলল, "এখন আমরা দুজনে কিছু কথা বললে কেমন হয়? তুমি কিছু মনে না করলে, আমি তোমার সঙ্গে কটা কথা বলতে চাই।"

"আমি কিছু মনে করব না," ন্যান বলল।

"তোমার বয় ফ্রেণ্ডকে কিভাবে ম্যানেজ করবে সেটা জানার আমার খুব আগ্রহ।"

"কার কথা তুমি বলছ, টনি?"

"হ্যাঁ, টনি জেকা। কোথায় গিয়েছিলে জানতে চাইলে কি বলবে?"

"বলব, ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে। ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে বলে দিয়েছেন, কিভাবে তাকে বোঝাতে হবে।"

"কিভাবে ন্যান?"

"আমি বলব, আমার শরীরের হর্মনের ঘাটতি মেটাবার জন্য আমাকে এক স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের ওষুধ খেতে প্রায়ই যেতে হচ্ছে।"

"টনি যদি ঐ স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের নাম জানতে চায়?"

"আমি বলব, তাঁর নাম ডক্টর লোপেজ। ডক্টর ফ্রিবার্গের হয়ে যিনি আমাকে পরীক্ষা করেছেন।"

"টনি ডক্টর লোপেজের রিপোর্ট দেখতে চাইলে?"

ন্যান চতুর হাসি হাসল। সে ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। ডক্টর ফ্রিবার্গ ডক্টর লোপেজকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

"বা? নিখুঁত ·কাজ" ব্রাগুন বলল। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন নিয়ে আবার বলল," তবে আমার মনে একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে।"

"কিসের সংশয় পল?"

"ও আজ রাতে তোমাকে উপভোগ করতে চাইতে পারে। তুমি ওর সঙ্গে জুঝতে পারবে?"

"ডক্টর ফ্রিবার্গের নির্দেশ মেনে চললে পারবো। তোমাদের দুজনের সঙ্গে যতোদিন কাজ করবো, ততোদিন কোন যৌন সম্পর্ক নয়। আমি তাকে বলব, আমার চিকিৎসা হয়ে গেলে তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে বিছানায় যাবো।"

"টনি যদি পীড়াপীড়ি করে?"

এই প্রথম ও হাসল। বলল, "তুমি এই নিয়ে আমার সঙ্গে বাজি ধরতে পারো, ও চাইবেই। কিন্তু আমিও আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকব। কিছুতেই আমাকে করতে দেব না।"

"ও যদি তোমার ওপর জোর খাটায়?"

"তার মানে তুমি বলছ, যদি রেপ করতে চায়? চেষ্টা করে দেখুক। তুমি তো আমার অবস্থা জানো। সফল হবে না।"

এইসব কথা বলতে বলতে ব্রাগুন দেখল, হাতে এখনো পঁচিশ মিনিট সময় রয়েছে। এই সময়টা কাজে লাগাতে ওর খুব ইচ্ছে হলো। হ্যানের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল, হ্যান ওকেই দেখছে। দুজনের চোখে চোখ পড়ে যেতে হ্যান ওকে জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি হ্যান, আমাদের পরবর্তী সেসন সহজ করে নেবার জন্য ব্যায়াম এগিয়ে রাখলে হয় না?"

"কি করতে হবে আমাদের?

"পিঠে হাত বোলানো। আজকে ওটা শুধু আমরা শুরু করে দেব পরবর্তী যা কাজ তা পরের সেসনে হবে।"

"পিঠে হাত বোলানো? শুধুই পিঠে হাত বোলানো? কিভাবে হবে?"

"আমি আমার শার্টটা খুলে ফেলব, প্যান্ট নয়।"

"তাতে আমি কিছু মনে করব না। সমুদ্র তীরে এলো গায়ে অনেক পুরুষ আমি দেখেছি।"

"আমি চাই, তুমিও তোমার ব্লাউজটা খুলে ফেলবে।"

"ব্লাউজ খুলে ফেলব ?" মেয়েটার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ছড়িয়ে পড়ল। "ব্লাউজের নিচে আমি ব্রেসিয়ার পরে আছি, সেটার কি হবে ?"

"তোমার ব্রা নিয়ে ভেবো না" ও হালকা চালে বলল। "ও যেমন আছে থাক। শুধু তোমার ব্লাউজ খুলে ফেল। আমি আমার শার্ট খুলে ফেলব। আমরা উঠে দাঁড়াব। তোমার পেছনে আমি দাঁড়াব। তুমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়াবে। তোমার পিঠে আমাকে হাত ঘষতে দেবে।"

"আর কিছু নয় ?"

"না, ঠিক ঐ পর্যন্ত।"

ব্র্যাণ্ডন জামা খুলতে লাগল। কাঁপা কাঁপা হাতে ন্যানকে ব্লাউজের চেন টেনে খুলতে দেখল।

ব্র্যাণ্ডন এলো গায়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ন্যান ওর সাদা ব্লাউজ খুলতে সত্যিই বেশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত খুলে ফেলল। শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

"আমার দিকে পিঠ করে আমার সামনে দাঁড়াও।"

ন্যান ওর সামনে এসে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। ওর কাঁধের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে দেখে বুঝল, ন্যান উত্তেজনায় বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে।

"এর পর আমাকে কি করতে হবে ?"

"তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি শুধু তোমার পিঠে হাত ঘষবো, ম্যাসেজ করে দেব।"

"তোমার কি মনে হয়, তাতে আমার কোন উপকার হবে !"

"আর কোন কথা নয়। চোখ বুঁজে শুধু আমার আঙুলের স্পর্শ অনুভব করে যাও।"

মেয়েটার পিঠের ওপর ব্রেসিয়ারের ফিতের ওপরে নিচে ব্র্যাণ্ডনের হাতের আঙুল ধীরে ধীরে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। পিঠে হাত দিয়ে ব্র্যাণ্ডন প্রথমে বেশ শক্ত শক্ত অনুভব করছিল, এখন ক্রমশই বেশ শিথিল ও নরম অনুভব করতে লাগল। দেখল, মেয়েটা কেমন আনন্দ প্রকাশ করছে। এক সময় মেয়েটা আনন্দের চোটে বলেই ফেলল, "ভারি সুন্দর, সত্যিই অসাধারণ।"

ও কোন উত্তর দিল না। ওর হাতের আঙুলগুলো শুধু মেয়েটার পিঠের ওপরে, নিচে, পাশে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কুড়ি মিনিট ধরে এভাবে চলার পর ও হাত থামাল।

ওর হাত থেমে যেতে দেখল, মেয়েটা তার হাত পিঠের ওপর নিয়ে এলো। ভাবল, মেয়েটা বুঝি ওর হাত ধরতে চাইছে। কিন্তু না। দেখল, মেয়েটা ওর ব্রেসিয়ারের হুক খুলে দিয়ে বুকের ওপর চেপে বসে থাকা ব্রেসিয়ারের বাধন শিথিল করে দিল। তারপর ব্র্যাগুনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাল।

ন্যান ওর ব্রেসিয়ারের বাধন খুলে ফেলল। মোচার মত স্তন ব্র্যাগুনের চোখের সামনে ভাসতে লাগল। স্তনের লাল বোঁটাগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে। ওগুলো বেশ শক্ত।

"তুমি যাতে আমাকে জানতে পারো, সে জন্যই আমি এটা করলাম। আমি সতীপনার ভান করা মেয়েছেলে নই। কারুকে সঙ্গ করে কখনো যৌন উত্তেজনা উপভোগ করিনি। আমার মনে হয়, আমি এবার সঠিক হাতে পড়েছি, ঠিক ভালো হয়ে যাবো।"

"ধন্যবাদ ন্যান।"

ন্যান নিজের স্তনের দিকে তাকাল। স্তন দুটো একটু নাড়াল। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বয়সী কোন মেয়ের পক্ষে নেহাত খারাপ নয়।"

"তোমার স্তন দুটি ভারি সুন্দর ন্যান!"

ন্যান ব্রেসিয়ার দিয়ে স্তন দুটো আবার ঢাকা দিতে লাগল। নিজের হাতে ব্রেসিয়ারের হুক লাগিয়ে জামাটা নেবার জন্য সোফার গায়ে হাত বাড়াল। "ভবিষ্যতেও এমন শান্তশিষ্ট হলে তোমার কাছে আমার সব প্রকাশ করতে বাধবে না!", ন্যান বলল।

এদিকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা গেইলি মিলারের সঙ্গে ফুটবাথ ব্যায়াম শেষ করে সবে অ্যাডম ডেমস্কির শোবার ঘরের শোফায় বসেছে। ডেমস্কির পরনে শার্ট ও প্যাণ্ট। তবে প্যাণ্টটা হাঁটুর নিচে পর্যন্ত গুটিয়ে নাবানো। এবং ওর পায়ের নিচে গরম জলের পাত্র।

গেইলির হাত তখনো জলে ডোবানো। ডেমস্কির পা ঘষা ও টেপার

কাজ সবে শেষ করে গেইলি ডেমস্কিকে জলের ওপর থেকে পা সরিয়ে বসতে বলল।

"কেমন লাগল অ্যাডম?" একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে ওর পা মুছিয়ে দিতে দিতে গেইলি জানতে চাইল।

"অত্যন্ত ভালো", ও বলল। ব্যায়ামের সময় ও যতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, এখন সে তুলনায় অনেক শান্ত।

"এ এক অত্যন্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হতে পারে।" গেইলি বলল, "তোমার শরীরের এক অবহেলিত, অথচ সচেতন অংশ সম্পর্কে এক ভালো অনুভূতি এনে দিতে পারে। নিজেকে জানতে এটা অনেক সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যবশত আমার অধিকাংশ রুগী এ নিয়ে মোটেই ভাবে না।"

"কেন?"

গেইলি ওর পা মুছিয়ে দেবার কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখল। বলল "কারণ তারা তাদের পা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাকে বলছি শোন, "প্রতিটি রুগীই তার পুরুষাঙ্গ সম্পর্কেই কেবল সচেতন।" ডেমস্কি আপন মনে বলল, "আমারও পা নয়, পুরুষাঙ্গতেই গলদ। তাছাড়া আমার পা দুটোও আকর্ষণীয় নয়। ওগুলো বরং দেখতে কুৎসিত। শুধু শুধু ওগুলোর পেছনে সময় নষ্ট করা কেন?" গেইলি ওর দিকে গলা তুলে বলল, "তুমিও কি ওদের মতো ভাবো অ্যাডম?"

"হ্যাঁ···আমিও অনেকটা সেই রকমই ভাবছিলাম, এভাবে সময় নষ্ট না করলে, কি আর এমন ক্ষতি হয়ে যায়!"

"এটা সময় নষ্ট করা নয় অ্যাডম। মানুষের পা অত্যন্ত বিস্ময়কররকম ভাবে কামোত্তেজক। তাছাড়া ওখানে হাত বোলালে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমি বলতে চাইছি, আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হবার আগে নিজেদের একটু জানার সুযোগ এনে দেয় এই ব্যায়াম।"

"ও এই ব্যাপার! এরপর আমাদের কি করণীয়? তুমি যা করলে এবার আমিও তোমার সঙ্গে তাই করব?"

"না, তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো।"

"কোথায়?"

গেইলি ওর হাত ধরল। "চলোই না, পাশের ঘরে। ও ঘরে একটা বিশেষ আয়না আছে। আমি ওটা তোমাকে দেখাবো। আমার পেছন পেছন এসো।"

"আমাদেব দেহ প্রদর্শন পর্ব কখন শুরু হবে ?"

"দেখ, নগ্নতা একটা খুব সাধারণ অভিজ্ঞতা। কোন না কোন সময় সবাই নগ্ন হয়। ছোটবেলায় তুমি ল্যাংটো হয়েই থাকতে। দেশের বহু ছেলে মেয়ে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটে। তুমি কখনো ল্যাংটো হয়েছ ?"

"হ্যাঁ।"

"ডাক্তার দেখাবার সময় ডাক্তারের নির্দেশে অনেকবার নিশ্চই প্যান্টের বোতাম খুলে নামিয়েছ ? তাও মহিলা নাসের উপস্থিতিতে ?"

"হ্যাঁ কবেছি, তবে সে অন্য কথা।"

ওর মন্তব্য কানে না নিয়ে গেইলি বলল, "আমার মনে হয়, পরেও বহুবার তুমি তোমার মেয়ে বন্ধুদের সামনে জামা প্যান্ট খুলেছ। আমার মনে হয়, তুমি সব জামা কাপড়ই খুলে ফেলেছ !"

"হ্যাঁ খুলেছি। তবে ওভাবে খুলতে আমাব ভালো লাগে না।"

ওরা দুজনে গেইলির থেরাপি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। গেইলি দরজা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। মাথার ওপরে ফ্লুওরোসেন্ট আলো আগে থাকতেই জ্বলছে। ও একটা ফার্নিচারের হাতল ধরে খুলে ফেলল। "যেখানে মন চায় বসে পড়ো", অ্যাডমকে বলল। গেইলির পরণে এখন অত্যন্ত সাদামাটা পোশাক। যৌন উত্তেজনা ঘটতে পারে এমন কোন পোশাকই ও পরে নি। ও অ্যাডমের সামনে এসে বলল, "এবার তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে বলি অ্যাডম, দেহ প্রদর্শন ব্যাপারটা কি ?"

গেইলি বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলে ডেমস্কি বলল, "আয়নার সামনে দাঁড়ান ?"

"হ্যাঁ, কোন পোশাক না পরে। একদম উলঙ্গ অবস্থায়। তোমার শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আমার ঐ সব অংশের তুলনা করে তোমার অনুভূতি জানতে হবে।"

"কিন্তু আমি ওভাবে কখনো চেষ্টা কবে দেখিনি।"

"তুমি জেনে যাবে," গেইলি ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল। "সাধারণত নারী ও পুরুষরা যেভাবে দেহ প্রদর্শন করে, এটা সে ধরনের হবে না।

মেয়েরা তাদের সম্পর্কে বেশি কথা বলতেই ভালোবাসে। সাজগোজ প্রসাধনী নিয়েই তাদের বেশি চিন্তা, অন্য লোকের চোখে তারা দেখতে কেমন, সেটাও তাদের এক চিন্তা। ছেলেরা সাধারণত সরাসরি তাদের পুরুষাঙ্গ নিয়েই কথা বলতে বেশি ভালোবাসে। ওরা সরাসরি ঐ প্রসঙ্গই চলে যায়। কারণ, ঐ পুরুষাঙ্গই ওদের আলোচনার একমাত্র বিষয়। শরীরের অন্য বিষয় নিয়ে পুরুষেরা আলোচনা খুব কম করে।" গেইলি অ্যাডমের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসল এবং মিষ্টি সুরে বলল, "উঠে দাঁড়াও অ্যাডম, এসো আমরা দুজনে এবার আমাদের পোশাক খুলে ফেলি।"

"একই সঙ্গে?"

"তাতে কি আছে? শুধু তো পোশাক খুলে ফেলব। আমরা জামা কাপড় খুলে ফেলছি বলে, অ্যাডম তুমি একথা ভেবো না, যে আমরা এখনই বিছানায় উঠে রমণে মত্ত হবো। এখন জামা-কাপড় খুলে ফেলার উদ্দেশ্য হলো, তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া আমাকে জানানো। এটা জানালে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরো সহজ হবে। বুঝতে পারলে?"

।"

গেইলি স্বচ্ছন্দে ওর শরীরের ওপরের অংশের পোশাক খুলে ফেলল। তারপর ব্রেসিয়ায়ের বাঁধন খুলে ওটা চেয়ারের ওপর খুলে ফেলে দিল। স্কার্টের চেন টেনে নামিয়ে দিল। ওটা কার্পেটের ওপরই পড়ে রইল। পায়ের জুতো খুলে আয়নার সামনে এসে দেখল, ও এখন সত্যিই সম্পূর্ণ নগ্ন, শুধু কোমরের নিচের প্যান্টিটা ছাড়া। শেষ পর্যন্ত ও, ওটাও খুলে ফেলল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ও দেখতে পেল ডেমস্কি শেষ পর্যন্ত পোশাক খুলছে। ও শার্ট খুলল, তারপর প্যান্ট খুলে ফেলল। আণ্ডার প্যান্টটা খুলতেই যা একটু সময় নিচ্ছিল।

ডেমস্কি হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করলেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেইলি ওর পুরুষাঙ্গটা দেখে ফেলল। দেখে গেইলি অনুমান করল, এতো আলোর মধ্যে ও কখনো হয়তো কোন মেয়ের সামনে উলঙ্গ হয়নি। যাক ওকে উলঙ্গ দেখলে নিশ্চই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ও বলল, "আচ্ছা ডেমস্কি এবার তাহলে আমাদের ব্যায়াম শুরু করা যাক।" বলে, ও আয়নার সামনে আড়াআড়ি হয়ে দাঁড়াল।

মাথার ওপর এক গোছা বব ছাঁট চুল আঙুলে করে তুলে ধরে, একের পর এক বাক্য সাজিয়ে নিজের চুলের প্রশংসা করে গেল। তারপর ওর কড়ে আঙ্গুলটা নাকের ওপর গিয়ে থেমে গেল। "এই আমার নাক, খারাপ নয়, তবে বিশেষ ভালোও নয়। আমার নাকটা আর একটু ছোট হলে বেশ ভালো হতো।"

ওর কড়ে আঙুল মুখের ওপর এলো। "প্রেমের উপন্যাসে এগুলোকে বলা হয় মহান ঠোঁট। আমার ঠোঁটগুলো সত্যিই সেরকম। পুরুষরা এমন ঠোঁট পছন্দ করে। এমন নরম ঠোঁটে চুমু খেয়ে তারা তৃপ্তি পায়। তাই আমার এই ঠোঁটের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই অ্যাডম।"

"আমি বিশ্বাস করি গেইলি।"

স্তনের নিচে হাত দুটো রাখল। "এ দুটো কেমন, তোমার কেমন লাগে ডেমস্কি?"

"ওদুটো ভারি সুন্দর গেইলি" ধরা গলায় ডেমস্কি বলল।

গেইলি আয়নায় ওর স্তনের দিকে তাকাল। "আমি জানি না, আমি সত্যিই জানি না ওদুটো কেমন। আমার কেবল মনে পড়ে, আমার সেই যৌবনের শুরুর দিনগুলোর কথা, তখন আমার সত্যি কথা বলতে কি স্তন বলতে কিছুই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, আমার বুঝি কোনদিন স্তন উঠবে না, আমি ছেলেদের মতো হয়ে থাকবো। ছেলেরা আমাকে দেখবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে ঠিক স্তন উঠল। আমি যে একটি মেয়ে, সে নিয়ে আর প্রশ্নের অবকাশ রইল না। তবে আমি নিশ্চিত করে জানি না, তরুণ যুবকরা আরো উন্নত স্তন প্রত্যাশা করে কি না, আমি দেখেছি, মেয়েদের ফ্যাশন ম্যাগাজিনের আমার থেকেও ছোট স্তনের মডেল গার্লদের দেখতে ভালোই লাগে। তবে পুরুষরা ঐরম সাইজের স্তনে আগ্রহী নয়। পুরুষদের পত্রিকায় দেখা ছত্রিশ আটত্রিশ-সাইজের স্তনই ওদের বেশি পছন্দ। আমার স্তনদুটো সে রকম নয়, আমি তাই সুখী নই।"

"তোমার স্তন দুটো সত্যিই সুন্দর, গেইলি, আমার পক্ষে একেবারে আদর্শ সাইজ," ডেমস্কি বলল।

ওর চওড়া, দৃঢ় পেটের ওপর হাত বোলাতে লাগল।

"শরীরের এই অংশ নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার ওজনও ঠিক আছে। আমার ডায়েট করারও দরকার হয় না।"

ধীরে ধীরে ওর হাত নিম্নাঙ্গের ঘন কালো কেশের ওপর নেমে এলো।

আমার নিম্নাঙ্গের কেশ সম্বন্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। এক একটি নারী আছে যাদের নিম্নাঙ্গের কেশ যেন একটি ইস্পাতের ছাঁট। আমার কিন্তু সেরকম নয়। পাখির পালকের মতো নরম। তুমি আমার ওপর শুলে উপলব্ধি করতে পারবে।"

গেইলি আয়নার দিকে তাকিয়ে অনুভব করল, তার ভাষণে ডেমস্কি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে ওর কথা সরছে না।

তারপর গেইলি একে একে ওর নিতম্ব, উরু, কনুই, হাত, গোড়ালি ছুঁয়ে যেতে লাগল, অ্যাডমকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু মন্তব্য করতে চাও?"

"হ্যাঁ···আমি···" ওর গলার স্বর আবদ্ধ হয়ে এলো।

"আচ্ছা যাক, এবার তোমার পালা, আমার মতো করে তুমিও তোমার শরীর প্রদর্শন করো।"

গেইলির প্রস্তাবে ডেমস্কি ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে চেয়ার ছেড়ে আয়নার সামনে উঠে এসে দাঁড়াতে হলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গেইলির মতো এক এক করে তার প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করার ধৈর্য ডেমস্কির নেই। গেইলি সেটা লক্ষ্য করল। ও সরাসরি ওর সমস্যা স্থলের বর্ণনায় চলে গেল। অভিজ্ঞতা থেকে গেইলি জেনেছে, অধিকাংশ পুরুষই এই রকম।

অতৃপ্তির চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও নিজের পুরুষাঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, "এই আমার যৌন অঙ্গ, কোন কাজের নয়। এটা বড্ড ছোট।"

গেইলি উঠে দাঁড়াল। "আমার কিন্তু বেশি ছোট বলে মনে হয় না। বেশি ছোট বলে কিছু নেই। আমাকে বলো অ্যাডম, ওটা নিয়ে তুমি অতো ভাবো কেন?"

"ঐ যে আমি বললাম না, ওটা বড্ড ছোট। অধিকাংশ সময় এটা শরীরের মধ্যে হারিয়ে থাকে। মেয়েদের দেখাতে আমার ভয় করে। মেয়েরা দেখলে হয় হাসবে, নয় মন্তব্য করবে। তুমি তো জানো, ওটা আয়তনে সাধারণত আমারটার থেকে দ্বিগুণ হয়।"

"আমি জানি। তবে সেগুলো বিশেষ ক্ষেত্র। দুটি নারী তোমার সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে, কিন্তু একশো নারী তোমার ঐ অঙ্গ দেখলে, তাদের মধ্যে কম করে আঠানব্বই জন অন্তত তাদের মনে তোমার

বিরুদ্ধে কোন ধারণা পোষণ করবে না। তোমার সঙ্গে প্রেম করতে এগিয়ে আসবে।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

অ্যাডমের ভ্রান্ত ধারণা ধুয়ে মুছে ফেলার তীব্র ইচ্ছেতে ও বলল, "অ্যাডম তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি যুবতী। নানা ধরনের পুরুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে পোশাক খুলে ফেলে দুজনকে ভালোবাসতে এগিয়ে এলে তোমার পুরুষাঙ্গ এক ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি লম্বা সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো না। তাছাড়া উত্তেজনার সময় ওটা দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে ওঠে। হস্তমৈথুন করার সময় তুমি নিশ্চই সেটা লক্ষ করেছ। ওটার সাইজ কোন ব্যাপারই নয়।"

"কি বল তুমি ?"

"হ্যাঁ ঠিকই বলছি। এতোদিন তুমি ভুল পথে চালিত হয়েছিলে। তুমি যখন ছোট ছিলে, গ্রামার স্কুলে, জুনিয়র হাই, হাইস্কুলে এমনকি কলেজে পড়ার সময় অন্য বন্ধুদের সামনে নগ্ন হয়ে তাদের সঙ্গে তুমি তোমার শরীরের তুলনা করতে। দেখতে তাদের লোমশ বিশাল বিশাল পুরুষাঙ্গের তুলনায় তোমার পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত ছোট। তারপর তুমি যখন কোন পর্নো ছবি দেখেছ বা ছেলেদের যৌন পত্রিকা পড়েছ, তখনও যেসব পুরুষের ছবি দেখেছ, তাদেরও ঐ দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ, উলঙ্গ মেয়েদের স্তন যেমন ছবিতে দেখান বিশাল বিশাল হয়। অধিকাংশ মানুষ বোকা বলেই ভাবে, পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হলেই বুঝি তাতে কাম তৃপ্তি বেশি পাওয়া।"

"তুমি কি বলতে চাইছ, ছোট পুরুষাঙ্গের থেকে বড় পুরুষাঙ্গে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় না ?"

"দেখ অ্যাডম, নারীর যোনি যেকোন সাইজের পুরুষাঙ্গকে স্থান দেবার মতো করে তৈরি করা। তুমি তোমার হাতের একটা ছোট আঙ্গুল আমার যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারো। তাহলে হবে কি, যোনি পথ দু পাশ থেকে ঐ আঙ্গুল চেপে ধরবে। এমকি যোনির ভেতর থেকে রস নিসৃত হয়ে যোনি মধ্যে আঙুল সচল রেখে আমাকে তৃপ্তি দেবে। একই ভাবে যোনির মধ্যে চার-পাঁচটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যোনি সব ধরনের সাইজ গ্রহণ করতে পারে। যোনি দিয়ে নয় পাউণ্ডের একটা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার ব্যবস্থা প্রাকৃতিকভাবে করা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা

থেকে আমি তোমাকে বলছি, পুরুষাঙ্গের সাইজ যাই হোক না কেন, যোনি সবেতেই তৃপ্তি অনুভব করে।"

ডেমস্কি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রইল। "তার মানে তুমি বলছ, উত্তেজিত অবস্থায় আমার পুরুষাঙ্গ যেকোন নারীকে আনন্দ দিতে পারে?"

ও হাসল, "আমরা তা প্রমাণ করব।"

গেইলি লক্ষ করল, ডেমস্কি প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা করছে না। ও ঐ পুরুষাঙ্গ নিয়ে আলোচনাই চালিয়ে যেতে চাইছে, দশ মিনিট হয়ে গেল ওরা পুরুষাঙ্গ, তার অক্ষমতা ও যৌন আনন্দের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করল।

এ সম্পর্কে মেয়েদের পত্রিকায় পড়া কাহিনীর প্রসঙ্গ আবার টেনে আনল গেইলি। "ঐসব পত্রিকায় যৌন গল্পগুলো পড়তে বেশ রোমাঞ্চ লাগে ঠিকই, তবে ঐগুলো যে যৌন শিক্ষা দেয়, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। ঐসব গল্পের নায়কদের পুরুষাঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে কেবল অত্যন্ত লম্বাই নয়, নারীর দেহের অভ্যন্তরে তারা ঐ পুরুষাঙ্গ নাকি সারা রাত ঢুকিয়ে রাখে। কোন অজ্ঞ যুবক এই কাহিনী পড়ে সেটাকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেয়, তারপর নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করে দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দুশ্চিন্তার শিকার হয়। আমার মনে হয় তুমিও এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছে।"

"তুমি যা বলছ, তা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।"

এই আলোচনার পর কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে ডেমস্কি পুরোদেহ আয়নার সামনে এসে ওর পা, পাছা, উরু নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আলোচনা শেষ হয়ে গেলে ও আবার পুরুষাঙ্গের আলোচনায় ফিরে গেল।

গেইলি সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। ডেমস্কির দিকে এগিয়ে গেল। ডেমস্কি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ওকে ধরার চেষ্টা করলে দূরত্ব বজায় রাখল।

"তুমি কি এখন পোশাক পরে ফেলতে চাও?" গেইলি মধুর স্বরে জানতে চাইল।

"না তেমন আগ্রহ নেই" বলে ও হাসল। অকৃত্রিম হাসি, এই প্রথম ও প্রাণ খুলে হাসল। গেইলি সেটা লক্ষ করল।

ডেমস্কি চলে গেলে গেইলি পোশাক পরে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে হোণ্ডায় চেপে ক্লিনিকে ফিরে এলো। ক্লিনিকের একতলার ও দোতলার আলো তখনো জ্বলছে দেখে এবং দরজা খোলা দেখে, বিস্মিত হলো। রিসেপশন চেয়ারে তখনো কেউ বসে না থাকলেও গেইলি অনুমান করল,

ক্লিনিকে ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং সুসি দুজনেই আছে। অবশ্য তাঁদের চেয়ে বিকেলের প্রোগ্রাম নিয়েই ও এখন বেশি চিন্তিত। ও সোজা রেকর্ড রুমে ঢুকে পড়ল। গা থেকে জ্যাকেট খুলে মেশিনের সামনে বসে অ্যাডাম ডেমস্কির সঙ্গে ওর দ্বিতীয় সেসন টেপ করতে লাগল।

টানা কুড়ি মিনিট ধরে ও রেকর্ড করে গেল। সবে রেকর্ডিং শেষ হয়েছে এমন সময় পেছন থেকে সাউণ্ড প্রুফ ঘরের দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

ওর সাক্ষাৎ প্রার্থী সুসি এডওয়ার্ড। "তুমি এখন ব্যস্ত থাকলে···" ওর কণ্ঠে ক্ষমার সুর।

"না হয়ে গেছে," গেইলি বলল।

"ও! তাহলে শোন, তোমার হাত খালি থাকলে একবার ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে দেখা করো, তোমার সঙ্গে তাঁর কিছু জরুরি কথা আছে।"

"এক মিনিট সুসি, আমি এখনই যাচ্ছি। টেপটা একবার চেক করে লেবেল মেরে দিয়েই যাচ্ছি। তুমি এটা সকালে টাইপ করে নিতে পারো।"

সুসির হাতে টেপ ক্যাসেটটা তুলে দিয়ে গেইলি ওপরে ডক্টর ফ্রিবার্গের চেম্বারের চলে গেল।

ফ্রিবার্গ তাঁর চেম্বারে তখন গেইলির জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। গেইলি তাঁর চেম্বারের মধ্যে পা রাখতে ওকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

"যে জন্য তোমার অপেক্ষায় বসে রয়েছি তা হলো," ফ্রিবার্গ বলতে শুরু করলেন, "এখনই তোমাকে হয়তো আর একটা রুগীর দায়িত্ব নিতে হতে পারে। আমি জানি মিস্টার ডেমস্কিকে নিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত। কিন্তু ভেবে দেখ, পাশাপাশি আর একটা রুগীর দায়িত্ব তোমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব কি না। দায়িত্বটা আমি আমাদের নতুন কোন প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে পারতাম, কিন্তু কেসটা হলো মিলনপূর্ব রেতঃস্খলন। আরিজোনায় থাকাকালে তুমি এই ধরনের কয়েকটি কেসে অত্যন্ত সাফল্য দেখিয়েছ, যদি এটা তোমার ওপর খুব বিরাট দায়িত্ব না হয়, তাহলে···"

গেইলি মনস্থির করে ফেলেন। এই ধরনের কেসের দায়িত্ব নিয়ে আগে সফল হওয়ার জন্য ও গর্ব অনুভব করতে লাগল। এই কেসের দায়িত্ব পেয়ে ও যে বাড়তি অর্থ পাবে তাই দিয়ে ইউ সি এলএ-এর সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে পরবর্তী লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে।

"না, এটা খুব বেশি কাজের চাপ হবে না।" ও চটপট উত্তর দিল, কবে থেকে শুরু করতে বলেন?"

"সম্ভব হলে আগামীকাল থেকে। অল্প সময়ে মধ্যে কাজটা সারতে হবে। রুগীর সময় বেশি নেই।"

"আগামীকাল বিকেলে আমি ফাঁকা আছি।"

"ভালো। কাল সকালে আমাদের প্রাথমিক সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।"

"আমি এখানে থাকবো, এখন আর কিছু বলবেন?"

ফ্রিবার্গ একগোছা কাগজ নিয়ে ডেস্কের ওপর থেকে গেইলির হাতে তুলে দিলেন। "এই হলো কেস হিস্ট্রি, তুমি এটা আজ রাতে পড়ে নিতে পারো।" ও কাগজগুলো ভাঁজ করে ব্যাগের ভেতর রাখতে থাকলে, ফ্রিবার্গ আবার বললেন, "ও এক তরুণ লেখক, এক ম্যাগাজিনের ফ্রিলান্স লেখক, নাম চেট হান্টার।"

"আমি এ নামে কারুকে চিনি না।"

"প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ও এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। ওর ওই শারীরিক অসুবিধা ওর কাজে একটা বিরাট বাধা।"

"আমার মনে হয় আমি ওকে সাহায্য করতে পারবো। ও কি ভালো লেখক?"

ফ্রিবার্গ যেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইলেন, কে জানে! বললেন, "তাহলে ঐ কথা রইল, আগামীকাল সকাল নটায় চেট হান্টার ও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

ফ্রিবার্গের ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে গেইলি মিলারের কফি খাবার ইচ্ছে হলো। রেস্তোরাঁর ভেতরটা প্রায় ফাঁকাই ছিল। কাউন্টারের কাছে একটা সিটে বসতে গিয়ে দেখল, ভেতরের একটা বুথ থেকে কে ওকে হাত নাড়িয়ে ইশারায় ডাকছে। ও সেদিকে ভালো করে তাকাতে বুঝতে পারল লোকটা পল ব্র্যাগুন। লোকটাকে প্রথম দেখার সময় যেমন আকর্ষণীয় লেগেছিল এখনও ঠিক সেই রকম আকর্ষণীয়, সপ্রতিভ লাগল, ও ব্র্যাগুনের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

কফির অর্ডার দিয়ে ব্র্যাগুনের পাশের সিটে বসল।

"কেমন আছো গেইলি" ও বলল।

"খুব ভালো নয়, ব্যস্ত। ও, শুনলাম তুমিও নাকি খুব ব্যস্ত এখন।

ফ্রিবার্গ তোমাকে একটা রুগী দিয়েছেন, কথাটা কি সত্যি ?”

“হ্যাঁ, এক স্থানীয় মেয়ে, খুব আকর্ষণীয় ।”

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল, গেইলি কফির কাপে চিনি ঢেলে গুলোতে লাগল।

চোখ না তুলে গেইলি বলল, “আকর্ষণীয় ? তাহলে তো তুমি খুব ভাগ্যবান।” বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, “সে কি সুন্দরী ?”

“না, মিস আমেরিকা হবার মতো নয়। তবে সাধারণ ভাবে নজর কাড়ার মতো রূপ। মেয়েটা একটু লাজুক, তাতে ওর রূপ বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।”

“আচ্ছা ! ওর লজ্জা কাটাতে তুমি ওকে সাহায্য করেছ ?”

“খুব বেশি নয়, সামান্য। নিজের কেস নিয়ে বেশি আলোচনা করতে ও আগ্রহী নয়। “তোমার খবর কি গেইলি ? তোমার কাজ কেমন চলছে। তুমি তো একটা কেস পেয়েছ শুনলাম।”

“একটা নয়, আসলে দুটো”, গেইলি কফির কাপে চুমুক দিল।

“দুটো ? তাতে কাজের চাপ বেশি হয়ে গেল না ?”

“না, আদৌ নয়। ও আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। প্রথমটা তো জানোই ধ্বজভঙ্গ এবং দ্বিতীয়টা মিলন পূর্ব রেতঃস্খলনের রোগ।”

“দুটো ভিন্ন রুগীকে একসঙ্গে নিয়ে ?”

ও আবার হাসল। “একসঙ্গে নয়। আগে পরে নিয়ে কাজ করতে হয়। এতে কাজের চাপ বেশি হচ্ছে, তবে আমি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি।”

ব্র্যাগুন মাথা ঝাঁকাল। বলল, “অসম্ভব, আমি ভাবতেই পারছি না।”

ও বলল, “তুমি পুরুষ, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব হতে পারে। এক নারীকে তৃপ্ত করেই সে কাহিল। একটা মেয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, আমার মতো মেয়ের ক্ষেত্রে এটা কোন সমস্যা নয়।”

ব্র্যাগুন ক্রমশ সংযোগ শূন্য হয়ে পড়ছে দেখে গেইলির কেমন সন্দেহ হলো। দু দুটো কেস পাওয়ায় ছেলেটা ওর ওপর ঈর্ষা করছে না তো। ও তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে স্কলারশিপের জন্য ওর ইউসিএল এ-তে দরখাস্ত করার কথা বলল। তারপর জানতে চাইল, সায়েন্স টিচার হিসেবে ওর কাজ কেমন চলছে।

“মোটামুটি ভালোই চলছে,” ব্র্যাগুন বলল।

"তবে তোমার আর্থিক জীবনে ভরাডুবি ঘটতে পারে, এখন যদি স্কুল-গুলোতে যৌন শিক্ষার ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়?"

"কেন, বন্ধ করে দেওয়া হবে কেন?"

"হিলস্লেডে সম্প্রতি এক সংস্কারবাদী, স্কুলগুলিতে যৌন শিক্ষার বিরুদ্ধে টিভি-তে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছেন। তার দাবি গ্রাহ্য হলে তোমার চাকরি যাবে। ওর যুক্তি হলো, যৌন শিক্ষা বাড়িতে মা বাবাকে দিতে হবে।"

"আমি ওঁর কয়েকটা প্রোগ্রাম শুনেছি। ওতে চাকরি খোয়াবার কোন ভয় নেই।"

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে হাতের কাগজগুলো ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে গেইলি উঠে দাঁড়াল। বলল, "তুমিও কি এখন উঠবে?"

"তুমি গাড়ি নিয়ে এসেছ?"

"কেন লিফট দরকার?"

"তোমার যদি অসুবিধে না হয়," ব্র্যাগুন বলল। "কালই আমি আমার গাড়ি পেয়ে যাবো।"

"আজ রাতে তুমি আমার অতিথি হও।"

ক্যাশে পয়সা দিয়ে ওরা রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে এলো। গেইলির হণ্ডায় ওরা দুজনে পাশাপাশি বসল।

পার্কিং এলাকা থেকে গাড়ি বার করে নিলে গেইলি বলল, "ডান দিকে চলো।"

একটা পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখিয়ে বলল, "এখানেই আমার নতুন অ্যাপার্টমেন্ট।"

অ্যাপার্টমেন্টের প্রধান ফটকের সামনে গেইলি গাড়ি দাঁড় করাল।

ব্র্যাগুন বলল, "ওপরে চলো আমার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে আসবে।"

গেইলি স্টিয়ারিং-এর সামনে মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে বসে রইল। বলল, "তোমার ঘরে আমাকে যেতে বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কি জন্য?" গেইলি জিজ্ঞেস করল।

"কি জন্য তা আমি জানি না," ও বলল, "আমরা···"

"আমি জানি পল," গেইলি বলল, "তুমি আমাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলতে চাও।"

"দেখ গেইলি, আমি ঠিক ঐরকম ভেবে কথাটা বলিনি। তবে তুমি যা বললে, সেটা মন্দ হতো না।"

"পল, আমি বাস্তব কথাই বলেছি," গেইলি বলল, "তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গেলে আমার নিজেরও তোমার সঙ্গে বিছানায় শুতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু আমি এখন সেটা চাই না। দু'টো কারণে। প্রথমত, আমি চাই না, আমাকে কেউ অতি সহজলভ্য ভাবুক। দ্বিতীয়ত, আমি নিজে একই সপ্তাহে তিন তিনটে পুরুষকে সঙ্গী করে বাহাদুরি দেখাতে চাই না। আমি এখন চললাম। পরে আবার দেখা হবে, তোমার যোগাযোগ করার দরকার নেই, আমিই যোগাযোগ করব।" কথা বলতে বলতে ও ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। ওর গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। "আবার দেখা হবে।"

ডেমস্কি হাত তুলে বিদায় জানাল। গেইলির গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে কম্পন অনুভব করতে লাগল।

নতুন রুগী চেট হাণ্টার এবং তার জন্য নির্ধারিত যৌন প্রতিনিধি গেইলি মিলারের সঙ্গে মিটিং করার সময়, ডক্টর ফ্রিবার্গ এক অপ্রত্যাশিত টেলিফোন পেলেন। সকাল ঠিক নটা কুড়ি মিনিটে তাঁর ফোনের রিসিভার ঝন ঝন করে বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে অপর প্রান্ত থেকে তাঁর সেক্রেটারি সুসি এডওয়ার্ড-এর গলার স্বর শুনতে পেলেন, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত ডক্টর। হিলস্লেডের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান।"

কাজে ব্যাঘাত ঘটার জন্য বিরক্ত ডক্টর ফ্রিবার্গ বললেন, "কিন্তু ডক্টর লুইস-এর সঙ্গে আমার কোন আগাম অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে বলে তো মনে পড়ছে না। ওনার পক্ষে একটু অপেক্ষা করা কি সম্ভব নয়?"

"আমার মনে হয় সম্ভব নয় ডক্টর। উনি বলছেন, আপনার সঙ্গে তাঁর খুব জরুরি কথা আছে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, ওঁকে তাহলে লাইন দাও," ফোন থেকে মুখ সরিয়ে গেইলি ও চেটের কাছে ক্ষমা চাইলেন, দেরি হওয়ার জন্য। ওরা দুজনেই সম্মতি জানাল।

রিসিভারের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে আবার বললেন, "হ্যালো ডক্টর ফ্রিবার্গ বলছি।"

"ও ফ্রিবার্গ! আপনাকে ফোনে পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হলাম।" অপর

প্রান্ত থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো। "আপনার ব্যস্ত কাজের সময় নষ্ট করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি হয়েট লুইস। শহরের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। আগে আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, তবে আমি আপনার কথা আগে শুনেছি।"

"আমিও আপনার কথা শুনেছি লুইস, কিন্তু আমি এখন আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন ?"

"একটা স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে নিজে দেখা করতে চাই। এর বেশি বলা সম্ভব নয়। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে। যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো।"

"কতো তাড়াতাড়ি ?"

"সম্ভব হলে আজই। সকালের পরেই, লাঞ্চের আগে, আপনার কখন সুবিধে ?"

ফ্রিবার্গ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টের তালিকা দেখে নিলেন। "আমি এখনই দেখে বলছি," উনি বললেন, "আজ সকালে আমার একটা অত্যন্ত জরুরি মিটিং আছে। বিকেলেও আমার প্রচুর কাজের চাপ রয়েছে। তবে সকালে বেলা এগারোটার পর থেকে আমি ফ্রি হয়ে যাচ্ছি। ঐ সময় তাহলে।'

"ঠিক এগারোটায় তাহলে।"

"আপনার অফিস কোথায় মিস্টার লুইস ?"

"আমি সিটি হলে বসি," ডিস্ট্রিক্ট আটর্নি বললেন, "তবে তাতে কোন অসুবিধে হবে না। যাবার পথে আমি ঠিক দেখা করে নেব।"

"আমার ক্লিনিকটা কোথায়, তা কি আপনি জানেন ?"

"হ্যাঁ আমি জানি", ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললেন।

"তাহলে ঐ কথা হয়ে রইল," বলে তিনি রিসিভার নামিয়ে হাণ্টার ও গেইলির দিকে তাকালেন। বললেন, "আমরা প্রাথমিক আলোচনায় প্রতিনিধি থেরাপি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের এই আলোচনা থেকে নিশ্চই ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছ। চিত্রটা তোমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে আশা করি!"

তিনি হাণ্টারের গলার স্বর শুনতে পেলেন, "আমার তাই মনে হয়, ডাক্তার।"

তিনি আবার বললেন, "আপনার প্রকৃত প্রতিনিধি গেইলি মিলারের সঙ্গে

আপনার পরিচয় করানো আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই থেরাপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও আপনাকে জানান আমার উদ্দেশ্য। আমরা চাই এই থেরাপির মধ্যে এসে আপনারা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুন। ও! একটা কথা আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি, নারী সান্নিধ্যের প্রথম থেকেই আপনি এই অতৃপ্তির শিকার কি?"

"হ্যাঁ, তাই," হান্টার বলল।

"তার মানে দীর্ঘকাল ধরে আপনি এই সমস্যায় আক্রান্ত। হঠাৎ করে গতকাল শুরু হলো, আর আপনি চিকিৎসার জন্য ছুটে এলেন, এরকম কোন ব্যাপার নয়। বছরের পর বছর ধরে আপনি এই নিয়ে উদ্বিগ্ন আছেন?"

"তা প্রায় তিন বছর ধরে এরকম চলছে," গেইলিকে শুনিয়েই কথাটা বলল।

গেইলি মোটেই বিস্ময় প্রকাশ করল না, ওর অসুবিধে উপলব্ধি করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

"এবং যতোবারই আপনি কোন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গেছেন, আপনি তৃপ্তি না পেয়ে ফিরে এসেছেন, আপনার উদ্বেগ বেড়ে বেড়ে আপনাকে ক্রমশ ধ্বংস করে দিয়েছে" ফ্রিবার্গ সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, "মিস্টার হান্টার, আপনি কি মনে করেন, আপনার এই ব্যর্থতা আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করে?"

হান্টার তাঁর এই শেষ প্রশ্নে চমকে উঠল, "আমার কাজ? আপনি কি বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আপনি একজন লেখক। ক্যালিফোর্নিয়ায় আসার আগে নিউইয়র্কে আপনি একজন লেখক ছিলেন। তখনকার মতো এখনো আপনার যৌন সমস্যা আছে। আপনি কি মনে করেন, আপনার এই সমস্যা আপনার মৌলিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।"

"হ্যাঁ, আমার মনের ওপর এই ঘটনার যথেষ্ট প্রভাব আছে।" হান্টার স্বীকার করল, "আমার ব্যর্থতা আমাকে মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তোলে।"

"এই তথাকথিত ব্যর্থতা তোমাকে কি মাঝে মাঝে আবেগ বিমুখ করে তোলে? মানে তোমার কোন বান্ধবীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তারিখ ঠিক করে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে কি ভয় পাও?"

"দেখুন, আপনার এই এতোগুলো প্রশ্নর একসঙ্গে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"আমি দুঃখিত, আপনি ভেঙে ভেঙে উত্তর দিন না?"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হবার নির্ধারিত তারিখগুলোয়, আমি তাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে ভয় পাই। ইদানিং আমি বান্ধবীদের সঙ্গে মেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। আমি জানি, আমি এটা ভালো করছি না। আমার ক্ষতি হচ্ছে। তাই আমি ঠিক করলাম, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।"

"আপনি উচিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন," ফ্রিবার্গ ওর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন।

ওর প্রতি আরো অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে গেইলি বলল, "আমাদের সমাজে তোমার সমস্যা লজ্জার কিছু নয়। তোমার যা ঘটেছে, তা সমাজের বহু বহু মানুষের ঘটে থাকে। প্রতিদিনই ঘটে। কিন্তু তারা, তাদের সমস্যা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে না, কথা বলে না, কারণ তারা ভাবে ঐরকম সমস্যা বুঝি কেবল তাদেরই আছে। ডক্টর ফ্রিবার্গ তোমাকে সারিয়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমার দিক থেকে আমিও তোমাকে সারিয়ে তোলার পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।

হাণ্টার নতুন উৎসাহ নিয়ে গেইলির কথা শুনছিল।

হাণ্টারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফ্রিবার্গ আবার বললেন, "আমাদের ভবিষ্যতের কাজের ছকটা এবার তৈরি করে ফেলা হোক।"

তিন ঘণ্টা সেসনের আরো এক ঘণ্টা হাণ্টারের যৌন ইতিহাস, অতীত ইত্যাদি নোট করে নিলেন। ঠিক হলো, ঐদিন বিকেলে গেইলির অ্যাপার্টমেণ্টে ওর চিকিৎসা শুরু হবে।

প্রতিনিধি ও রুগীকে ছেড়ে দিয়ে, ফ্রিবার্গ চেম্বারে একা রয়ে গেলেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসের চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকল। মনে পড়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিস্টার লুইসের একটু পরেই তাঁর কাছে আসার কথা। কিন্তু তিনি কেন আসতে চাইছেন—ফ্রিবার্গের মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে লাগল। তিনি কি ওকে কোন কমিটি টমিটির সদস্য করতে চাইছেন? নাকি এমনিই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর এই আগমন। তবে এভাবে তাঁর এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার পেছনে, কোন গভীর উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

•

বেলা ঠিক এগারোটার সময় ডক্টর ফ্রিবার্গ মুখ হাত ধুয়ে তাঁর টেবিলে এসে বসলেন। তিনি টেবিলে ফিরে আসার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে অর্থাৎ

এগারোটা পাঁচে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটার্নি হয়েট লুইস এলেন। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অবশ্য একা এলেন না, সঙ্গে এক খর্বকায় মানুষকে নিয়ে এলেন।

"ডক্টর ফ্রিবার্গ," লুইস বললেন, "একজন পুরনো বন্ধুকে সঙ্গে আনার জন্য আশাকরি অসন্তুষ্ট হবেন না। ইনি আমাদের পুরনো বন্ধু, ডক্টর এলিয়ট ওগেলথ্‌প, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্স এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান। উনি এখন এই শহরে থাকায়..."

"আরে না না," ওগেলথ্‌পের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ফ্রিবার্গ বললেন। মুখে এই কথা বললেও ফ্রিবার্গ কিন্তু তাঁর আগমনে মোটেই খুশি হননি। লোকটার খ্যাতির জন্যও তিনি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট। "মেডিক্যাল জার্নালে আপনার লেখা আর্টিকল আমি পড়েছি। সঙ্গী প্রতিনিধি শীর্ষক আপনার সাম্প্রতিক আর্টিকলটা 'পুরনো পেশা নতুন রূপে' আমি পড়েছি। তাই আমি বলতে পারি আপনার কাজকর্মের সঙ্গে আমি ভালোভাবেই পরিচিত।"

"আমিও আপনার কাজকর্মের খবর রাখি," বললেন ওগেলথ্‌প, মুখে কোন অবন্ধুত্বের ছাপ ফুটে উঠল না।

ফ্রিবার্গ ওঁদের দুজনকে তাঁর সামনের দুটি চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

"সাধারণভাবে সরকারি কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার দরকার হলে আমি তার সঙ্গে সিটি হলে আমার অফিসে দেখা করি," লুইস বললেন, "তবে আজকে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করার আগে আপনার ক্লিনিকটা একবার দেখে আসব। আপনার ক্লিনিকটা বেশ সুন্দর।"

সরকারি কাজ, কথাটা ফ্রিবার্গের মাথায় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল। উনি বুঝে পেলেন না, লুইস ঠিক কি উদ্দেশ্যে তাঁর এখানে এসেছেন। শুধুই কি তাঁর ক্লিনিক দেখার জন্য। না কি অন্য কোন উদ্দেশ্যও আছে এর পেছনে। "আমার এই ক্ষুদ্র ক্লিনিকে আপনাদের পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত", ফ্রিবার্গ বললেন। বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন, এরপর তিনি কি বলেন শোনার জন্য।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। বললেন, "বুঝতে পারছি আপনি বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছেন, আমি কেন আপনার এখানে এসেছি? কেনই বা আপনার সঙ্গে এতো তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলাম?"

ফ্রিবার্গ মুখে হাসি টানার চেষ্টা করলেন।

"দেখুন ডক্টর ফ্রিবার্গ, হিলস্লেডে আপনি এসে কাজকর্ম শুরু করা থেকে, শহরের কিছু বিশিষ্ট মানুষ আপনার কাজকর্মের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"

"আমার কাজকর্ম?" ফ্রিবার্গ কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

"হ্যাঁ, সেক্স থেরাপিস্ট হিসেবে আপনার কাজকর্ম—একটি নিখুঁত সম্মানজনক পেশা…এবং আপনার যৌন প্রতিনিধি ব্যবহার…আপনি এবং আপনার ভাড়া করা যৌন প্রতিনিধিরা কিভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন, শহরের বিশিষ্ট মানুষরা আমাকে তা জানিয়েছেন। আপনার কাজকর্ম নিয়ে আমি প্রাথমিক কিছু গবেষণা চালিয়েছি।"

"আমার সম্পর্কে আপনি কি জেনেছেন মিস্টার লুইস?" ফ্রিবার্গ বিনীত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

"যা জেনেছি তা থেকে বলতে পারি, আপনি হয়তো না জেনেই অবৈধ, হয়তো বা অপরাধ কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। সেক্স থেরাপিস্ট হিসেবে আপনার কাজকর্ম বেআইনি এবং আপনার যৌন প্রতিনিধিরা বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।"

তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়ে ফ্রিবার্গ বললেন, "আমরা আধুনিক মানুষ, ক্যালিফোর্নিয়ার মতো একটি আধুনিক স্টেটের বাসিন্দা। এখানে বসে আমাদের এসব কথা বলা মনে হয় ঠিক নয়।"

"ও! হো! ফ্রিবার্গ, ক্যালিফোর্নিয়া শহরে আপনি একজন নবাগত এই শহরের সমস্ত আইনকানুন আপনার জানা নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তত দুটি আইনে আপনার কাজকর্ম অবৈধ।" তাঁর হাতে ধরে রাখা কয়েকটি কাগজ দেখে নিলেন। "এই দেখুন এখানে বলছে, কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে, তা বেআইনি কাজ হবে। তাই আপনার যৌন প্রতিনিধি মারফত কাজ করানো অবৈধ কাজ। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন অনুযায়ী এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্য পঞ্চাশটি রাজ্যের আইন অনুযায়ী এই কাজ অবৈধ।"

ফ্রিবার্গ কিছু বলতে গেলে, হয়েট লুইস হাত তুলে তাঁকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে, হাতের কাগজে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "অর্থ অথবা অন্য কিছু প্রাপ্তির লোভে বেশ্যাবৃত্তির কাজে লিপ্ত হওয়াও এই স্টেটের আইন অনুসারে বেআইনি।"

ফ্রিবার্গ অনুভব করলেন, তাঁর কানের পাশ দুটো হঠাৎ গরম হয়ে উঠল, তবু তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। বললেন, "মিস্টার লুইস, আপনি কিন্তু এখনো বেশ্যাবৃত্তিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারলেন না।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আবার তার হাতের কাগজগুলোর দিকে তাকালেন। তিনি নিচু স্বরে বললেন, "বেশ্যাবৃত্তি হলো, পেশাদারি যৌন সম্পর্ক, বিশেষ করে টাকার জন্য মানুষ এই সম্পর্কে জড়িত হয়।" কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "একজন বেশ্যা সাধারণভাবে অর্থের জন্য নির্বিচারে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। আপনার ক্লিনিক সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পেয়েছি, তাতে জেনেছি, বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের জন্য আপনার এখানে মহিলা এনে কাজে লাগানো হয়, তার জন্য তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এখন…"

"এক মিনিট মিস্টার লুইস", ফ্রিবার্গ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না, "আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি ?"

"সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি", মিস্টার লুইস বললেন, প্রথমত আপনার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা, তারপর আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া।"

"প্রথমে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করি ?"

"নিশ্চই।"

"শুনুন," ফ্রিবার্গ বললেন, "আপনার তথ্য সূত্র ঠিক নয় কয়েকটা ব্যাপার আমি আপনার কাছে খুলে বলি।"

"হ্যাঁ বলে যান।"

"একটা কথা আপনাকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, বেশ্যাবৃত্তি ও যৌন প্রতিনিধি এই দুই'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।"

"আমার বোধবুদ্ধি মতো দুটোই এক জিনিস" লুইস বললেন।

"দয়া করে আমাকে বলতে দিন", ফ্রিবার্গ বললেন, "যৌন প্রতিনিধি ও বেশ্যার মধ্যে কোথায় যে পার্থক্য তা আপনার জানা নেই। বা আপনার এ সম্পর্কে জ্ঞান ভুল।"

"ভালো কথা মিস্টার ফ্রিবার্গ, আপনার কথা আমি মন দিয়ে শুনছি।"

"শুনুন তাহলে," ফ্রিবার্গ, বললেন, "আমাদের এই দেশের বা অন্যদেশের অধিকাংশ সাধারণ চিকিৎসকই যৌন সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। তাই, কোন তরুণ বা বৃদ্ধ মানুষ তার যৌন সমস্যা নিয়ে তাঁর পারিবারিক ডাক্তারের কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে, সে

মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যায়। যৌন বিষয়ে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থেরাপিস্ট, এই বিশেষজ্ঞরা যে পরামর্শ দেন, তা বিশেষ কাজের হয় না, এইসব রোগ থেকে মুক্তির প্রথম উপযুক্ত ব্যবস্থা বার করলেন মাস্টার্স ও জনসন। যৌন প্রতিনিধি বা সঙ্গী প্রতিনিধি শব্দটি তাঁরাই প্রথম চালু করেন। আমি...”

ফ্রিবার্গকে তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে ওগেলথ্রপ বললেন, “এখানে আমার একটা কথা বলার আছে, মাস্টার্স এবং জনসন এই থেরাপি আরম্ভ করার শুরু থেকেই দেখলেন, বেশ্যা অর্থাৎ প্রকৃত বেশ্যাই যৌন প্রতিনিধির কাজ করার উপযুক্ত, তাই তাঁরা সেইমতো বেশ্যা দিয়েই কাজ শুরু করলেন।”

“কথাটা মোটেই সত্যি নয়। আপনি সত্যকে বিকৃত করছেন।”

“আমি?” ঝগড়ার সুরে চীৎকার করে বললেন।

“আমাকে আমার কথা শেষ করতে দিন।”

ডক্টর ওগেলথ্রপ চুপ করে গেলেন।

“মাস্টার্স ও জনসন এবং বেশ্যাদের সম্পর্কে আমি আপনাকে তথ্য দেব। তাঁরা একেবারের জন্য প্রকৃত যৌন প্রতিনিধির কাজে কোন বেশ্যাকে ব্যবহার করেননি। যা ঘটে ছিল, তা হলো এই: ১৯৫৪ সালে মাস্টার্স যৌন মিলন ও যৌন উত্তেজনার আগে, উত্তেজনার মধ্যে ও পরে মানুষের শরীরের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা জানার জন্য ৭০০ মানুষের ওপর পর্যবেক্ষণ চালান। এই পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর নারীর প্রয়োজন হয়। ফলে প্রাথমিক ভাবে তাঁকে বেশ্যা ভাড়া করতে হয়। কিন্তু বেশ্যা ভাড়া করে তিনি বিশেষ সুফল পেলেন না। কারণ, অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মতো বেশ্যাদের মধ্যে সমান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। তাই তিনি বেশ্যা ছেড়ে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের মহিলা ভলেন্টিয়ার ভাড়া করলেন। তাঁর পরবর্তী গবেষণা কাজে জনসন যখন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন তাঁরা এই থেরাপিতে মহিলা ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন ঠিক করলেন।”

ডক্টর ফ্রিবার্গের কথার মধ্যে হয়েট লুইস বললেন, “তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, মাস্টার্স এবং জনসন কোনদিনই যৌন প্রতিনিধি হিসেবে বেশ্যাদের ব্যবহার করেননি?”

“না, কখনোই নয়,” ডক্টর ফ্রিবার্গ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, “যৌন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁরা সাধারণ মহিলা কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাছাইয়ের পর তাঁরা চব্বিশ থেকে তেতাল্লিশ বছর বয়সের তেরো জন মহিলাকে নির্বাচিত করেন।”

“এবং এই সব মহিলারা,” লুইস বললেন, “বেশ্যা নন, যদিও তাঁরা বেশ্যা-দের সমান ভূমিকা পালন করেন।”

“না মোটেই নয়,” ফ্রিবার্গ প্রতিবাদ করলেন, “পেশাদের বেশ্যা পুরুষকে দ্রুত যৌন সুখ প্রদান করে। কিন্তু একজন যৌন প্রতিনিধি, মাস্টার্স ও জনসন যেরকম ব্যবহার করেছেন এবং আমার এখানে যেভাবে কাজে লাগানো হয় তাতে, রুগীর শুশ্রূষার কাজ করেন। একজন প্রতিনিধি থেরাপিস্টের সহকারির ভূমিকা পালন করেন। এগারো বছর ধরে মাস্টার্স এবং জনসন যৌন অসুবিধাগ্রস্ত চুনান্নজন পুরুষের চিকিৎসা করেন। তাদের মধ্যে এক-চল্লিশজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যৌন প্রতিনিধিদের সাহায্য গ্রহণ করে। এই এক-চল্লিশজনের মধ্যে বত্রিশজন যৌন প্রতিনিধির ব্যবহারক্রমে সমস্যা মুক্ত হয়ে যায় এবং চব্বিশজন পরবর্তীকালে বিয়ে করে সুখী সংসার জীবন প্রতিপালন করে।”

ডক্টর ওগেলথ্রপ আর একবার ওঁর কথার মধ্যে বাধা দিলেন। বললেন, “আমরা কি করে জানব, আপনি যা বললেন তা সত্যি। মাস্টার্স এবং জনসনের রুগীরা তাঁর ক্লিনিক থেকে ছাড়া পাবার পর যে আদৌ রোগ মুক্ত হয়েছিলেন, তার কি প্রমাণ আছে?”

ডিস্ট্রিক্ট আটর্নি মিস্টার লুইস এই ধরনের আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, “আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় মহিলা যৌন প্রতিনিধি। এবং আমার প্রশ্ন হলো, কোন মহিলা যৌন প্রতিনিধি বেশ্যা কি না। আমি নিজে এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না।”

তাঁরা আবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এলেন। ডক্টর ফ্রিবার্গ তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তিনি সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে বললেন, “বিশ্বাস করুন মিস্টার লুইস, দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। একজন যৌন প্রতিনিধিকে প্রতিনিয়ত এক থেরাপিস্টের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতে হয়। কিন্তু একজন বেশ্যাকে সেভাবে কাজ করতে হয় না। যৌন প্রতিনিধিকে নানাবিধ ব্যায়াম শিখতে হয়, কিন্তু কোন বেশ্যার ক্ষেত্রে সে সবের প্রয়োজন হয় না। অক্ষম রুগীকে সাহায্য করার জন্য, তাকে সারিয়ে তোলার জন্য যৌন প্রতিনিধি কাজ করে। কিন্তু বেশ্যা দ্রুত কিছু অর্থ উপার্জনের লোভে কাজ করে। যৌন প্রতিনিধি এমন এক

পরিবার থেকে আসে যেখানে তাকে স্নেহ-ভালোবাসা দেবার জন্য অন্তত মা বাবা আছে। কিন্তু কোন বেশ্যা সাধারণত ঘৃণা, বিদ্বেষ পূর্ণ হতাশ পরিবেশ থেকে আসে। যৌন প্রতিনিধিকে দীর্ঘকাল এক শিক্ষকের মতো রুগীকে রোগ মুক্তির পাঠ পড়িয়ে যেতে হয়, অন্যদিকে বেশ্যা যতো কম সময়ে সম্ভব, একের পর এক পুরুষের মনোরঞ্জনে দেহ দিয়ে যায়। কারণ তাতে তার আর্থিক লাভ হয় বেশি।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি লুইস তাঁর দু হাতের চেটো দুটি হাঁটুর ওপর রেখে সরাসরি ডক্টর ফ্রিবার্গের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, "বেশ ভালো বলেছেন ডক্টর ফ্রিবার্গ, কিন্তু আমার মনে হয়, যৌন প্রতিনিধি ও বেশ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের বিষয়ে আপনি আমাকে এখনো অবহিত করতে পারেননি।"

"মৌলিক পার্থক্য? মৌলিক পার্থক্য বলতে আপনি কি বলছেন?"

"আমি বলতে চাইছি, এদের দু দলেরই প্রধান কাজ এক। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য ফুটপাথের ভাষা ব্যবহার করছি। বেশ্যা এবং যৌন প্রতিনিধি উভয়কেই মৈথুনের জন্য ভাড়া করা হয়।"

ফ্রিবার্গ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলেন। "ফুটপাথের ভাষাতেই আমি তাহলে আপনার কথাটার উত্তর দিই। বললেন, "বেশ্যারা এটা দেখে না, তারা কার মনোরঞ্জন করছে। পয়সা পেলেই তারা দেহ দিয়ে দেয়। অন্য দিকে যৌন প্রতিনিধি তার দেহের বিনিময়ে একজন মানুষকে রোগমুক্ত হতে সাহায্য করছে। মিস্টার লুইস কাজ অভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলাদা আলাদা। একজন সার্জন ও একজন খুনির মধ্যে যে পার্থক্য, এখানেও সেই পার্থক্য। সার্জন আপনার দেহে অস্ত্রোপচারের জন্য ছুরি চালান, তাতে আপনি রোগ মুক্ত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু একজন ঘাতক আপনাকে শেষ করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেবার জন্যই ছুরি চালায়। এরা দুজনেই ছুরি ব্যবহার করে। কিন্তু ব্যবহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য দুটো ক্ষেত্রে ভিন্ন।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এবার নাক সিঁটকোলেন। বললেন, "তবুও বলছি বেশ্যা ও যৌন প্রতিনিধির মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। আমার চোখে এরা দুজনেই একই ভাবে একই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষ।"

ফ্রিবার্গ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, "বেশ্যারা বাঁচার তাগিদে যৌন মিলনে মিলিত হয়। কিন্তু যৌন প্রতিনিধিকে রুগীর সঙ্গে অনেকটা ব্যায়াম করতে হয়। তার মধ্যে শেষ পর্যায়ের দু একটা ব্যায়াম হলো যৌন

মিলন আবার এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, রুগী সুস্থ হলো কিনা। কাজেই দুটোর উদ্দেশ্যে দুস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে।"

"আমাদের এই বিতর্কের সমাধান হয়তো শেষ পর্যন্ত আদালতে গিয়ে করতে হবে" হয়েট লুইস বললেন, "যাইহোক, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভয় দেখাতে আসিনি। অন্তত ঠিক এই মুহূর্তে নয়। আমাদের শহরে আপনি একজন নতুন অতিথি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করে রাখাও দরকার। আপনি বর্তমানে বিপথগামী হলেও, আপনাকে সোজা পথে ফিরে আসার সুযোগ আমি দিতে চাই। টাকসন, অ্যারিজোনা ছেড়ে আসার আগে সেখানকার সিটি অ্যাটর্নি আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমিও আপনাকে সেই পরামর্শ দিতে চাই। শহরের অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের মতো আপনিও টক থেরাপিতে ফিরে যাবেন, এটাই আমি আশা করি। আইনের মধ্যে থেকে নিরাপদে কাজ করুন, তার আগে আপনি আপনার ঐ যৌন প্রতি-নিধিদের বিদায় দিন।"

ফ্রিবার্গ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "তাদের সবাইকে ছেড়ে দেব? এ আপনি কি বলছেন?"

"আপনি এ কাজ বন্ধ করতে না চাইলে, আপনার বিরুদ্ধে মেয়েছেলের দালালি এবং আপনার যৌন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগ এনে আমাকে মামলা করতে হবেই। প্রথম অভিযোগে আপনি অভিযুক্ত হলে, আপনাকে এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত জেল খাটতে হতে পারে। দ্বিতীয় অভিযোগে আপনার প্রতিনিধিদের ছ মাস করে জেলের ঘানি পিষতে হবে। উভয় মামলার ফলে আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার হিলস্তেড বা অন্য কোনো শহরে ব্যবসা করতে পারবেন না। আমি আপনাকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি, হয় এই সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ করুন, নাহলে এর পরিণতির জন্য তৈরী থাকুন। আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে, আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করব। প্রকাশ্যে আপনাদের শুনানি হবে। তাই আমি বলছি, ঠিক করুন, কোন পথে আপনি এগোবেন। এক সপ্তাহ মধ্যে আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাতে হবে। এই এক সপ্তাহ মধ্যে আপনি বা আপনার উকিল আপনার সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। আমার কথা বুঝতে পারলেন?"

ফ্রিবার্গ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন। ভাবখানা এমন যেন, ঠিক আছে ভেবে দেখি।

ডক্টর ওগেলথ্‌ পকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রিবার্গের চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সিটি অ্যাটর্নি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি যে ধৈর্যের সঙ্গে আমার মতামত শুনলেন সেজন্য ধন্যবাদ। আশাকরি আপনি উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নেবেন।"

সিটি অ্যাটর্নি চলে গেলে ডক্টর ফ্রিবার্গ কিছুক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। তাঁর বহুদিনের বন্ধু লসঅ্যাঞ্জেলেসের রজার ফিলের ফোন নম্বর মনে করার চেষ্টা করলেন। রজার শুধু তাঁর বন্ধুই নন, তাঁর বিশ্বস্ত অ্যাটর্নিও। নম্বর মনে পড়ায় তিনি সরাসরি ফিলের অফিসে ফোন করলেন।

ফোনে ফিলের সেক্রেটারিকে পেয়ে তিনি জানালেন, এখনই ফিলের সঙ্গে একটা জরুরি প্রয়োজনে তিনি কথা বলতে চান।

মিস্টার ফিল এখনই লাঞ্চে যাবেন, তাঁর সেক্রেটারি বলল, "তবে আমার মনে হয়, তার আগেই আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলতে পারব।"

"একটু দেখুন ভাই, বলুন, ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চান।"

রজার ফিলের গলার স্বর না শুনতে পাওয়া পর্যন্ত তিনি রিসিভার কানে লাগিয়ে বসে রইলেন।

"রজার? আর্নল্ড বলছি, তোমার লাঞ্চে বাধা ঘটিয়ে আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু একটা বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে ফোন করছি।"

"ও ঠিক আছে, কি খবর বলো আর্নি," ফিল বললেন, "তোমাকে বেশ উত্তেজিত লাগছে।"

"হ্যাঁ লাগবারই কথা," ফ্রিবার্গ স্বীকার করলেন, "তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, আমার ভয় হয়, আমি আবার সমস্যায় পড়েছি।"

"কি ধরনের সমস্যা?"

"হিলস্লেডের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, হয়েট লুইস, এই একটু আগে আমার অফিস থেকে গেলেন। আমার অফিসে তাঁর আসা মোটেই সৌজন্যমূলক নয়।"

"সমস্যা, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তোমার কাছে কি চান?"

"তুমি যদি আমাকে কিছুটা সময় দিতে পারো..."

"তোমার জন্য আমি সব সময়ই দিতে রাজি আছি। বলো, কি তোমার সমস্যা?"

প্রায় দশ মিনিট ধরে ফ্রিবার্গ বলে গেলেন হুয়েট লুইসের সঙ্গে তাঁর কি কি কথা হয়েছে। লুইসের সমঝোতার পরামর্শ কিছুই বাদ দিলেন না।

"বলো, এখন আমি কি করব।"

"অতো ছুটোপাটা করো না আর্নি। আস্তে ধীরে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।"

"কিন্তু এসব কেন হচ্ছে রজার? ক্যালিফোর্নিয়ার মতো শহরে? আমি বুঝতে পারছি না।"

অপর প্রান্ত বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল। শেষে কিল একটা কথাই বললেন, "রাজনীতি।"

"রাজনীতি?"

"ও ছাড়া আর কিছু নয়," কিল বললেন, "তোমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই, কিন্তু এই লসঅ্যাঞ্জেলেসে বসেও আমি তাকে জানি। লোকটা জনপ্রিয়। ও আরো জনপ্রিয় হতে চায়। গোটা রাজ্যের লোকে যাতে একে চিনতে পারে সে জন্য, তোমার ও তোমার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মামলা করে ও সংবাদের মধ্যমণি হয়ে উঠতে চায়। কাগজ, টিভির লোকজন কিছুদিন হৈ চৈ করবে, তাতে ওর জনপ্রিয়তা বাড়বে; এটাই ও চায়। অবশ্য ও যদি জিতে যায়, তাহলেই ওর উদ্দেশ্য সফল হবে।"

"আমার মনে হয় ও জিতে যাবে।"

"অতো সোজা হয় আর্নি। জিততে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।"

"তোমার কি মনে হয় আমাদের জিতে বেরিয়ে আসার সুযোগ আছে?" ফ্রিবার্গ জানতে চাইলেন।

"ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে কদিন একটু ভাবতে দাও। আমাকে আবার ফোন করার আগে, তুমি বরং আমার সেক্রেটারির কাছে তোমার চেনা ও বিশ্বস্ত কয়েকজন ডাক্তার, থেরাপিস্ট, প্রতিনিধির নামের তালিকা পাঠিয়ে দিয়ো, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করবেন না এমন লোক হওয়া চাই। ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে!"

"তোমার কাছ থেকে নাম পেয়ে গেলে, আমি তাঁদের সঙ্গে ফোনে বা সাক্ষাতে কথা বলে নেব। তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে কথা বলব।"

"কবে ?"

"যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আচ্ছা তুমি লসঅ্যাঞ্জেলেসে চলে এসো না। কাল সন্ধে সাতটার সময় বেভারলি হিলস-এর লা স্কালা রেস্তোরাঁয় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তখন কথা হবে ?"

পরের দিন সন্ধে সাতটার সময় দুই বন্ধুতে লিটল সান্তা মোনিকা বুলেভার্ড নামের রাস্তার ধারের লা স্কালা রেস্তোরাঁয় মিলিত হলেন।

সারাটা পথ ফ্রিবার্গ নানা কথা ভাবতে ভাবতে এলেন, রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া চালাবার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। ফ্রিবার্গ বিবাহিত মানুষ, তাঁর স্ত্রী ছেলের প্রসঙ্গ কথার মাঝে মাঝে আসতে লাগল। কিন্ত অবিবাহিত ব্যাচেলর। তাঁর গার্ল ফ্রেণ্ডদের কথা উঠতে লাগল, খাওয়া দাওয়ার পর কিল বললেন," আনি এসো, এবার তাহলে আসল কথায় আসা যাক। তুমি যাঁদের নাম পাঠিয়েছিলে, তাঁরা সবাই আমাকে বেশ সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে তারা যখন শুনলেন লুইস তোমাকে ভয় দেখিয়েছে ."

"ওঁদের তুমি সে কথা বললে ।"

"কেন বলব না। তোমাকে ভয় দেখান মানে তাঁদের ভয় দেখানো। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছি। যৌন প্রতিনিধির কাজের সঙ্গে বেশ্যার কাজের যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, সেটা আমিও উপলব্ধি করতে পারছি। দুজনের সংক্ষেপে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তোমাকে এ সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞের মতামত শোনাই। ইনি হলেন চিকাগোর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেণ্ট ক্লিনিক-এর প্রধান।"

"ডক্টর ভিন ডন," ফ্রিবার্গ বললেন।

"হ্যাঁ, ডন। তিনি পরিষ্কার বলছেন, 'যৌন প্রতিনিধিরা কোন অবস্থাতেই বেশ্যা নয়…কোন অবিবাহিত ধ্বজভঙ্গ পুরুষকে মহিলার সাহায্য ছাড়া কি চিকিৎসা করা সম্ভব ? সেই মহিলাকে এমন কেউ হতে হবে যে পুরুষের সাহায্যে আসবে, তবে সেই মহিলা আবার বেশ্যা হলে চলবে না। বেশ্যারা সাধারণভাবে পুরুষদের ঘেন্না করে এবং টাকা রোজগারই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।' তাঁর এই মন্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে।"

"কথাটা সত্যি।"

"তবে পাশাপাশি তোমাকে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, বহু

থেরাপিস্ট ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ আবার তোমার বিপক্ষে। যেমন ম্যাসাচুয়েটস এর সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেবার দাবি তুলেছেন। আদালত এটা ঠিক পছন্দ করছে না। তাছাড়া আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এর সঙ্গে রাজনীতি জড়িত রয়েছে। তোমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আরো জনপ্রিয় হতে চাইছে। তার পেছনে অন্য মাথা কাজ করছে।"

"কারা সে সব মাথা ?" ফ্রিবার্গ জানতে চাইলেন।

"একজন হলেন অতি সুপরিচিত ধর্মযাজক রেভারেণ্ড যশ স্কারাফল্ড। স্কুলে স্কুলে যৌন শিক্ষার বিরুদ্ধে যিনি ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন। তোমার কাজকর্ম তাঁর ধ্যান-ধারণার অত্যন্ত বিরোধী।"

"আমার মনে হয় না, হয়েট লুইস তাঁর সাহায্য চাইবে।"

"তোমার অনুমান ভুল। লোকটা অত্যন্ত জনপ্রিয়। মানুষকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। অবশ্য এগুলো থেকে বিপদের সম্ভাবনা কিছু স্পষ্ট হয় না। একটা ব্যাপারই শুধু বেশ পরিষ্কার।"

"সেটা কি ?"

"ক্যালিফোর্নিয়ার আইন। মেয়েছেলের দালালি ও বেশ্যাবৃত্তির প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার আইন খুবই পরিষ্কার। তবে এই আইনে যৌন প্রতিনিধি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা ঘোলা জলে রয়েছি। কোন কোন স্টেটে, যেমন আরিজোনায় আর্থিক লাভের উদ্দেশ্য যৌন ক্রিয়াকলাপ বেশ্যাবৃত্তিরই নামান্তর। ক্যালিফোর্নিয়ায় আবার তা নয়। এখানে যৌন প্রতিনিধিরা আইনের বিরুদ্ধে নয়। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কাজকে এখানে অনুমোদন করা হয় নি। প্রতিনিধিরা লাইসেন্স প্রাপ্ত নয়। তাঁদের তা যদি থাকতো, তাহলে উপকার হতো। তুমি দেখ আনি, ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। হয়েট লুইস যদি এইভাবে অভিযোগ সাজায়—তোমার প্রতিনিধিরা ব্যাধি নিরসনে চিকিৎসা করতে গিয়ে ওষুধ দিচ্ছে বা মনোবিজ্ঞানীদের ভূমিকা পালন করছে এবং এসব করছে কোনরকম লাইসেন্স ছাড়াই, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ খুব জোরদার হয়ে যাবে। যদিও ওষুধ এবং মনোবিজ্ঞান—এই দুটো বিষয় এতো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তোমার প্রতিনিধিদের ভূমিকাকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা দুষ্কর। লাইসেন্সবিহীন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জনসাধারণের বিরুদ্ধে তেমন নজর কাড়াও সম্ভব নয়।

মেয়েছেলের দালালি এবং বেশ্যাবৃত্তি আলাদা জিনিস। সে জন্য লুইস ঐ দিকটার ওপরই বেশি জোর দিতে চাইছে।”

“তাহলে আমি এখন কি অবস্থায় আছি ? ফ্রিবার্গ জানতে চাইলেন।

“আমার মতে তুমি এখন নিরাপদ স্থানেই আছো।” কোনরকম সঙ্কোচ না করেই কিল বললেন, “আইন বেশ্যাবৃত্তিকে এইভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করেছে, ‘টাকার জন্য দুটি মানুষের মধ্যে কোন রকম কাম সম্পর্কিত কাজ।’ তোমার মতো কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দক্ষ থেরাপিস্টের পরামর্শে কর্মরত যৌন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগ কোন অবস্থাতেই আনা যায় না। তোমার প্রতিনিধিদের কোর্টে হাজির করলে তারা নিশ্চই তাদের উদ্দেশ্য এবং কাজের প্রকৃতি সেখানে জানাতে পারবে। কাগজপত্র, পরিকল্পনা, কর্মসূচি সমস্ত কাজের রেকর্ড দেখিয়ে সে নিশ্চই প্রমাণ করতে পারবে যে সে একটা থেরাপি অনুযায়ী কাজ করছে, যে থেরাপি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত এবং টাকার জন্য কোন কাম বৃত্তিতে সে যুক্ত নয়।”

চশমার নিচে ফ্রিবার্গের চোখ দুটি আরো বড় হয়ে উঠল। তিনি বললেন, “তুমি কি বলছ সত্যিই আইন সম্পূর্ণ আমার পক্ষে ?”

কিল মুচকি হাসলেন। “এ প্রশ্নে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। আইন ব্যভিচারমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের ক্ষতি করতে পারে এমন যেকোন অবক্ষয় রোধ করাই আইনের লক্ষ্য। যৌন প্রতিনিধিদের কাজকর্মে আমি এসব কিছুই দেখি না। যৌন প্রতিনিধিরা স্বাভাবিক যৌন জীবন যাপনে অক্ষম মানুষদের স্বাভাবিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তাই আমরা বরং বলতে পারি, যৌন প্রতিনিধিরা সমাজ, সংসার, ব্যক্তি সবাইকেই সাহায্য করছে। তারা মানুষদের সুখী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করছে।”

“সত্যিই তুমি তাই মনে করো ?”

“হ্যাঁ, নিশ্চই। লুইস কোর্টে গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না, যদি না সে এই মর্মে কিছু প্রত্যক্ষদর্শী আদালতে হাজির করতে পারে, যারা অন্তত বলবে যে, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে তোমার প্রতিনিধিরা কাজ করে। তেমন সাক্ষী লুইস কোথা থেকে পাবে ? তোমার অধীনে কয়েকজন মাত্র যৌন প্রতিনিধি কিছু সীমিত সংখ্যক রুগী নিয়ে কাজ করছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রুগী বাছাই করে তবে তুমি তাদের চিকিৎসা শুরু করেছ। আর তারা নিজেদের উপকারের জন্যও এসেছে। তোমার বিরুদ্ধে

গিয়ে আদালতে সাক্ষী দেবার সম্ভাবনা তাদের নেই। আদালতে তোমার পক্ষে বলার লোকই বেশি।"

"আমিও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।"

কিল তাঁর গুটনো হাত এগিয়ে দিয়ে ফ্রিবার্গের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "এই হলো এখন তোমার অবস্থা। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।"

ফ্রিবার্গের মুখের ওপর থেকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে গেল। "তার মানে তুমি বলছ, আমি আগের মতো নিশ্চিন্তে কাজ চালিয়ে যেতে পারব।"

"ঠিক আগের মতো নয়। এখন থেকে তোমাকে আরো বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে। আরো বেশি করে রুগী নিতে হবে এবং সাফল্যের তালিকাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে হবে। তোমার ক্রমবর্ধমান সাফল্যের কাহিনী শুনে লুইস শেষ পর্যন্ত তোমাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হতে পারে।"

"এখন আমি কিভাবে হয়েট লুইসকে হাত করব। এক সপ্তার মধ্যে সিদ্ধান্ত তাকে জানাতে হবে।"

"তোমাকে ও নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। তুমি তোমার কাজ যেমনকার তেমন চালিয়ে যাও। যা বলবার আমি ওঁকে জানাব। তোমার প্রতিনিধিদেরও এসব জানিয়ে তাদের দুশ্চিন্তায় ফেলার দরকার নেই।"

পরবর্তী ব্যায়ামের জন্য প্রয়োজনীয় জল ঠিকমতো গরম হয়েছে কি না দেখার জন্য গেইলি মিলার যখন বাথরুমের বাইরে গরম জলের শাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, তখন এদিকে অ্যাডম ডেমস্কি থেরাপি রুমে বসে ওর জামাকাপড় খুলছিল। ডেমস্কিকে দেখতে পেলেও গেইলির মনের মধ্যে তখন কিন্তু অন্য কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে বিকেলে ওর যে একটা ছোট্ট মিটিং হয়ে গেল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা ওর মনের মধ্যে এই আলোড়ন। ডেমস্কির কেস পর্যালোচনার জন্য ফ্রিবার্গ ওকে ডেকে ছিলেন। ডেমস্কির সঙ্গে তার এ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যায়ামের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাল। ফ্রিবার্গ শুনলেন। বললেন, "দেখ গেইলি তাড়াতাড়ি কোর্স শেষ করাটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য রুগীকে ভালো করে তোলা। সেটা মাথায় রেখে

তোমাকে কাজ করতে হবে।" তাঁর এই পরামর্শের উত্তরে গেইলি বলেছিল, "আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব স্যার।"

গরম জল ভরতে ভরতে গেইলি এইসব কথাই ভাবছিল। ডক্টর ফ্রিবার্গ হঠাৎ কেন যে এমন সাফল্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। ডেমস্কির সঙ্গম স্পৃহা সম্পর্কেও কেন যে তিনি এমন আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তাও ও বুঝতে পারল না। ফ্রিবার্গের মতো একজন বিচক্ষণ থেরাপিস্টের এই আগ্রহ যথা সময়েই প্রকাশ করা সঙ্গত ছিল বলে ও মনে করে। ও জলে হাত দিয়ে দেখল জল কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উষ্ণ হয়েছে। এবার ফ্রিবার্গ প্রসঙ্গ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ও নিজের কাজে মন দেবে ঠিক করল। শরীরের ওপর থেকে সমস্ত পোশাক সরিয়ে ফেলে ও একেবারে উলঙ্গ হয়ে থেরাপি রুমে চলে গেল। থেরাপি রুমে গিয়ে দেখল বিবস্ত্র অ্যাডম ডেমস্কি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। ওর হাতে একটা পত্রিকা। গেইলি লক্ষ্য করল অ্যাডম তার হাত বা পত্রিকা কোনটা দিয়েই তার পুরুষাঙ্গ ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে না। দেখল, ওর পুরুষাঙ্গটা দুটো পায়ের মাঝে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে এবং ওকে দেখে ডেমস্কি লজ্জা পাচ্ছে না। এই দৃশ্য দেখে গেইলি অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

গেইলিকে দেখে ডেমস্কি চোখের সামনে থেকে পত্রিকা সরিয়ে দু চোখ ভরে ওর নগ্ন দেহ দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তুমি তো ভারি সুন্দর গেইলি।"

"প্রশংসা আমার ভালো লাগে।" ও ওর হাত ধরল। বলল, "এখন আমার সঙ্গে এসো।"

ডেমস্কি ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোথায়?"

"চলো, আমরা দুজনে এখন বাথরুমে গিয়ে স্নান করব।"

"কিন্তু আমি তো আজ সকালে একবার স্নান করেছি।"

"এটা একেবারে অন্য রকমের স্নান। তেল, সাবান মেখে সারা দেহে হাত বোলানো ওটা হয়ে গেলে, আমরা আমাদের গা হাত পা পুঁছে আবার থেরাপি রুমে ফিরে আসবো এবং আগের মতো আর এক প্রস্থ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরস্পরের দেহ ম্যাসাজ করব। কেমন, ভালো লাগবে না বলো?"

"খুব ভালো লাগবে।"

"তাহলে চলো এখন বাথরুমে যাওয়া যাক।" বলে গেইলি বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। ডেমস্কি ওর সঙ্গে সঙ্গে এলো।

"এখন আমাদের কি করণীয় ?" বাথরুমে এসে ডেমস্কি জানতে চাইল।

গেইলি বলল, "এই দেখ আমাদের জন্য গরম জল তৈরি রয়েছে। আমরা এখন শাওয়ারের নীচে মুখোমুখি দাঁড়াব। আমাদের শরীর ভিজে গেলে, আমার ইচ্ছে তুমি প্রথম সাবান নিয়ে আমার শরীরে মাখাতে থাকবে। যতো ইচ্ছে আমার শরীরে সাবান বুলিয়ে যাবে। তবে আমার স্তনে বা নিম্নাঙ্গে হাত দেবে না। তুমি আমার শরীরের কোথায় হাত দিচ্ছ, তা দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে ছাড়া এমনিতে তুমি চোখ খুলো না। আমিও আমার চোখ বন্ধ করে রাখব। আমাকে তোমার সাবান মাখানো হয়ে গেলে, আমি তোমার শরীরে মাখাবো।"

"হ্যাঁ, বেশ মজার প্রস্তাব তো।"

"বা। মজার এবং উপভোগ্য। অসুবিধে বা অস্বস্তি না হলে এমনিতে কথা বলতে যেও না।"

"ঠিক আছে।"

তারপর ওরা দুজনে ফোয়ারার নীচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। ডেমস্কি টানা দশ মিনিট ধরে গেইলির শরীরে সাবান বুলিয়ে গেল। গেইলি স্বস্তি প্রকাশ করে বলল, "খুব আনন্দ পেলাম অ্যাডম, অত্যন্ত আনন্দ পেলাম।"

গেইলি চোখ খুলে অ্যাডমের হাত থেকে সাবানটা নিয়ে ধীরে ধীরে ওর গায়ে পিঠে, বুকে পেটে পাছায়, উরুতে বোলাতে লাগল। অতি ধীরে ধীরে, সামান্য জলের স্পর্শে বোলানোর ফলে সারা শরীর আচরেই ফেনায় ভরে গেল।

গেইলি ডেমস্কির আরো কাছে এগিয়ে এসে পাছার নীচে, তলপেটের ওপর পর্যন্ত চক্রাকারে আঙুলের চাপ দিতে লাগল। ডেমস্কির ভিজে ত্বকের ওপর ওর আঙুল ঘোরাফেরা করতে লাগল।

নিজের উদ্দেশ্য কতোটা সিদ্ধ হচ্ছে জানার জন্য ও চোখ খুলে দেখল। গেইলি ওর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল না। কিন্তু ওটাকে নড়ে উঠতে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল ডেমস্কির পুরুষাঙ্গ একটু মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে।

ডেমস্কির শরীরের এই পরিবর্তনে ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ডক্টর ফ্রিবার্গ এই পরিবর্তন নিজের চোখে দেখলে তিনিও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবেন। এই প্রথম গেইলি অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোর ইশারা দেখতে পেল। বুঝতে পারল সাফল্য আর বিশেষ দূরে নয়।

এই সাফল্যে নিজেকে সংযত রাখতে না পেয়ে গেইলি দু হাত দিয়ে ডেমস্কিকে জড়িয়ে ধরল।

ডেমস্কি বলল, "আমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরছ কেন, এমন তো কথা ছিল না।"

গেইলি বলল, "আজ আমার এক আনন্দের দিন। সাফল্যে অভিভূত হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে এমন করলাম। কিছু মনে করো না।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হ্যান হুইটকম্ব ঠিক করল, ও যে কদিন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকবে, সে কদিন টনি যাতে ওর সঙ্গে সম্ভোগে মিলিত না হয়, তার চেষ্টা করবে। বলবে, ডাক্তার বারণ করেছেন, এই সময় সম্ভোগে মিলিত হতে।

তবে ও জানে, এইভাবে ও টনিকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না, টনির সঙ্গে ও যে জীবনযাত্রা শুরু করেছে তাতে টনির আবদার ওকে ঠিক মেনে নিয়েই চলতে হবে। ওর সুবিধে, অসুবিধের কথা যে টনিকে বোঝানো দরকার, তা আজ পল ব্র্যাগুনের অ্যাপার্টমেন্টে প্রশিক্ষণ নেবার সময় ওর মাথায় আসে। ও ডক্টর ফ্রিবার্গের ক্লিনিকের একমাত্র পুরুষ যৌন প্রতিনিধি। ছেলেটা অত্যন্ত সহযোগী প্রকৃতির। তাদের দু ঘন্টার মিটিং-এ ছেলেটা ওকে পরবর্তী ব্যায়াম সম্পর্কে বোঝাচ্ছিল। ব্যায়ামটা ছিল শরীরের সামনের দিকে হাত বোলানো। হ্যান জামাকাপড় খুলে এই ব্যায়াম শুরু করতে গেলে পল জানিয়ে দিল, সে তার স্তন বা যোনি স্পর্শ করবে না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পল ওর শরীরের ওপর হাত বোলাতে লাগল। পলের হাতের স্পর্শে ওর দেহ গরম হয়ে উঠছিল। ইচ্ছে করছিল, পলের হাত দুটো চেপে ধরে ওর স্তনের ওপর নিয়ে আসে। ওর নিম্নাঙ্গের মধ্যেও পলের হাত ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পলের নির্দেশ ভঙ্গ করতে ওর মন ঠিক রাজি হলো না। নিজেকে ও তাই সংযত করে নিল। ওর শরীরে পলের হাত বোলানো পর্ব শেষ হলে, যখন পলের শরীরে ওর হাত বোলানো পর্ব শুরু হলো, তখন ওর খুব ইচ্ছে করছিল পলের পুরুষাঙ্গটা শক্ত করে চেপে ধরে। নিজের স্ত্রী-অঙ্গে ওটাকে স্বাগত জানায়। পল মনে হয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল হ্যান কি ভাবছে, তাই ও হ্যানকে সংযত করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগল। হ্যানের মন থেকে উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই হ্যান বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

দেখল টনি জেকা বিছানার দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘরের ম্লান হলুদ আলোতেই দেখতে পেল জেকার শরীরে কোন পোশাক নেই।

ঘরে ঢুকে জেকা বিছানার ওপর উঠে এসে ন্যানের শরীরের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিয়ে ওর নাইট গাউন টেনে নামিয়ে দিল। বলল, "পা দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দাও।"

ওর এমন আচরণে ন্যান ক্রমশই বিস্মিত ও আতঙ্কিত হচ্ছিল, ভেবে পাচ্ছিল না, এ সময় ওর কি করা উচিত। ওর মাথা থেকে যাবতীয় বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছিল।

"টনি, শোন···না···এখন ঠিক এসব···"

"না সোনা, আমার কথা শোন। তোমার কোমরের তলায় বালিশটা গুজে দাও।"

ও বাধা দেবার চেষ্টা করল, "না, টনি না, আমার পক্ষে এখন এসব করা সম্ভব নয়। ডাক্তার আমাকে বারণ করেছে। যে কদিন ইনজেকশন চলবে সে কদিন আমাকে ছুটি দিতে হবে।"

বিছানায় জেকা ন্যানের পাশেই বসেছিল। ওর দুটো হাতই ন্যানের নগ্ন হাঁটুর ওপর রাখা ছিল। অত্যন্ত বলশালী দুটো হাত দিয়ে জেকা ন্যানের পা দুটোকে দু পাশে টেনে সরিয়ে ফাঁক করে দিল ন্যান ওর সে চেষ্টাকে বানচাল করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। অনুরোধ করল—,

"টনি প্লিজ ডাক্তার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত···"

জেকা ডাক্তারের নামে গালিগালাজ করে বলল, "আমি ডাক্তারের···',

ওর দুটো পা এখন দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। জেকা ওর শরীরের ওপর উঠে ওর দেহের মধ্যে নিজের অঙ্গ প্রবিষ্ট করাতে সমর্থ হলো। ন্যান যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। ওর শরীরের প্রচণ্ড চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে জেকার বুকে চাপড় মারতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণার ফলে বলতে বাধ্য হলো, "জেকা অতো জোরে চাপ দিলে আমি মরে যাবো।"

"হ্যাঁ! সেই শুরু থেকে তুমি ঐ রকম করে যাচ্ছ।" বলে ও আবার চাপ দিল।

ন্যানের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত ও ন্যানের শরীর থেকে সরে এসে পাশে বসল। "আজকে সেদিনের মতো অতোটা কষ্ট হয়নি কি বলো?"

"খুব কষ্ট পেয়েছি টনি, খুব।"

"তোমরা মেয়েছেলেরা ঐ রকমই। সব কিছুতেই অভিযোগ না করে থাকতে পারো না।"

"টনি, আমি বলি কি ডাক্তারের অনুমতি না নিয়ে আমাদের আর একাজে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না।"

"ডাক্তারের অনুমতি পেলে তুমি আর খুঁতখুঁত করবে না?"

"না করবো না।"

"ঠিক আছে, তাহলে যাও তোমার ঐ ডাক্তারকে দেখিয়ে এসো। কিন্তু ডাক্তারকে দেখানোর পর আর কিন্তু কোন রকম ওজোর আপত্তি শুনব না।"

"আমি শপথ করছি তোমাকে আর অসন্তুষ্ট করব না।"

পরের দিন বিকেলে ব্র্যাণ্ডনের অ্যাপার্টমেন্টের শোবার ঘরে ব্র্যাণ্ডন ও ন্যান পরবর্তী ব্যায়ামের প্রস্তুতি হিসেবে শরীর থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলছিল। পোশাক খুলতে খুলতে ন্যান গত রাতে জেকার সঙ্গে তার সহবাসের অভিজ্ঞতায় বিবরণ দিচ্ছিল। শরীরের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসের পোশাক খুলতে খুলতে বলছিল, "এখনো নিম্নাঙ্গে ব্যথা রয়েছে।"

ব্র্যাণ্ডনও পোশাক খুলতে খুলতে বলল, "তোমার জেকা সত্যিই একটা পশু।"

"অত্যন্ত বাজে একেবারে। তাকে ছাড়া অন্য কোথাও আমার যে যাবারও নেই।"

"আমার মনে হয় ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পক্ষে সহায়ক নতুন কোন কাজ তুমি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। তখন ওর কাছ থেকে দূরে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। তোমাকে দেখতেও সুন্দর, একাধিক পুরুষ সঙ্গী পেয়ে যেতেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না।"

"এ কি তোমার মনের কথা ব্র্যাণ্ডন?"

ওর আশায় ভরা কণ্ঠস্বর শুনে ব্র্যাণ্ডনকে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে হলো। ন্যান ওর বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্র্যাণ্ডন মনে মনে বলল, 'বেশ আকর্ষণীয় রূপ, বহু মানুষকে সুখী করার পক্ষে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।'

"একেবারে খাঁটি কথা", ব্র্যাণ্ডন বলল।

"কোন পুরুষ আমার সঙ্গে শুয়ে কি আদৌ আনন্দ পাবে। জেকার মতো যদি আবার যোনির চাপের মধ্যে পড়ে কষ্ট পায়।"

"আমার মনে হয় তা আর হবে না। আমার বিশ্বাস, তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছ।"

"তুমি কি করে নিশ্চিত হলে।"

"হ্যান, তোমার চিকিৎসা শেষ হলেই তুমি নিজেও সেটা উপলব্ধি করতে পারবে।"

"আমি নিজে বুঝতে পারব।"

"হ্যান, আমি আশা রাখি তোমার চিকিৎসা শেষ হবার আগেই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে প্রেম কতোটা সুখের ও উপভোগ্য। যাইহোক, জেকাকে ঘিরে তোমার অভিজ্ঞতার কথা তুমি ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে খোলাখুলি বলো। উনি তোমাকে বিকল্প কিছু প্রস্তাব দিতে পারেন, যাতে তোমার সুবিধেই হবে।"

"আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চাই।"

"আমরা তারই চেষ্টা চালাচ্ছি হ্যান. এবার আমরা যে নতুন ব্যায়াম শুরু করব, তার নাম হলো অঙ্গ পরিচয়।"

"ও হ্যাঁ, তুমি আমাকে এই ব্যায়ামের কথা আগে একবার যেন বলেছিলে মনে পড়ছে। আমি তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"না ভয় পাবার কিছু নেই। এটি হলো নিম্নাঙ্গ পরীক্ষার এক নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গকে ভালো করে জানা যায়। আমরা সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গর সঙ্গে পরিচিত। কোথায় তাদের মিল এবং কোথায় তাদের অমিল তাও আমরা জানি। অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক মানুষই এই অঙ্গ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না। দুজনে একসঙ্গে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করে আমরা জানতে পারব, কোথায় এদের মিল, অমিল। যাই হোক, আমি কি আগে তোমার অঙ্গ দর্শন করব, নাকি তুমি আগে আমার অঙ্গ দর্শন করবে? আমরা অবশ্য নারী অঙ্গ দর্শন দিয়ে আমাদের পরিদর্শন কাজ শুরু করতে পারি। তুমি কি পছন্দ করো, আমাকে দিয়ে শুরু করবে, নাকি তোমাকে দিয়ে?"

"হ্যাঁ পল," হ্যান ঢোক গিলতে গিলতে বলল, "তোমাকে দিয়েই শুরু হোক। আমাদের প্রথমে কি করতে হবে?"

"আমরা দুজনে একসঙ্গে বিছানায় উঠব। উঠে আমি পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ব। তুমি আমার অঙ্গগুলো একে একে চিনে নেবে? আচ্ছা, তুমি আগে কখনো কোন পুরুষকে অনেক কাছে থেকে পরীক্ষা করেছ?"

"না, করিনি।"

"তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ধরবে, আমি ব্যাখ্যা করে যাবো কোনটা কি। দেখ, পারবে তো?"

"হ্যাঁ, পারব।"

"তাহলে এবার এসো।"

ওরা দুজনে বিছানায় উঠল। ও পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। স্যানকে ওর কাছে সরে আসতে বলে, স্যানের থাইয়ের ওপর ওর পা দুটো তুলে দিল। পুরুষের গোপন অঙ্গের সঙ্গে একে একে স্যানের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। ব্র্যাণ্ডনের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে স্যানের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে ব্র্যাণ্ডন স্যানকে বলল, "এবার তুমি শুয়ে পড়।"

স্যান বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ব্র্যাণ্ডন ওর গায়ের কাছে এগিয়ে গেল। টেবিল থেকে একটা বোতল ও আগেই তুলে এনেছিল। এবার ও সেটার ছিপি খুলে তেল বার করে স্যানের যোনি মুখে ঘষতে লাগল। "তুমি যাতে ব্যথা না পাও, তাই এই তেলটা দিচ্ছি," ও বলল। স্যান চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। ব্র্যাণ্ডন ওর তলপেটের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল। কিছুক্ষণ চাপড় মারার পর, ওর ভগাঙ্কুরের ভেতরে, বাইরে আঙুল ঢোকাতে ও বার করতে লাগল। একটা আঙুল ওখানে ঢুকিয়ে রেখে ওটার পরিচয় ব্যাখ্যা করতে লাগল। স্যানের গোপন অঙ্গের অভ্যন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে আঙুল বার করে আনার সময় ব্র্যাণ্ডন উপলব্ধি করল, একবারও ওর আঙুল বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বুঝতে পারল, এটা ওর এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

এই অঙ্গ পরিদর্শন অভিযানে স্যান এতোই পরিতৃপ্ত হয়েছে যে, ও তখনো চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। "কোন ব্যথা পেলে?" ব্র্যাণ্ডন জানতে চাইল।

"একদম নয়। কিন্তু একটা জিনিস জানার আছে ব্র্যাণ্ডন।"

"কি জানতে চাও বলো।"

"আমি কি করে জানতে পারব আমার আর কোন অসুবিধে নেই।"

"তুমি আর আমি যখন যৌন সম্ভোগে মিলিত হবো, তখন তুমি আরাম পেলে জানবে, তোমার আর কোন অসুবিধে নেই।"

বিকেলবেলায় থেরাপি কক্ষে পোশাক খুলতে খুলতে গেইলি মিলারের মনে হলো, আজ চেট হান্টারের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এখন পর্যন্ত বেশ বিনা বাধাতেই ওর থেরাপি চলেছে। প্রথম কয়েকটি পর্যায়ের ব্যায়াম ও উলঙ্গ হওয়া পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, ডেমস্কির মতো ছেলেটা ধ্বজভঙ্গের রোগে ভুগছে না। ওর সামনে উলঙ্গ হতেও দ্বিধা

করেনি। তবে, ওর মৈথুন-পূর্ব-রেতঃস্খলনের সমস্যার মধ্যে এতোটুকু বানানো কিছু নেই।

গেইলির মনে পড়ে, গেইলি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "চেট তোমার মেয়ে বন্ধু আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তার সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু শোনাও।"

ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। "তার সম্পর্কে কি আর আমার বলার আছে?"

"তুমি তাকে ভালোবাসো তো?"

"খুব। তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চাই।"

"এই মেয়েটা সম্পর্কেই তুমি ক্রিবার্গকে বলছিলে? এর সঙ্গেই তুমি বহুবার একই বিছানায় শুয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এক বিছানায় শোয়াকে তুমি সফল করতে পারোনি।"

"মনে হয়, না, সে জন্যই তো আমার এখানে আসা। অতি দ্রুত আমার রেতঃপাত ঘটে যায়।"

"কতো দ্রুত, তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে। না কি বাইরে থেকে স্পর্শ করার পরই।"

"হ্যাঁ তাই, আমি এই লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে চাই।"

"তুমি তো সে চেষ্টাই এখন করছ," গেইলি বলল।

"আমার চেষ্টা সফল হবে?"

"নিশ্চই হবে। শুধু তোমাকে একটু ধৈর্য ধরে আমি যেভাবে বলব, সেভাবে ব্যায়াম করে যেতে হবে। আমার ওপর ভরসা রাখতে হবে।"

ব্যায়াম শেষে বাড়ি ফিরে আসার সময় চেট নিজের মনে বলল, আমাকে এখনো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যেতে হবে। সেদিনের ব্যায়ামে আশার অতিরিক্ত ফল পাওয়ার ফলে ও এমন সিদ্ধান্ত নিল। ও আর তাড়াহুড়োর মধ্যে যাবে না। গেইলি ওকে যেভাবে অনুসরণ করে যেতে বলবে, সেভাবেই অনুসরণ করবে।

গতকাল রাতে শুতে যাবার সময় পলকে একটা ফোন করার কথা ভেবেছিল গেইলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফোন করা হয়ে ওঠেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাই পলের কথা আগেই মনে পড়ে গেল। ঘুমের মধ্যে

গেইলি কেবল পলকে নিয়েই স্বপ্ন দেখেছে। তাহিত্তির এক প্রত্যন্ত অঞ্চল দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপে ও আর পল বেড়াতে গিয়ে এক উষ্ণ অরণ্যের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। সামনে ও আর ওর পেছন পেছন ছুটছে পল।

ও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারল, এ সময় পল ব্র্যাগুনকে ফোন করা বৃথা। ইউসিএল-এ গ্রাজুয়েট স্কুলে ওর ভর্তির বাকি পরীক্ষা-গুলোর জন্য এখন শুধু শুধু সময় নষ্ট করাও ওর উচিত হবে না। সাইকোলজির অ্যাডভান্সড টেস্ট এবং অ্যাপটিচুড টেস্টে ও ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। এখন বাকি পরীক্ষায় সফল হলে ওর লক্ষ্য পূরণের পথ প্রশস্ত হয়।

বিছানা ছেড়ে উঠে শাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুয়ে সকালের খাবার খেয়ে বেরবার জন্য ব্রিফকেস হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে ওর টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা হাতে তুলে নিল। ভাবল নিশ্চয়ই ডক্টর ফ্রিবার্গ অথবা অ্যাডম ডেমস্কি বা চেট হান্টারের ফোন।

ও সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর চিনতে পারল, ফোন করছে পল ব্র্যাগুন। বলল, "হ্যালো বন্ধু, আমি প্রায় সারাটা দিন রাত তোমার ফোনের আশায় টেলিফোনের পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। তুমি আমাকে ফোন করবে কথা দিয়েছিলে। কিন্তু একবারও ফোন বাজল না, ব্যাপার কি ?"

"আমি সত্যিই খুব দুঃখিত পল। এখন বড্ড ব্যস্ত। তাই ফোন করতে পারিনি। তুমি তো জানো দুটো রুগী নিয়ে আমি…"

"আমি জানি, তবুও…"

"দুটো রুগী মানে দুবার ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে আলোচনা। দু বার করে তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করা। আমি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে যাচ্ছি আমার গ্রাজুয়েশনের জন্য কিছু কাজ এখনো সেখানে বাকি আছে।"

"সে যাচ্ছো যাও। কিন্তু তুমি আমাকে একা, অত্যন্ত একা করে রেখে যাচ্ছো।"

"তোমাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে," গেইলি আবেগের সঙ্গে বলল, "আজ বিকেলে আমি আবার তোমাকে ফোন করব। আজ রাতে কি তোমার কোন কাজ আছে ?"

"না, আজ রাতে আমি ফাঁকা আছি। ছটা পর্যন্ত আমার রুগীর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, তারপর আমি ফ্রি হয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে আজ রাতে তাহলে তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে খেয়ো। নটা নাগাদ আসবে কিন্তু।"

ওয়েস্টউডে এম এটি টেস্টের মধ্যে দিয়ে গেইলির সকালটা কেটে গেল। সেখান থেকে হিলস্লেডে ফিরে এসে ও দুটো মিটিং করল। একটা ডক্টর ফ্রিবার্গ ও ডেমস্কির সঙ্গে এবং আর একটা ফ্রিবার্গ ও হান্টারের সঙ্গে।

বিকেলবেলাটাও ওর বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। বেলা দুটো নাগাদ অ্যাডম ডেমস্কির সঙ্গে ওর একটা ব্যায়াম ছিল। দ্বিতীয়টা বিকেল পাঁচটার সময় চেট হান্টারের সঙ্গে। তারপর থেকে রাতের খাবার তৈরি করার জন্য ও আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আজকের রাতটা ওর নতুন আনন্দে কাটবে। যে আনন্দে ওর সঙ্গী হবে ব্র্যাণ্ডন। ঐ সুখের চিন্তায় ও বিভোর হয়ে উঠল।

বেলা ঠিক দুটোর সময় অ্যাডম ডেমস্কি এলো। গেইলি তখন পরে ছিল সিল্কের একটা গাউন। ওর নীচে আর কিছু ছিল না।

ডেমস্কিকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে গেইলি ওর জ্যাকেট খুলে ফেলতে সাহায্য করল। ডেমস্কিকে স্মরণ করিয়ে দিল, আজকের ব্যায়ামটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ সফল হলে ভবিষ্যতে যৌন মিলন সম্ভব করতে সে পুরোপুরি সফল হবে।

থেরাপি কক্ষে গেইলি ইতিমধ্যেই মাটির ওপর একটা গদি পেতে ফেলেছে। মোটা নরম গদির ওপর একটা সাদা চাদর। চাদরের ওপর দুটো বালিশ। গদি পাতা হয়ে গেলে গেইলি দেখল, ডেমস্কি একে একে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলেছে। ডেমস্কির সমস্ত পোশাক খোলা হয়ে গেলে গেইলি সিল্কের গাউনটা খুলে ফেলে নিজেও উলঙ্গ হয়ে গেল।

উলঙ্গ শরীরে গেইলি গদির ওপর বসল। গেইলিকে অনুসরণ করে ডেমস্কিও বসল।

"আজ আমরা কোন্ ব্যায়ামটা করব সেটা কি তোমার জানা আছে?" গেইলি ডেমস্কিকে জিজ্ঞেস করল।

"না, কোনটা?"

"আজকে আমরা যে ব্যায়ামটা করব, সেটা একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং কার্যকর। এই ব্যায়ামটার নাম দি ক্লক।"

"দি ক্লক?" ডেমস্কি কথাটা পুনরায় বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এটা কি ধরনের ব্যায়াম।"

"না, এই ব্যায়ামের সঙ্গে ঘড়ির কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুধু মনে মনে ভাবব, আমার যোনির মধ্যে একটা টাইমপিস ঘড়ি রয়েছে।"

ডেমস্কির ভুরু কপালে উঠে গেল। "তুমি মনে করবে তোমার যোনির

মধ্যে একটা টাইমপিস ঘড়ি রয়েছে ? কিভাবে ?" তারপর বলল, "কিন্তু কিভাবে ?"

গেইলি ওর কাছে বিশদভাবে ঘড়ি ব্যায়াম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে শোনাল।

"তাহলে তুমি বুঝতে পারলে, এবার আমরা শুরু করতে পারি ?" গেইলি বলল, "এবার শুয়ে পড়া হোক। আমি তোমার থাই, তলপেট ও বুকে টোকা মারব। তারপর আমাদের ব্যায়াম শুরু হবে।"

পালক স্পর্শের মতো অতি ধীরে গেইলি ওর শরীর স্পর্শ করলে ডেমস্কি ওর যোনির বাইরে, ভেতরে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল।

এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর গেইলি উঠে বসল। ডেমস্কিকেও উঠে বসতে ইঙ্গিত করল। উঠে বসে বলল, "এখন তুমি বসো আমি আবার শুয়ে পড়লাম।" বলে ও শুয়ে পড়ল। তারপর ডেমস্কিকে বলল, "এবার তুমি আমার হাঁটু দুটো ধরে পা ফাঁক করে দিয়ে দুটো পায়ের ফাঁকের মধ্যে বসো। আস্তে আস্তে তোমার তর্জনী আমার যোনি মুখে ঢোকাতে থাকো। প্রথমে এক ইঞ্চি, তারপর আধ ইঞ্চি, তারপর দু ইঞ্চি। আমি আমার যোনি মধ্যের কল্পনার ঘড়ির মাধ্যমে আমার প্রতিক্রিয়া তোমাকে জানিয়ে যেতে থাকবো।

"ব্যস, এইটুকুই !"

"হ্যাঁ, এইটুকু নয়। এটাই অনেক। একবার দেখ না, কেমন উপভোগ্য।"

গেইলি পা দুটো আরো ফাঁক করে দিলে, ডেমস্কি ওর তর্জনী গেইলির যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

"হ্যাঁ, এইভাবে একটু বেঁকিয়ে", বলে গেইলি ওকে উৎসাহ দিল।

ডেমস্কির তর্জনীটা পুরোপুরি ওর যোনি মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। গেইলি হয়তো ওকে এটাই বোঝাতে চাইল, নারী দেহকে সন্তুষ্ট করার জন্য পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

"কেমন অনুভব করছ," ডেমস্কিকে ও জিজ্ঞেস করল।

"নরম উত্তপ্ত।"

"আর সেইসঙ্গে চারপাশ থেকে তোমার আঙুলটাকে আঁকড়ে ধরেছে সেটাও অনুভব করছ নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ তাও।"

"এটা হচ্ছে কারণ, যোনির মধ্যে যখনই কিছু প্রবেশ করে, যোনির অভ্যন্তরের পেশী তাকে তখনই চেপে ধরে। অনেকটা ইলাস্টিক পাউচের মতো। তার ভেতরে যাই হোক না কেন। যোনিও সেই রকম, তার ভেতরে যেটা

প্রবেশ করল, সেটাকে উপযুক্ত স্থান করে দেবার জন্য তার প্রয়োজন মতো বাড়ে কমে।"

কথা বলতে বলতেই গেইলি নীচের ঠোঁটের ওপর সামনের দাঁত চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ডেমস্কিকে বলল,"ডেমস্কি তোমার আঙুল ওখানে স্থির করে রেখো না। ঢোকাও, বার করো।"

ওর উত্তেজনা একেবারে চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বেশ অনেকক্ষণ পরে ওর উত্তেজনা প্রশমিত হলে, বালিশে মাথা হেলিয়ে শুয়ে পড়ল।

ডেমস্কি সটান উঠে দাঁড়াল। "দেখ, তুমি আমার কি করেছ," ও বলল।

এক ধ্বজভঙ্গ পুরুষের অঙ্গের ঐ চেহারা দেখে ওর বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। দেখল, ওর পুরুষাঙ্গ প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা হয়ে ফুলে রয়েছে। অসাধারণ! ও আবেগ প্রকাশ করল।

"তোমার তো অনেক উন্নতি হয়েছে।"

"তোমার কি মনে হয়, আমি একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠব।"

"নিশ্চয়ই হবেই।"

ঠিক পাঁচটার বদলে পাঁচটা বেজে দশে বেল বেজে উঠলে গেইলি দরজা খুলে চেট হাণ্টারকে ভেতরে ঢুকতে বলল, ও দেখল, এই প্রথম চেট দেরি করে ওর কাছে এলো।

এর আগে প্রতিবারই চেট ওর কাছে নির্ধারিত সময়ের আগেই এসেছে। এবার দেরি করে আসার কারণ হিসেবে গেইলি অনুমান করল, হয় সে এই চিকিৎসায় এখন আগ্রহী নয়, নয়তো আগের মতো সেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাবো, ফিরে যাবো ভাবটা আর নেই। ওর মনে হলো, চেট এখন নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে চায়, মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। তাই এখন ওর মধ্যে কোন হুটোপাটি নেই। প্রতিনিধি যা বলবে, ধৈর্য ধরে তাই শুনে মেনে চলতে ও আগ্রহী।

"চেট, এখন একটু চা খাবো, তুমিও কি আমার সঙ্গে খাবে?"

"নিশ্চয়ই। তুমি যা করবে আমি তাই করব।"

"তাহলে এখন এখানে বসে একটু বিশ্রাম করো। আমি তোমার আমার জন্য চা করে আনি।"

হাণ্টার ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। ইতিমধ্যে গেইলি দু কাপ চা নিয়ে এলো। কথায় কথায় গেইলি ওর কাছে জানতে চাইল,

ওর লেখাপত্তর কেমন চলছে। গেইলি জিজ্ঞেস করল, "তোমার মেয়ে বন্ধুর খবর কি? - তোমার কাজকর্মে সে কি তোমাকে সাহায্য করে?"

"সে সাহায্য করতে আগ্রহী। কিন্তু সে অন্য কাজ করে।"

"তাকে নিয়ে কথা বলতে তোমার আগ্রহ আছে?"

"না, ও দৃঢ় কণ্ঠে ওর আপত্তি জানাল। আচ্ছা, তোমার কোন বন্ধু আছে?"

ও ইতস্তত করতে লাগল, সত্যিই কি আছে? গেইলি মিথ্যে বলতে চাইল না। "আছে হয়তো।"

"আমার মতো সেও মিলনপূর্ব রেতঃপাতের সমস্যায় ভুগলে কি করবে?"

পল ব্র্যাণ্ডনের কথা ভেবে গেইলি মুখের ওপর কোনরকম ভাবনার রেখাপাত ঘটতে দিল না। বলল, "কেন, যেভাবে তোমার চিকিৎসা করছি সেভাবে তারও করবো।"

"তুমি মনে করো এতে কাজ হবে?"

"আমার সে রকমই বিশ্বাস।"

হাণ্টার চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা পাশে সরিয়ে রাখল। "যাইহোক, এখন আমাদের কি করণীয়?"

"গতকাল আমরা যে ব্যায়াম করেছি, আজ আবার আমরা সেই একই ব্যায়াম করব। আমি ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে কথা বলেছি। এই রকমই তাঁর পরামর্শ। আমরা জামা-কাপড় খুলে ফেলে যৌনাঙ্গ সমেত পুরো ম্যাসাজ করব, তবে কালকের ব্যায়ামের সঙ্গে আজকের ব্যায়ামের কিছু পার্থক্য আছে।"

"এবার তুমি আমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার সময় এই কথাটা মনে রাখবে যে, তোমার নিজের আনন্দের জন্য তুমি আমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করছ। আমিও তেমনি আমার আনন্দের জন্য তোমার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করব। আমার বা অন্য কারুর যোনিতে তুমি পুরুষাঙ্গ প্রাবিষ্ট করালে সেটা তো তোমার আনন্দের জন্যই করো। আর আমিও আমার মতো আনন্দ পাবো। আমরা দুজনে একে অন্যের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করব।"

"যদি তুমি আমার মাধ্যমে আনন্দ না পাও?"

"সেটা ঘটা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে আজকে আমরা অতোদূর যাবো না। ব্যায়ামের শেষ পর্যায়ে আমি তোমার পুরুষাঙ্গটা হাতে ধরে আমার যোনির কাছে নিয়ে যাবো।"

"তার মানে তুমি বলছ হস্ত···" চেট চমকে উঠল।

"যা তুমি মনে করো। তবে আমি ওটা আমার যৌনাঙ্গের কাছে নিয়ে যাবো, কিভাবে উত্তেজনা কমাতে হয় তার নির্দেশ দেবার জন্য। আচ্ছা যাক, চলো ব্যায়াম শুরু করা যাক।"

এখন ওরা দুজনে উলঙ্গ অবস্থায় গেইলির থেরাপি রুমে। গেইলি ওকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তুমি কখনো মোচড়ানো, নিংড়ানো পদ্ধতির কথা শুনেছ?"

"সেটা কি?"

"মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলন বন্ধ করার জন্য মোচড়ানো পদ্ধতি।"

"মোচড়ানো? ও হ্যাঁ আমার গবেষণা পত্রে আমি এ সম্পর্কে পড়েছি।"

"আমরা এখন ওটাই করতে চলেছি। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের জন্যই মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলন ঘটে। আমি তোমার পুরুষাঙ্গ টোকা মারলে, তোমার মনে হবে এখনই আনন্দটা ষোলআনা উপভোগ করে নিই। তোমার মনেরই অন্য একটা দিক বলবে না এটা আরো কিছুক্ষণ জিইয়ে রাখা হোক। তাই না?"

"হ্যাঁ সেরকমই মনে হয়।"

"দেখ, মিলন-পূর্ব রেতঃস্খলনের হাত থেকে মুক্তির দুটো পথ আছে। একটা হলো, তথাকথিত প্রচলিত ব্যবস্থা। দু এক চুমুক মদ খেয়ে নিলে যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। অথবা অজ্ঞান করার কোন মলম লাগালে বা কনডোম ব্যবহার করলে একই ফল পাওয়া যেতে পারে। অথবা ঘরের পর্দা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির দিকে তাকিয়েও অন্য দিকে মন সরিয়ে উত্তেজনা ধরে রাখা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি হলো, মোচড় পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে তোমার সে সমস্যার সমাধান অবশ্যই হবে। আমাকে বিশ্বাস করো চেট, কাজ হবেই। তুমি উত্তেজনার চরমে পৌছলে আমাকে জানাবে। রেতঃপাতের ঠিক এক-আধ মিনিট আগে। আমি ওটির নিঃসরণে বিলম্ব ঘটিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে আমি বলব।"

গেইলি প্রতিশ্রুতি দিল, "তুমি বলা মাত্রই আমি তোমার পুরুষাঙ্গটা ধরে নেব। তিনটে আঙুল দিয়ে লিঙ্গের মাথার নীচে ও লিঙ্গের একেবারে ওপরে চাপ দিতে থাকব। তাতে তোমার ব্যথা পাবার কোন ভয় নেই। তোমার সঙ্গম ইচ্ছাটা কেবল আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়ে যাবে। তোমার লিঙ্গ নিয়ে

ঐভাবে ম্যাসাজ করতে থাকবো। যতোক্ষণ না ওটা আবার শক্ত হয়ে ওঠে। লিঙ্গ একবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। কারণ, পুরুষাঙ্গকে একবার ছেড়ে দশবার সোজা করে তোলা যায়। আমি বার বার মোচড় দিয়ে তোমার লিঙ্গকে সোজা করে তুলব। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্তত পাঁচ মিনিট করে তোমার লিঙ্গ সোজা রেখে তোমাকে আনন্দ দেওয়া যায়। এইভাবে পাঁচ মিনিট থেকে বাড়িয়ে ওটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত করতে হবে। কারণ, নারীর অঙ্গের ভেতরে বাইরে পনেরো মিনিট পর্যন্ত ওটা শক্ত রাখাই আমাদের লক্ষ্য। তুমি তাই চাও তো?"

"হ্যাঁ, আমার আপত্তি নেই," চেট বলল।

গেইলি বলল, "শুরুতে প্রথম প্রথম কিছুদিন তোমাকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমার নিজেকেই ওটাকে স্পর্শ করতে হবে। শক্ত করতে হবে।"

চেট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আরে! তুমি কি বলছ, আমাকে হস্তমৈথুন করতে হবে?"

"হ্যাঁ, করতে হবে, করবে।"

"আমি ও কাজ করি না।"

"চেট, সবাই করে, অন্তত কোন না কোন সময় করেছে বা করে। তুমিও করেছ।"

"আমি যখন ছোট ছিলাম তখন করেছি। সব বাচ্চা ছেলেই করে।"

"এখন তুমি পূর্ণবয়স্ক মানুষ। আমি চাই, আমাদের পরবর্তী ব্যায়ামের আগে পর্যন্ত তুমিও করো। হস্তমৈথুন শুরু করে মোচড় দিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করো। তুমি বাড়িতে প্র্যাকটিস করলে, আমাদের সময় অনেকটা বেঁচে যাবে।"

"আমার এই বয়সে বাড়িতে বসে এ ধরনের কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"দেখ চেট, আমি তোমাকে বলছি, হস্তমৈথুন কোন অন্যায় কাজ নয়। আমাদের সেক্স থেরাপির এটা একটা অঙ্গ। আমার কথায় ভরসা করতে না পারো ডঃ ক্রিবার্গের সঙ্গে একবার আলাপ করে দেখ।"

"হ্যাঁ আমি ডক্টর ক্রিবার্গের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"বেশ তাই হবে।"

ডক্টর ফ্রিবার্গ তাঁর চেম্বারে বসে চেট হাণ্টারের কথা শুনছিলেন। ওর কথা শুনতে শুনতে ডক্টর মাথা নাড়াতে লাগলেন। বললেন, "দেখুন মিস মিলার আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা মূলত অনুসরণযোগ্য। নির্ভুল, উচিত পরামর্শ। আপনি কেন যে এর এতো বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারছি না।"

"আসলে আমার এ কাজ একদম পছন্দ হচ্ছে না।"

"কেন পছন্দ হচ্ছে না", ফ্রিবার্গ আবার জানতে চাইলেন। "ছোটবেলায় আপনি হস্তমৈথুন করলেও আপনি জানতেন, আপনার বাবা মা আপনার এই কাজ অনুমোদন করবেন না, তাই আপনি তাঁদের জানান নি। কিন্তু এখন, আপনার একটা বৈজ্ঞানিক সত্য জেনে রাখা দরকার যে, হস্তমৈথুন করলে আপনার শরীরের কোন ক্ষতি হবে না।"

হাণ্টার ওঁর কথায় সম্মতি জানাল। বলল, "হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমার নিজের লেখার জন্য বহু গবেষণা করে আমি এই তথ্য জেনেছি। কিন্তু এখনো ছোটবেলার সেই ভয় আমাকে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দেয়। হস্তমৈথুন করতে বাধা দেয়।"

"দেখুন, ছোটবেলার আতঙ্ককে চিরসঙ্গী করা উচিত নয়। পুরনো দিনের গবেষণার রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, চুরানব্বই শতাংশ পুরুষ কোন-না-কোন সময় হস্তমৈথুন করেছে। অতি সাম্প্রতিক কালের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে সমস্ত পুরুষই কোন-না-কোন সময় হস্তমৈথুন করেছেন। আপনাকে সত্যি কথা বলতে আমার বাধা নেই আমি নিজেও হস্তমৈথুন করেছি।"

"সে আপনি যখন ছোট ছিলেন।"

ফ্রিবার্গ মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, আমি যখন ছোট ছিলাম কেবল তখনই নয়, পরেও। এই কয়েক বছর আগেও, যখন আমার বউ বাড়ি ছিল না, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম—এবং একটু স্বস্তি প্রত্যাশা করছিলাম।"

"আমি বলব, আপনি নিতান্তই ভদ্রলোক," হাণ্টার বলল।

"এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিক পুরুষও।" ফ্রিবার্গ ওর কথার সঙ্গে যোগ করলেন। "মিস্টার হাণ্টার, আমার কথার ওপর ভরসা রাখুন। আমি আপনাকে বলছি, হস্তমৈথুন পাপ নয়। আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, মিস মিলারের নির্দেশমতো হস্তমৈথুন করুন। তাতে আপনারই উপকার হবে।"

"দেখুন, আমি আপনার পরামর্শ মেনে নিতে পারি, যদি কোন তরুণী আমার মৈথুন-পূর্ব রেত-স্খলন বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। নিজে হাতে আমার ও কাজ করা সম্ভব নয়।"

"দেখুন সমান কার্যকর অন্য পদ্ধতিও আছে। আপনি সেটাও অনুসরণ করতে পারেন।"

"আছে না কি? কি সে পদ্ধতি।"

"প্রতিনিধিরা একে বলে থামো-ও-শুরু-করো পদ্ধতি। আপনি নিজেই নিজেকে উত্তেজিত করে একেবারে রেতঃস্খলনের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যান, তারপর সংযত করুন; নিজেকে শীতল করুন। আপনার পুরুষাঙ্গকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। স্বাভাবিক হয়ে যাবার পর, আবার ওটাকে উত্তেজিত করে তুলুন। তুলে একইভাবে আবার শীতল করুন। এইভাবে করতে থাকুন। এটাকেই বলে 'থামো-ও-শুরু করো' পদ্ধতি।"

"আমার মনে হয় একবার উত্তেজিত করলে আমি আবার ওটাকে নামিয়ে আনতে পারবো না।" হাণ্টার ওর ব্যর্থতা, অসহায়তা প্রকাশ করল।

ফ্রিবার্গ বললেন, "তখন ঐ মোচড় পদ্ধতি অনুসরণ করুন। ওটা করতে পারলে লাভ হবেই। আজ রাত্তিরে বাড়ি গিয়ে আপনি পাঁচ-ছ বার করুন। কাল সকালে আবার মিস মিলারকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকবার করুন। কি, করবেন তো?"

"আপনি যদি আশ্বাস দেন তাতে আমার সহবাস সুখের হবে।"

"গেইলি মিলার আপনাকে ভরসা দিয়েছেন, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। স্বাভাবিক রতি ক্রীড়া করতে পারবেন। আমি আপনাকে বলতে পারেন এই একই গ্যারান্টি দিচ্ছি।" ফ্রিবার্গ উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্য হাত এগিয়ে দিলেন। "আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হোক মিস্টার হাণ্টার।"

"আমরা দুজনে একসঙ্গে করতে পারি না?" স্যান হুইটকম্ব জিজ্ঞেস করল।

ও ব্র্যাণ্ডনের বিছানার ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে ব্র্যাণ্ডনের পোশাক খোলা দেখছিল।

"একসঙ্গে?" উলঙ্গ ব্র্যাণ্ডন বিছানার ওপর স্যানের পাশে এসে বসল। বলল, "তোমাকে সত্যি বলছি স্যান, তুমি যেভাবে চাইছ, সেভাবে আমার

পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক পদ্ধতিই আমার জানা আছে। তুমি শুয়ে পড়, চোখ বন্ধ করে বিশ্রামের ভঙ্গিতে শুয়ে থাকো। আমি তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবো। আমার করা হলে গেলে, তুমিও ঠিক ঐভাবে আমার দেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবে।"

"তাহলে এসো না দুজনে একই সঙ্গে পরস্পরের গায়ে হাত বোলাই।"

ব্র্যাগুন ইতস্তত করছিল। বলল, "বিশেষ লাভ আছে কি তাতে?"

"তা আমি জানি না। তবে বেশ সুখ, তৃপ্তি অনুভব করা যাবে তাতে। কোন পুরুষের দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাই পুরুষও আমার দেহ স্পর্শ করুক।"

"আচ্ছা, তাই হোক।" ব্র্যাগুন সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল। "আমি তোমার পাশে শোব। আমরা দুজনেই চোখ বন্ধ করে থাকবো। আমি তোমার দেহে হাত বোলাবো, তুমি আমার দেহে হাত বোলাবে। তোমার শরীরে আমি যা করব, আমার শরীরে তুমিও তাই করবে।"

"তুমি কিছু মনে করলে না তো পল?"

"তোমার এ প্রস্তাব আমার কাছে উপভোগ্য।" ও মুচকি হেসে বলল।

ব্র্যাগুন ন্যানের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ন্যানের নগ্ন পাছায় ব্র্যাগুনের উরু ঠেকে গেল। ও দেখল, ন্যান চোখ বুঁজে ফেলেছে। ও-ও চোখ বুঁজে ন্যানের মুখে, নাকে, চিবুকে চোখের নীচে হাত বোলাতে লাগল।

একই সময় ব্র্যাগুন অনুভব করল, ন্যানের হাতের তপ্ত আঙুল ঠিক ওর অনুকরণে ওর মুখের ওপর ঘোরাফেরা করছে।

আস্তে আস্তে ব্র্যাগুন ওর হাতের আঙুল ন্যানের স্তনের ওপর, চারপাশে বুলিয়ে স্তন দুটো একটু টিপে দিল। বোঁটা দুটো বাদে স্তন দুটো বেশ নরম। বোঁটা দুটোই কেবল একটু শক্ত। ওর স্তনের ওপর হাত বোলাবার সময় ব্র্যাগুন অনুভব করল, ন্যান ওর বুকের ওপর আঙুল ঘষছে, ওর বুকের লোমগুলো ধরে ধরে টানছে, ওর বুকের শক্ত বোঁটার ওপর নরম হাতের চেটো ঘষছে।

প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে এভাবে শরীরের ওপর অংশে হাত ঘষার পর ন্যানের নিম্নাঙ্গের চুলের প্রারম্ভিক অংশে ব্র্যাগুন হাত নামিয়ে আনল। ওর অনুকরণে ন্যানও তার হাত ব্র্যাগুনের নিম্নাঙ্গের চুলের ওপর নিয়ে এলে ব্র্যাগুন অস্বস্তিতে পড়ল। বুঝতে পারল, ওঁর নিম্নাঙ্গ উত্তেজিত

হয়ে উঠেছে। ন্যানের কোমল হাতের আঙুল ওর শক্ত পুরুষাঙ্গটাকে চেপে ধরেছে বুঝতে পারল।

ব্র্যাগুন চাইছিল নিজেকে সংযত করে নেয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও পারছিল না। বুঝতে পারছিল, চূড়ান্ত সুখের স্পৃহায় ক্রমশ স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠছে।

ব্র্যাগুন অতি দ্রুত আঙুল দিয়ে ন্যানের যোনি ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে ন্যানের মুখ দিয়ে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল "ও !···বন্ধ···বন্ধ করো না, চালিয়ে চাও।"

ও আগের থেকে দ্রুত তালে ম্যাসাজ করতে লাগল। এদিকে মেয়েটির কাছ থেকে ঠিক ঐ রকম ব্যবহার আশা করছিল।

আগের থেকে দ্রুত গতিতে ম্যাসাজ শুরু করে দেওয়ায়, ন্যানের আনন্দের মাত্রাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। খুশীতে ও 'আওওআ' করতে লাগল। খুশীতে এভাবে চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও আগের থেকে শক্ত করে ব্র্যাগুনের পুরুষাঙ্গটা চেপে ধরল।

হঠাৎ ব্র্যাগুনের তীব্র যৌন লিপ্সা আগুনে জল পড়ার মতো করে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্র্যাগুন বুঝতে পারল মেয়েটা তার অজান্তেই ব্র্যাগুনের পুরুষাঙ্গে মোচড় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ও মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানাল।

ওরা দুজনে উঠে বসে চোখ খুললে ন্যান ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, "আমি দুঃখিত পল। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারিনি। একেবারে অসংযমী হয়ে উঠেছিলাম।"

"তুমি কোন অন্যায় করোনি ন্যান। ডক্টর ফ্রিবার্গ জানলে খুশী হবেন। তোমার নারী অঙ্গ অনেক সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

"এই প্রথম হলো তাই না ?"

"এটা তোমার ক্ষেত্রে খুবই আনন্দের খবর।"

ন্যান ওর দিকে তাকাল। বলল, "এই ঘটনায় তুমি নিজে আনন্দ পাওনি।"

"আমি যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে।"

টনি জেকা কাজ থেকে ফেরার কয়েক মিনিট আগে ন্যান বেশভূষা পাল্টে সতেজ হয়ে সেজে এলো। ডিনার টেবিলে জেকা অসন্তোষ চেপে

রাখতে পারল না। খেতে খেতে বলল, "তুমি আমাকে ক্রমশ বড্ড বিব্রত করছ হ্যান।"

"কিভাবে?"

"সারাটা দিন অন্য লোক দিয়ে মৈথুন করিয়ে। আমি তোমাকে পয়সা দিয়ে রাখব আর এক ডাক্তার তোমাকে ভোগ করে যাবে, এ আমি মেনে নিতে পারব না। আমি নতুন একটা মেয়েছেলেকে কাজে লাগিয়েছি। মেয়েটা একদম নতুন, একেবারে ফিটফাট।"

লোকটার কথাবার্তার ধরন দেখে হ্যানের শরীর রি রি করে উঠল। ও ভেবে পেল না কি করে এই শয়তানটা ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে অক্ষত দেহে ফিরে এলো।

"আচ্ছা থাক, আজ রাতে আমি তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি, সেজন্যও আমি তোমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিচ্ছি।"

"না টনি, আজ কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এক হপ্তা তোমাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"

টনি ডাক্তার ফ্রিবার্গের নাম করে আবার একগাদা গালি-গালাজ দিল।

হ্যান কাতর কণ্ঠে বলল, "টনি এভাবে গালি-গালাজ দিও না! এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। তিনি এই লাইনের একজন সেরা চিকিৎসক। আর এক সপ্তা থেকে বড় জোর দু সপ্তা তিনি আমাকে দেখবেন। তারপর আমি একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবো।"

"তার মানে আজ তুমি আমার সঙ্গে শোবে না। স্বাভাবিক স্ত্রীরা তাদের স্বামীর সঙ্গে যেরকম সহযোগিতা করে, সেরকম সহযোগিতা তুমি আমার সঙ্গে করবে না।"

"আমি পারব না টনি। সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখি······"

জেকা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল, "তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। ঐ শালার ডাক্তারের কাছে কাল আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তাকে একবার জিজ্ঞেস করব, শালা আর কতো দিন চিকিৎসার নামে তোমাকে ভোগ করে যাবে। কটার সময় তুমি সেখানে যাবে?"

"আগামীকাল সকাল দশটায় তাঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। কিন্তু টনি প্লিজ, তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিব্রত করো না। আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী নই।"

"তাতে কি হয়েছে ?"

"তাঁর কাছে চিকিৎসা শুরু করার সময় আমি নিজেকে অবিবাহিত একা বলে পরিচয় দিয়ে ছিলাম।"

"ঠিক আছে, কাল আমি তোমার বয়ফ্রেণ্ডের পরিচয় দিয়ে সঙ্গে যাবো। সকালে খাবার টেবিলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। এ নিয়ে আর কোন কিন্তু কিন্তু নয়। আজকের রাতটা আমি নিজেকে সংযত করে রাখছি শুধু কালকের রাতে তোমাকে প্রাণভরে উপভোগ করবো বলে।"

তারপর জেকা খাবার টেবিল ছেড়ে চলে গেলে হ্যান ওর অর্ধসমাপ্ত খাবার এক পাশে সরিয়ে রেখে অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে কাঁপতে লাগল। ও ঠিক করে উঠতে পারল না কি করবে।

শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে হ্যান পোশাক পালটে একটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ভোরের আলো চোখে এসে না লাগা পর্যন্ত মরার মতো কাঠ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে রইল।

ঘুম ভেঙে গেলে বিছানা থেকে নেমে সুটকেসটা টেনে নামিয়ে খুলে ফেলল। নিজের যাবতীয় পোশাক, বেল্ট, স্কার্ট, ব্লাউজ, অন্তর্বাস সবই এক জায়গায় জড়ো করল। জুতোর ফাঁকে লুকিয়ে রাখা জমানো সামান্য টাকা বার করে নিল। ও জানে এই টাকায় ওর বেশি দিন চলবে না; তবু নতুন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এই টাকাতে যাহোক করে চলে যাবে। সব কিছু এক জায়গায় করে সুটকেস বন্ধ করে ফেলল।

এবার আর একটা কাজ বাকি রয়ে গেল। জেকার নামে একটা চিঠি লেখা হলো না। প্যাডের একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে জেকাকে লিখল, 'তার পক্ষে আর জেকার সঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, জেকা ডাক্তারের কাছে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছে। এটা মেনে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। জীবন ধারণের জন্য ও একটা নতুন কাজ জুটিয়ে নেবে।' কথাগুলো লিখে সেলোটেপ দিয়ে আয়নার কাচের ওপর আটকে দিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় জেকার নাকডাকানির শব্দ শুনতে পেল। বাইরে ভোরের শীতলতায় স্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

পল ব্র্যাণ্ডনের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ নৈশভোজের বাসনায় গেইলি মিলার ওর ছোট্ট রান্নাঘরে বসে বসে অনেক সুস্বাদ খাবার তৈরি করল। রান্নাঘরের

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পলের আসতে এখনো কুড়ি মিনিট বাকি আছে। নিজের গোছগাছ করে নেওয়ার পক্ষে সময় যথেষ্টই বলতে হবে।

রান্নাঘরে থেকে ও শোবার ঘরে এলো। অনেক ভেবে চিন্তে বেছে বেছে পোশাক গ্রহণ করল। যৌন প্রতিনিধির ভূমিকায় কাজ করার সময় ও কখনোই যৌন উত্তেজক পোশাক পরে না। কিন্তু পল ব্রাণ্ডন ওর রুগী নয়। সে সর্বশক্তির অধিকারী এক পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। এমন এক পুরুষ যে ওকে উত্তেজিত করে, যাকে পাবার জন্য ও ছটফট করে। যাকে পেলে ও শরীরে, মনে তৃপ্তি পাবে বলে আশা রাখে। ও একটা সাদা লো-কাট সিল্কের ব্লাউজ পরল। এই ব্লাউজ পরার ফলে স্তনের অর্ধেক প্রায় আঢাকাই রইল। এরই সঙ্গে ও একটা হলুদ রং-এর খাটো স্কার্ট পরল। প্রসাধনীতে মুখ রাঙিয়ে তুলল। নিজের সাজগোজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, ডোরবেল বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পেল।

ও দরজা খুলে দেখল, এক গুচ্ছ গোলাপ হাতে নিয়ে পল ব্রাণ্ডন ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

রোমাঞ্চিত, আনন্দিত গেইলি ওকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে উষ্ণ চুম্বনে পলের মুখ ভরিয়ে দিল। পলের পরণে ধূসর রং-এর স্পোর্টস জ্যাকেট তার নীচে সাদা গেঞ্জি, কালো রং-এর প্যান্ট। এই পোশাকে পলকে ওর সিনেমার নায়কদের মতো আকর্ষণীয় লাগল।

"আচ্ছা পল," ও বলল, "আমরা দুজনে দুবার একসঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলাম, তাই না? তবু দেখ আমরা দুজনে দুজনের কিছু এখনো সেভাবে জানি না, তাই না?"

"না, গেইলি, আমরা ঠিক একসঙ্গে দুবার নৈশভোজে মিলিত হইনি। কফি কর্নারে বসে ফাস্ট ফুড খেয়েছিলাম। তেমন একান্ত পরিবেশও ছিল না।"

"ঠিক বলেছ। যাক, আজ রাত্তিরে তো আর আমাদের কোন সমস্যা নেই।"

ব্র্যাণ্ডন স্কচের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, "আগে তোমার খবর বলো। তোমার কি পরিবার আছে?"

গেইলি মাথা নাড়ল। "না, সেভাবে ঠিক নেই। আমার ছোট-বেলায় বাবা মারা যান। মা বেঁচে আছেন। তিনি থাকেন নার্সিং হোমে। তিনি একটু তাড়াতাড়িই বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তাঁকে ঠিকমতো দেখা-

শোনা করা হচ্ছে কি না জানার জন্য মাসে একবার করে আমি তাঁকে দেখতে যাই। তাছাড়া আমার এক বড়ভাই আছে। সে টরণ্টোতে থাকে।"

"তুমি কি করো, তা কি সে জানে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা চিঠিপত্রে খোলাখুলিভাবেই সব কথা জানাই। মাঝে মাঝে ফোনেও কথা হয়। ও জানে, আমার এই কাজের মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কারণ, ও জানে আমি কেন যৌন প্রতিনিধি হয়ে উঠলাম। এখনো আমি একাই আছি। তোমার কি খবর?"

"আমি···আমিও এখন একা। ইচ্ছে করেই একা রয়েছি। একবার বিয়ে করেছিলাম।"

"ও! তুমি বিয়ে করেছিলে? তা কি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত?"

ব্র্যাণ্ডন কাঁধ ঝাঁকাল।" কি আর হবে? মেয়েটা লসঅ্যাঞ্জেলেসের এক তরুণী অভিনেত্রী। নিজেকেই বেশি ভালোবাসে, নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে চায় না। যৌন আনন্দ বিনিময়ে তার বিশেষ আগ্রহ নেই।"

"তাই তুমি ওকে ডিভোর্স করে দিলে?"

"এক বছর পরে।" ব্র্যাণ্ডন বলল।" তবে এক ধরনের আপরাধ বোধ আমাকে প্রায়শই আঘাত করত।"

"পরিবারে তোমার কে আছে?"

"আমার কোন ভাইবোন নেই। একদিক থেকে দেখতে গেলে আমার অভিভাবকও নেই। আমার মা বাবা বেঁচে আছেন ঠিকই, তবে প্রায় দশ বছর হলো তাঁরা ডিভোর্স করে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। তাঁরা দুজনেই আবার বিয়ে করেছেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে আমি তোমার মতোই। তবে আমি আর একাকী থাকতে চাই না। সে জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি।"

ও বিস্ময় প্রকাশ করল। "তুমি কেন এসেছ?"

"কারণ তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।"

গেইলি স্মিত হাসি হাসল, "ভালো বলেছ।" খালি গেলাস টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ব্র্যাণ্ডনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর হাত ধরে বলল, "চলো, এবার ডিনারে বসা যাক।"

ব্র্যাণ্ডন ওকে নিজের কাছে টেনে নিল। ওকে খাবার ঘরে যেতে না দিয়ে নিজের শরীরের কাছে টেনে নিল। গেইলি বাধা দিল না।

"খাবার একটু পরেও খাওয়া যেতে পারে, তাই না?" ব্র্যাণ্ডন ফিস ফিস করে ওর কানে কানে বলল। গেইলির মুখের ওপর ব্র্যাণ্ডন ওর মুখ নামিয়ে আনল। নিজের দুটো ঠোঁট ওর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। সবেগে ওকে চুমু খেল। বলল, "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, গেইলি আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"আমিও তোমাকে ভালোবাসি পল। আমাদের আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

"আমি অনুমান করেছিলাম, তুমি এ রকম কথাই বলবে।"

গেইলি ব্র্যাণ্ডনের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। পাশেই আমার শোবার ঘর, চলো ওখানে যাই।"

গেইলিকে অনুসরণ করে ব্র্যাণ্ডন এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে ব্র্যাণ্ডন নিজের হাতে গেইলির পোশাক এক-এক করে খুলে দিতে লাগল। ওর পোশাক খোলা হয়ে গেলে নিজের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল। পোশাক খুলে ফেলে গেইলিকে আবার জড়িয়ে ধরল। ওর মুখ চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল। সারা মুখে চুমু খাওয়া হয়ে গেলে আস্তে আস্তে মুখ নীচে নামিয়ে এনে ওর বুকের ওপর চুমু খেতে লাগল। ওর স্তনের বাদামি বোঁটাগুলো ফুলে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুখ দিয়ে, হাত দিয়ে ওগুলোকে আদর করতে লাগল।

গেইলি দু হাত দিয়ে ওকে আলিঙ্গন করে বিছানার ওপর তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু ডেমস্কি অতোদূর অগ্রসর হতে মোটেই রাজি হলো না। ও প্রসঙ্গান্তরে কথা নিয়ে গেল। আজকের দুজন রুগীর সঙ্গে গেইলি যেমন ব্যবহার করল, ওরা তার কাছে কতোটা প্রত্যাশা করেছিল এবং গেইলি সেই প্রত্যাশার কতোটা পূরণ করেছে, ইত্যাদি সবই ও জানতে চাইল। এইসব কথার মাঝে গেইলি একবার ওর পুরুষাঙ্গে চুমু খেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে ও বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত ও গেইলিকে এই কথা বলে চলে যায় যে, দুজন প্রতিনিধির সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠা ঠিক নয়। ওকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে টনি জেকা বিছানায় পাশে স্থানকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলো। এমন সাধারণত ঘটে না। টনি রেস্তোরাঁয় যাবে বলে সকালে বিছানা থেকে ওঠার পরেও দেখে স্থান তখনো শুয়ে ঘুমোচ্ছে—

এটাই সাধারণত রোজকার দৃশ্য। আবার কখনো কখনো অবশ্য বাড়ির কেনাকাটা করার জন্য ন্যান জেকার আগেই বিছানা থেকে উঠে শপিং-এ বেরিয়ে পড়ে।

জেকা তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিল। ওর অফিসে দুজন নতুন দরখাস্তকারীর সাক্ষাৎকার নেবার কথা। তারপর ওখান থেকে ন্যানের ডাক্তারের কাছে। সেখানে বেজন্মাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে আসার কথাও ভেবে রেখেছে। নতুন পোশাকে ও ব্রেকফাস্টের টেবিলে গিয়ে বসল। সকালের খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে খেলার পাতা খুলল। হিলডা ওর সামনে কমলালেবুর জুস, গরম কফি এনে রাখল। কমলালেবুর জুসে চুমুক মারতে মারতে খবরের ওপর চোখ বোলাতে লাগল। ইতিমধ্যে হিলডা ডিম, শুয়োরের মাংস, পাঁউরুটি দিয়ে গেল। ডিম পাঁউরুটিতে কামড় বসিয়ে হিলডাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার বান্ধবী কখন সকালের জলখাবার খেয়েছে?"

রান্নাঘরে ফিরে যেতে যেতে হিলডা বলল, "উনি খাননি।"

জেকা ঘুরে বসে হিলডাকে ডেকে বলল, "আরে এই হিলডা শোন এখানে আয়। তুই কি বলছিস রে, সে এখনো প্রাতরাশ খায়নি, ও সকালে না খেয়ে বাড়ি থেকে বার হয় না।"

"কে বলেছে সে বেরিয়ে গেছে? আমি তাঁকে বেরতে দেখিনি। তিনি বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছেন।"

"তাই নাকি!" বলে জেকা ওর মুখের অবশিষ্ট ডিমটা খেয়ে নিয়ে কাগজটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ন্যানকে খোঁজার উদ্দেশ্যে ও ন্যানের বাথরুমের দরজায় টোকা মারল। ন্যান ওখানে ছিল না। ওখান থেকে জেকা ন্যানের ড্রেসিং রুমে ঢুকল। ন্যানকে কয়েকটা গালিগালাজ করল। এই ঘরেও অবশ্য ওকে পেল না। ন্যানের জামা-কাপড়ের আলমারি ফাঁকা দেখে ওর কেমন সন্দেহ হলো। ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আয়নার ওপর ওর চোখ আটকে গেল। আয়নার ওপর সেঁটে রাখা ছোট চিঠিটা তুলে নিল। চিঠির প্রতিটা কথা ও খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ল। বুঝতে পারল, ন্যান ওকে ছেড়ে চলে গেছে। রাগে গজরাতে গজরাতে ন্যানকে গালি দিতে দিতে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল।

মেয়েটাকে ভালো রকম শিক্ষা দেবার বাসনায় ওর ডাক্তারের কাছে

যাবে বলে স্থির করল। সারা ঘর তোলপাড় করে খুঁজে ওর ডাক্তারের একটা রিসিট বার করল। রিসিটে ডাক্তার স্ট্যানলি লোপেজের ঠিকানা। ঐটা হাতে নিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে লোপেজের ঠিকানায় চলে গেল।

ঠিক পনেরো মিনিট পরে ছতলা মেডিক্যাল বিল্ডিং-এর সামনে এসে থামল। হিলস্লেডের শহরতলিতে এই মেডিক্যাল বিল্ডিং। একতলায় নামের তালিকায় ডক্টর লোপেজের নাম দেখে নিয়ে লিফটে উঠে পড়ল। পাঁচতলায় তাঁর অফিস। লিফট থেকে নেমে সামনে নেম প্লেট দেখতে পেল স্ট্যানলি এম. লোপেজ, এম. ডি।

ডক্টর লোপেজের সুসজ্জিত চেম্বারে তাঁর রিসেপশনিস্ট তখন কাজ করছিল। জেকাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, "বলুন কি ব্যাপার?"

"আমি আমার···আমার বউয়ের ব্যাপারে ডক্টর লোপেজের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

"তিনি কি আমাদের এখানের রুগী?"

"নিয়মিত রুগী।"

"তাঁর নামটা যদি দয়া করে বলেন।"

'জেকা', ও সঙ্গে সঙ্গে বলল. তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল, "না, আসলে ও ওর কুমারী অবস্থার নামটাই ব্যবহার করত। ও, মানে আমার বউয়ের নাম, ন্যান হুইটকম্ব। আজ ওর ডক্টর লোপেজকে দেখাবার জন্য আসার কথা।"

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভুরু কোঁচকাল, "তা কি করে হয়। আজ ডক্টর লোপেজের কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। আজ তাঁর ইউএসসি-তে একটা সেমিনারে যোগ দেবার কথা। আপনি নিশ্চিত বলছেন, আপনার স্ত্রী এখানে নিয়মিত দেখাতে আসেন? আচ্ছা দাঁড়ান, একটু দেখি, তাঁর নামটা পাই কি না।"

"আমি নিশ্চিত, আপনি তার নাম পাবেন. এই দেখুন আপনাদের একটা মেডিক্যাল বিল।"

মেয়েটা ওর হাত থেকে বিলটা নিয়ে নিল। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর ঠিক পেছনের ফাইল ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খুলে বর্ণমালা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা নামের ফাইল খুঁজতে লাগল। বলল, "আপনি ঠিকই

বলেছেন স্যার, আমাদের কাছে হুইটকম্ব ন্যান-এর নামে একটা ফাইল আছে, আচ্ছা আমি একবার ফাইলটা দেখে নিই।"

ফাইলটা হাতে নিয়ে ও কাউণ্টারে ফিরে এসে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাৎ জেকার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "আমার মনে হয় তিনি এতোদিনে ভালো হয়ে গেছেন। আপনার স্ত্রী আর ডক্টর লোপেজের রুগী নন। তিনি একবার চেকআপের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে পাঠানো হয়। আপনার কিছু জানার থাকলে এবার আপনি ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

"ডক্টর ফ্রিবার্গ? ন্যান তো কখনো তার নাম বলেনি।"

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি জেকার রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে লাগল। বলল, "উনি হয়ত লজ্জা পেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে মহিলারা সাধারণত স্বামীদের এড়িয়েই চলেন।"

"কেন, কি হয়েছে তার?"

"তিনি সেক্স থেরপিস্টের কাছে যান। ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ একজন সেক্স থেরাপিস্ট। মার্কেট ষ্ট্রীটে তার ফ্রিবার্গ ক্লিনিক রয়েছে। এখান থেকে এই মিনিট পাঁচেক দূরে। আপনার স্ত্রী এখন তাঁরই রুগী। আমার মনে হয় তিনি আপনাকে আলোচনার সময় দেবেন।"

"আচ্ছা! কি নাম বললেন যেন, ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ?" জেকা বলল।

"হ্যাঁ, ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গ। এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে ঘুরে যাবেন। তারপর ডানদিকের প্রথম ব্লক। ওটাই মার্কেট। আপনাকে এই পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট হাঁটতে হবে। আপনার গাড়ি থাকলে পাঁচ মিনিট। আমি আপনাকে ফ্রিবার্গের ক্লিনিকের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।"

মেয়েটার দেওয়া কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে ও ভাবতে লাগল কিভাবে লোকটাকে শিক্ষা দেবে। চিকিৎসার নামে মেয়েটাকে উপভোগ করার জন্য লোকটাকে ভালো রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত মনে করে সেই রকমই পরিকল্পনা করতে লাগল।

বেলা এগারোটা পনেরো মিনিটে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস হিলস্লেডে

বসে রজার কিলের টেলিফোন পেলেন। ফোনে রজার নিজেকে লস-এঞ্জেলেসে ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গের অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল বলে পরিচয় দিলেন।

এক সপ্তা ধরে লুইস কেবলই ভাবছিলেন, কখন ডক্টর ফ্রিবার্গ বা তাঁর উকিলের কাছ থেকে ফোন আসে। এখন ফোন পেয়ে অনুমান করতে পারলেন, যাহোক একটা সিদ্ধান্ত এবার জানা যাবে।

ফোনে কিল বললেন, "আমার মক্কেল ডক্টর আর্নল্ড ফ্রিবার্গকে আপনি যে চরম পত্র দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। ডক্টর ফ্রিবার্গের অ্যাটর্নি হিসেবে এ প্রসঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

"মিস্টার কিল," হয়েট লুইস ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, "এ-ব্যাপারে যে বিশেষ কিছু আলোচনার নেই তা আমার মনে হয় না। ডক্টর ফ্রিবার্গের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের আগে তাঁর কাজকর্মের গতি প্রকৃতির খোঁজ-খবর জানতে পারি, তিনি অর্থের বিনিময়ে পুরুষদের সঙ্গ দেবার জন্য যৌন প্রতিনিধি নিযুক্ত করছেন। আমি তাঁকে বলি অর্থের বিনিময়ে এই যৌন প্রতিনিধিদের দিয়ে কাজ করান যৌন অপরাধের মধ্যে পড়ে। তাঁকে এ কথাও জানাই, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং কোন যৌন প্রতিনিধির ছ মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে।"

"আর তারপরই আপনি আমার মক্কেলকে সমঝোতার প্রস্তাব দেন।

"হ্যাঁ, সমঝোতা, একটা উদারতার মনোভাব থেকেই আমি সমঝোতার প্রস্তাব দিই। কারণ, অপরাধের তালিকায় তাঁর নাম নেই। টাকসনে এই পেশা চালান ছাড়া তাঁর আর কোন অপরাধ নেই। এবং তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার আইন ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি মনে করে আমি তাঁকে আর একবার সুযোগ দিয়েছি। খুব সোজা ব্যাপার মিস্টার কিল, তিনি এখনই তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার বন্ধ করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সাধারণ থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন। তা না করে তিনি যদি এই পেশা চালিয়েই যেতে থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে গ্রেপ্তার করে, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালাতে বাধ্য হবো।"

"এখানে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে," কিল বললেন। "দেখুন আমাকে যখন প্রথম জানানো হলো, আমাকে ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং তাঁর প্রতিনিধিদের সমর্থনে ওকালতি করতে হবে, তখন তাঁদের কাজের প্রকৃতি

সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। ডক্টর ফ্রিবার্গকে আমি আইন মেনে চলা বিচক্ষণ মানুষ বলেই জানতাম। তবে, আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। ভাবলাম, যৌন প্রতিনিধিরা হয়তো আসলে বেশ্যা এবং তারা যৌন প্রতিনিধির মুখোশের আড়ালে বেশ্যাবৃত্তিই করছে! কিন্তু এই নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করতে গিয়ে আমি বেশ কয়েকজন যৌন প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি জানতে পারি, যৌন প্রতিনিধি ও বেশ্যাদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে। বর্তমানে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, যৌন প্রতিনিধিত্ব ও বেশ্যাবৃত্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা। ফ্রিবার্গ এবং তাঁর প্রতিনিধিরা মানুষের নিরাময়ে সাহায্য করেন। অপরদিকে বেশ্যা ও তাদের দালালরা কেবল মানুষকে শোষণ করতেই আছে। ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়র্ক শহরের প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই পার্থক্য জানেন। তাই তাঁরা গত পঁচিশ বছরে কোন যৌন প্রতিনিধি বা সেক্স থেরাপিস্টের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেননি।”

“নেননি কারণ প্রধানত এই দেশের নৈতিক মানের অতোটা অধঃপতন ঘটেনি। তখন চিত্র আলাদা, এবং এখন এটা বন্ধ করা দরকার। কারুকে না কারুকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং আমিই সে দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আবার বলছি, মাগীর দালাল ও বেশ্যা এবং সেক্স থেরাপিস্ট ও যৌন প্রতিনিধি এদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, এদের আমি আলাদা করে দেখিও না।”

“কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে”, কিল জোরের সঙ্গে বললেন, “একজন মহিলা যৌন প্রতিনিধি এবং একজন বেশ্যার মধ্যে উদ্দেশ্য ও চরিত্রগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে।”

হয়েট লুইসের গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। বললেন, “আমি তা স্বীকার করি না। এই ধরনের যুক্তির সঙ্গে আমি পূর্ব পরিচিত। ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে আগে বলেছেন। আদালতে আইনের সামনে এসব যুক্তি ধোপে টিকবে না। মহিলা যৌন প্রতিনিধি লাইসেন্সবিহীন পথের বেশ্যার মতো······”

“মিস্টার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি,” কিল ওর কথায় বাধা দিলেন, “বললেন, আমার বিশ্বাস যৌন প্রতিনিধিরা পরোক্ষভাবে লাইসেন্সের অধিকারী। তারা সম্পূর্ণ লাইসেন্সের অধিকারী কোন থেরাপিস্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে।”

"দুঃখিত মিস্টার কিল, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ডক্টর ফ্রিবার্গের যৌন প্রতিনিধিরা গোপনে বেশ্যা বৃত্তিরই কাজ করে। হিলস্লেডে আমি এ কাজ চলতে দিতে পারি না।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "এই বিতর্ক চালিয়ে যাবার কোন যুক্তিও আমি খুঁজে পাই না। যৌন প্রতিনিধির ব্যবহারক্রমে প্রচ্ছন্নভাবে বেশ্যাবৃত্তির দালালির পরিবর্তে যৌন প্রতিনিধি ছাড়া থেরাপির পেশা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে যেটা তাঁর উপযুক্ত মনে হয়, সেটা বেছে নিন। আমি আর কিছু বলব না। এরপর তিনি আমার পরামর্শ না শুনলে আদালতে এর মীমাংসা হবে। আপনি কি ডক্টর ফ্রিবার্গের সিদ্ধান্ত আমাকে জানাতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর কি সিদ্ধান্ত?"

"ডক্টর ফ্রিবার্গের অ্যাটর্নি হিসেবে আমাকে এ-কথা বলতে বলা হয়েছে যে, তিনি যে কাজ করছেন তা সম্পূর্ণ আইনসম্মত এবং তিনি যৌন প্রতিনিধিদের ব্যবহার সহ এই পেশা চালিয়ে যাবেন।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, ডক্টর ফ্রিবার্গ যৌন প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে তাঁর এই পেশা চালিয়ে যাবেন? এটাই তার সিদ্ধান্ত?"

"হ্যাঁ এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত।"

"তাহলে আদালতে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ কেউ রোধ করতে পারছে না মনে হয়।"

এক ঘণ্টা পরের কথা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস-এর অফিস চেম্বারে তখন তাঁর সামনে রেভারেণ্ড যশ স্ক্যারাফিল্ড বসে রয়েছেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিই কথা শুরু করলেন। বললেন, "আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি জানি, আপনি কতোটা ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু এই ফ্রিবার্গ এবং তাঁর যৌন প্রতিনিধির ব্যাপারটা..."

"আমি যতো ব্যস্ত মানুষই হই, আপনার বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঐ হাতুড়ে ডাক্তারটা আমাদের পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে।"

"আপনি তো জানেন আমি ফ্রিবার্গকে মিটমাট করে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একটু আগেই ফোনে তাঁর উকিলের সঙ্গে কথা হলো। তিনি ওঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।"

"কি বললেন?" কৌতূহলে স্ক্যারাফিল্ড সামনে চেয়ার টেনে আনলেন।

"ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে অবজ্ঞা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি যৌন প্রতিনিধির ব্যবহার চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?"

"তিনি তাঁর অন্যায় কাজ চালিয়ে যাবেন?" স্ক্যারাফিল্ড বললেন।

"আর সে জন্যই আমরা", লুইস শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনসম্মত ব্যবস্থা নেব।"

রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। "মেয়েছেলের দালালি এবং বেশ্যাবৃত্তি। মিস্টার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমার মনে হয় আপনি এই মামলায় হারবেন না। আপনি আমাদের ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র আমরা আপনার হয়ে প্রচার শুরু করব। এই কেসে জিতে গিয়ে আমরা সবরকমভাবে লাভবান হবো। আমাদের জীবনে এটাই হবে সব থেকে বড় জয়।"

হয়েট লুইস মাথা নাড়লেন। "আমার মনে হয় সেটা সম্ভব। সে জন্যই আমি এগোতে সাহস পাচ্ছি। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে উপযুক্ত প্রমাণের ওপর। আপনি তার কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"কেন চেট হাণ্টার? ওকে নিয়ে ভাববেন না। ও ডক্টর ফ্রিবার্গের একজন নিয়মিত রুগী! গেইলি মিলার নামে এক তরুণী বেশ্যার সঙ্গে ও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে।"

"ও কি ঠিকমতো কাজ করছে?"

"চেট হাণ্টার আমাকে সেরকমই আশ্বাস দিয়েছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর এখনো পর্যন্ত ছেলেটার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে ও আমার সঙ্গে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখে।"

"ছেলেটা কি ওর দৈনন্দিন কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখছে?"

"নিশ্চয়ই, প্রতিদিনকার রেকর্ড রাখছে।"

"খুব ভালো।" লুইস বললেন, "এখন একটা জিনিস আমাদের জানা বাকি আছে, ওটা জানা হয়ে গেলেই আমাদের হয়ে যাবে। দেখতে হবে তারা রতি কর্মে লিপ্ত হচ্ছে কি না। এই প্রসঙ্গে হাণ্টের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ পেয়ে গেলে আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। ফ্রিবার্গ এবং গেইলি মিলারের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে কেস ঠুকে দেব। আচ্ছা, হাণ্টার টেপ ব্যবহার করছে তো।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"আমার অভিযোগের সমর্থনে আদালতে আমি তার রেকর্ড পেশ করতে

চাই। তাতে হাণ্টারের সাক্ষের সমর্থনে টেপটা বাজাবো।" হঠাৎ লুইস চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তা কি সম্ভব হবে? ও কি পারবে?"

"ওর গবেষণার কাজের জন্য ও একটা অতি ক্ষুদ্র ভয়েস অ্যাকটিভেটেড রেকর্ডার ব্যবহার করে। ওটা ও জ্যাকেটের গোপন পকেটে লুকিয়ে রাখে। ওরা যৌন ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠলে যাবতীয় শব্দ, কথা ঐ রেকর্ডে উঠে যাবে।"

"হ্যাঁ, এই তো ঠিক, এইভাবেই আমি এগোতে চাই। হাণ্টার রতিক্রিয়া শেষে টেপ নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলে, আপনি আমাকে জানাবেন। টেপ হাতে পেয়ে গেলে আমি মিস মিলার এবং ডক্টর ফ্রিবার্গকে গ্রেপ্তার করব। তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চেট হাণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিন ও কোন অবস্থায় আছে।"

রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। লুইসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "চেট এখন বাড়ি থাকলে আমি ওর সঙ্গে দেখা করছি।"

আধঘণ্টা পরে রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড চেট হাণ্টারের অ্যাপার্টমেণ্টের নড়বড়ে ইজি চেয়ারে বসে ওর ঘরের চারপাশে দেখতে দেখতে বললেন, "এইখানেই তুমি মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হও?"

"মেয়েটা? তার মানে আপনি গেইলি মিলারের কথা বলছেন?"

"ঐ যে তোমার সঙ্গে যুক্ত ফ্রিবার্গের ছোট্ট বেশ্যাটা। সে কি তোমার এখানেই আসে?"

"না, ও একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছে। এখান থেকে কুড়ি মিনিটের পথ হবে।"

"ওর ঠিকানাটা তুমি আমাকে দিলে ভালো হয়। মেয়েটাকে হাজতে পুরতে সুবিধে হবে।"

অনিচ্ছার সঙ্গে হাণ্টার একটা কাগজের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে তাতে গেইলি মিলারের ঠিকানা লিখে পুরোহিতটার হাতে তুলে দিল।

স্ক্যারাফিল্ড ঠিকানাটা পকেটে রেখে দিলেন। বললেন, "তুমি ওর সঙ্গে কোথায় মিলিত হও? ওর বেডরুমে?"

"না বেডরুমে নয়, ওর থেরাপি রুমে।"

"কি রুম বললে?"

"ওটা একটা অতিরিক্ত কক্ষ। এই একটা অফিস গোছের ঘর। ওখানেই ও ব্যায়ামগুলো দেখিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে একটা কোচ এবং একটা গদি পাতা রয়েছে।"

"তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছ ?"

"হ্যাঁ···" হাণ্টার ইতস্তত করতে লাগল। "আমার পেপারগুলো আপনি পড়ুন না।" ডেস্কের ওপর থেকে টাইপ করা পেপারগুলো এনে তুলে দিল। "আমাদের দুজনের প্রাত্যহিক ব্যায়াম আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি। মোট পঁচিশটার মতো শিট হবে। আপনি এগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

"আমি সবই জানি", আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমাকে সব জানিয়েছেন। এখন তাঁর হাতেই এসব তথ্য তুলে দিতে হবে। তিনিই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এদের ব্যাপারে কতোদূর কি খবর পাওয়া যাবে জানার জন্য।"

"কোন অসুবিধে হবে না। সবই উনি পেয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, ততোক্ষণ আমি তাহলে এগুলো একটু পড়ে নিই।"

"হ্যাঁ, আপনি পড়ুন, আর সেই ফাঁকে আমি আপনার জন্য কফি তৈরি করে আনি।"

হাণ্টার ওর রান্নাঘরে চলে গিয়ে কফি করতে লাগল। স্ক্যারাফিল্ড ওর লেখাটা নিয়ে পড়তে শুরু করায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কফি করে দুজনের কফি নিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলো। স্ক্যারাফিল্ডের কফি টেবিলের ওপর রেখে নিজের কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল। দেখল, স্ক্যারাফিল্ড বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছেন। ও যে কফির কাপ রাখল, সেদিকে তাঁর নজরই নেই। ওর কফি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তবুও স্ক্যারাফিল্ড এক মনে রিপোর্ট পড়ে যেতে লাগলেন। এভাবে আরো প্রায় দশ মিনিট কেটে যাবার পর তিনি মুখের সামনে থেকে টাইপ করা কাগজের শিটগুলো নামিয়ে চেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ তো একেবারে নোংরামোর চূড়ান্ত। তবে এ দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি প্রমাণ করা যায় না। এর মধ্যে আমি কোন যৌন সঙ্গমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমি অংশবিশেষকে নিয়েই কেবল লিখেছি," হাণ্টার বলল।

"আচ্ছা, এই যে হাতে হাত বোলানো, মুখে হাত বোলানো, দেহ প্রদর্শন, পিঠে হাত বোলানো—-এগুলো কি ব্যাপার ? আদালতে তোমাকে একটা কথাই জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি মেয়েটার দেহের ওপর শুয়েছ কি না ?"

"শুইনি, তবে শুতে পারি।"

"তোমার বাধা কিসে ?"

"মিস্টার স্ক্যারাফিল্ড এই থেরাপিতে কিছু পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। তা সেই পদ্ধতি মানতে গিয়ে আমার এখনো তাকে উপভোগ করার সময় হয়নি।"

স্ক্যারাফিল্ড বিরক্ত হলেন। বললেন, "আরে বেশ্যার সঙ্গে আবার পদ্ধতি মেনে উপভোগ করা। তুমিই তো বললে মেয়েটা আগে অনেকের সঙ্গে রমণ করেছে। তাহলে তুমিই বা দেরি করছ কেন ?"

হাণ্টার ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। ওর বেশ ঘাম হচ্ছিল। মিস্টার স্ক্যারাফিল্ডকে ও এই সত্যি কথাটা বলতে পারছিল না যে, ও চেষ্টা করেছিল এবং নিজের অযোগ্যতার জন্য ও অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। ওর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে মোচড় পদ্ধতি গেইলি কেবল ওর জন্যই ব্যবহার করছিল, ও এখন সেটারই উল্লেখ করতে আগ্রহী।

"আমরা ধীরে ধীরে উন্নতি করছি, আমার বিশ্বাস আগামীকাল আমি ওর সঙ্গে যৌন ক্রীড়া করব," চেট বলল।

"তুমি ঠিক বলছ ?"

"এটাই এই থেরাপির পরবর্তী অধ্যায়।"

"তুমি প্রতিজ্ঞা করতে পারবে ?"

"হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।"

স্ক্যারাফিল্ডের কঠিন মুখের ওপর হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের টাইপ করা কাগজগুলো দুলিয়ে হাণ্টারকে বললেন, "তুমি এগুলোর ফটোকপি করে ডি. এ-এর কাছে পাঠিয়ে দিও। পাঠাবার সময় জানিয়ে দিও টেপ করা প্রমাণও তুমি দু-একদিনের মধ্যে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছ।"

"আগামী পরশু তিনি ওটা পেয়ে যাবেন।"

"ঠিক আছে, তোমার কাছ থেকে প্রমাণ হস্তগত হলেই আমরা ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং মিলারকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেব।" হাণ্টারের পিঠ চাপড়ে ওকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, "আগামী কালকের দিনটাকে নিশ্চিন্তে উপভোগ করো।"

নিজের শোবার ঘরে ব্র্যাণ্ডন তখন পোশাক খুলছিল। ওর সামনে বিছানার ওপর উলঙ্গ দেহে বসে রয়েছে ন্যান। শ্রদ্ধাভরা দু চোখে মেয়েটা

ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে। অথচ সেদিকে ব্র্যাগুনের মোটেই আগ্রহ নেই। ওর মন পড়ে রয়েছে গেইলির দিকে। গেইলির সঙ্গে ওর যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, কালকের ঘটনা তাতে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। এখন ওর খুব ইচ্ছে করছে গেইলিকে একবার ফোন করে জেনে নেয়, ওর সঙ্গে আজ একবার দেখা হওয়া সম্ভব কি না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই ওর পোশাক খোলা হয়ে গেল। ন্যান ওরই অপেক্ষায় বিছানায় উলঙ্গ হয়ে বসে রয়েছে, সেটাও মনে পড়ল। আজ ওদের অঙ্গ সংস্থাপনের দিন।

পোশাক খোলা হয়ে গেলেও ব্র্যাগুন এগোতে সাহস পেল না। এই মুহূর্তে গেইলিকে কিছুতেই মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না দেখে, ন্যানের সঙ্গে অঙ্গ সংস্থাপন ব্যায়ামে লিপ্ত হতে ভয় পেতে লাগল। ওর সামনে মেয়েটার অমন সহজভাবে বসা এবং ওর ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি—এই দুটি বৈশিষ্ট্যও ওকে পিছিয়ে আসতে প্ররোচিত করতে লাগল। ওর ভয় হলো, মেয়েটার সঙ্গে আজকের যৌন মিলন ব্যায়ামে ও সফল হলে এবং ওরা দুজনে আজকের মিলন থেকে যৌন সুখ পেলে ন্যান হয়তো ওকে ভালোবেসে বসবে। প্রকৃত ভালোবাসা। তার তাতেই সমস্যা দেখা দেবে।

"তুমি কি কিছু ভাবছ?" ন্যান উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের পরবর্তী ব্যায়াম সম্পর্কে ভাবছি।"

"কি আমাদের পরবর্তী ব্যায়াম", ন্যান জানতে চাইল।

ব্র্যাগুন আসলে চাইছিল, মেয়েটাকে ও কিভাবে কজা করবে, সেটা আরো একটু ভেবে নিক। কিছুক্ষণ ভেবে ও ন্যানকে বলল, "ন্যান আমি বলছি কি, আমাদের শেষ ব্যায়ামটা আমরা আর একবার করি। তাহলে আমরা বুঝতে পারব আমরা কোন অবস্থায় আছি।"

এই প্রস্তাবে ন্যান ওর মনের হতাশা লুকোতে পারল না। বলল, "আমরা আবার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করব? নতুন কোন ব্যায়াম করলে হয় না?"

"কেন, গতবার ব্যায়ামটা কি খারাপ হয়েছিল।"

"গতবারের ব্যায়ামটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।"

"তাহলে আগের মতোই অঙ্গ স্পর্শ করার ব্যায়ামটা করা হোক। ওটাই আমাদের লক্ষ্য নয়। তবে আগের মতো একবার আনন্দ উপভোগ করতে পারলে ক্ষতি কি?"

"আমি আপত্তি করব না। তবে অঙ্গ সংস্থাপন করতে পারলে আমি

বেশ আনন্দ পেতাম। আমার মনে হয় 'আজকে আমি তোমাকে আনন্দ দিতে পারব।"

"আচ্ছা দেখা যাক", বলে ব্র্যাগুন বিছানায় ওর পাশে উঠে গেল।

ওরা বিছানার একেবারে মধ্যিখানে গিয়ে মুখোমুখি বসল। দুজনেরই চোখ খোলা। একটা বোতল থেকে তেল নিয়ে, ঐ তেল ন্যানের যৌনাঙ্গ বাদে সারা গায়ে মাখিয়ে দিল। তারপর বোতলটা ন্যানের হাতে তুলে দিয়ে ন্যানকে বলল, ওর গায়ে তেল মাখাতে। ন্যান ওর নির্দেশ মতো ওর সারা শরীরে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল। এই তেল মাখাবার সময় ব্র্যাগুন লক্ষ্য করল, ন্যানের স্তনের বৃন্ত দুটি দ্রুত শক্ত হয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে।

"ধন্যবাদ ন্যান, এবার এসো পরবর্তী ব্যায়াম শুরু করা যাক। তুমি কি চাও, আমরা দুজনে একই সঙ্গে পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করি?"

"তুমি বরং আগে আমার অঙ্গ স্পর্শ করো, তারপর আমি করব। তাতে কি তুমি কিছু মনে করবে?" ন্যান বলল।

"না," ব্র্যাগুন বলল, "তুমি তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়।"

ও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ব্র্যাগুন ওর শরীরে হাত বোলাতে শুরু করল। মাথা, চুল, মুখের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে নিচের দিকে হাত নাবিয়ে আনতে লাগল। ওর স্তনের কাছে হাত দুটো নিয়ে এলে ওর স্তন দুটো অনেকটা সোজা হয়ে উঠল, স্তনের বোঁটা দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ব্র্যাগুন ন্যানের পেটের ওপর মৃদু আঘাত করল। অতি ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো। ন্যানের নিম্নাঙ্গের চুল স্পর্শ করল।

এই সময় মেয়েটা বলল, "এবার তুমি আমার শরীরের ওপর এসো।"

এদিকে ব্র্যাগুনের হাত তখন ন্যানের যৌনাঙ্গের ওপর ঘোরাফেরা করছে। মেয়েটা বিছানার ওপর থেকে থাই তুলে ফেলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে ওর নিম্নাঙ্গে হাত বোলানোর ফলে ও অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির হয়ে উঠল। ব্র্যাগুন ওর চঞ্চলতায় ভ্রূক্ষেপ না করে ওর নিম্নাঙ্গ পর্ব সমাপ্ত করে ওর থাইয়ের ওপর হাত নিয়ে গেল। সেখান থেকে ওর পায়ে। ব্যায়ামের এই শেষ পর্যায়ে এসে মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ ওকে বিস্মিত করে মেয়েটা বিছানার ওপর উঠে বসে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। "তুমি আমাকে যে আনন্দ উপভোগ করতে দিয়েছ তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" বলে ও ব্র্যাগুনকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল।

বলল, "এখন আমার পালা। দেখি আমি তোমাকে কতোটা আনন্দ দিতে পারি।"

ব্র্যাগুন ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। এড়িয়ে যাচ্ছিল। কর্তব্য-পরায়ণ মানুষের মতো ও শুয়ে পড়ল, চোখ বন্ধ করল।

ব্র্যাগুন নিজের চোখ, গাল থুথনিতে ওর হাতের স্পর্শ পেল। ব্র্যাগুন শুনতে পেল, স্যান ফিসফিস করে বলছে, "তুমি ভারি মিষ্টি, চমৎকার।"

ব্র্যাগুনের মনে হলো, এটা যেন গেইলির গলা। গত রাতের সেই নগ্ন মনোরমা সুন্দরী গেইলিকেই ও যেন দেখছে—তারপরই ও বুঝতে পারল ওর পুরুষাঙ্গ ক্রমশ সোজা হয়ে উঠছে। মেয়েটার নরম হাত ওর পুরুষাঙ্গের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে।

কতোটা সময় কেটে গেল ও জানতেই পারল না। পাঁচ মিনিট কি ছ মিনিট সময় হবে। বা তারও বেশি সময় হতে পারে। তবে সময় যেটুকুই হোক, পুরোটাই অফুরন্ত আনন্দের সময়। এই আনন্দের চরমে পৌঁছবার জন্য ওর প্রাণ ছটফট করতে লাগল।

"আমি······আ······মি······আ······মি······"

স্যানের হাত দ্রুত সচল হয়ে উঠল। ও ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি।" স্যান ওর পুরুষাঙ্গের শীর্ষভাগটা মুঠোমেরে ধরে রইল, আর ব্র্যাগুন আনন্দে ছটফট করতে লাগল।

এ সময়ই ব্র্যাগুন স্যানের কোমল শরীরের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। ও অনুভব করল, স্যান ওর একেবারে গা ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে।

স্যান ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"তুমি অসাধারণ," স্যান বলল, "সত্যিই অসাধারণ।"

"তুমিও," ব্র্যাগুন বদমাইশি করে বলল।

ব্র্যাগুন সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিল। আর স্যান ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এভাবে কিছুক্ষণ ওরা দুজনে চুপ করে থাকার পর, স্যান বলল, "ব্র্যাগুন তোমাকে একটা কথা বলব।"

ব্র্যাগুন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

"টনি জেকার সঙ্গে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তাই কাল রাতে আমি ওর ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। ও তখন ঘুমোচ্ছিল।"

ব্র্যাগুন ওর এই কথায় সতর্ক হয়ে উঠল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল।

"ওকে ছেড়ে আসার জন্য তুমি একবার আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে!"

"কিন্তু আমি—" ও ভেবে পেল না কি উত্তর দেবে। "তুমি এখন কোথায় আছ?"

"আমি তোমাকে একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি করোনি। তাই আমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে ফোনে জানাতে তিনি এক্সসেলসিয়র হোটেলে আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। হোটেলটা তাঁর ক্লিনিক থেকে বিশেষ দূরে নয়।"

"যাক, হোটেলের ব্যবস্থা হয়েছে জেনে খুশী হলাম।" ব্র্যাণ্ডন উঠে বসল। স্যানও ওর পাশে উঠে বসল। "তুমি টাকা-পয়সার কি ব্যবস্থা করলে?" ব্র্যাণ্ডন জানতে চাইল।

"কয়েক সপ্তা চালাবার মতো টাকা আমার আছে। তারপর আমি একটা কাজ জুটিয়ে নেব।"

"কাজ পাওয়া কিন্তু বেশ কঠিন।" ব্র্যাণ্ডন বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বলল। "পল..."

ও স্যানের দিকে ফিরে তাকাল। "বল?"

"তুমি আপত্তি না করলে আজ রাতটা আমি তোমার এখানে কাটাতে চাই। তোমার কি আপত্তি আছে?"

"নিশ্চয়ই থাকতে পারো। আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।" ও বিনা দ্বিধায় বলল, "তবে, তুমি এখানে থাকতে পারো না স্যান, তুমি আজ রাতে আমার এখানে থাকলে, আমার চাকরি যাবে, যদি অবশ্য ডক্টর ফ্রিবার্গ জানতে পারেন। তাছাড়া আমি আইন ভাঙতে চাইলে আজ তা পারি না, তোমার সঙ্গে আমাকে আলাদা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে হবে।"

"ও!" স্যান হতাশা প্রকাশ করল।

"আমি দুঃখিত স্যান, পরবর্তী ব্যায়ামের জন্য আগামীকাল বিকেলে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক, আমি তোমাকে ভুলব না। আমাদের পরবর্তী ব্যায়াম কোন্‌টা?"

"অঙ্গ সংস্থাপন। ইচ্ছা হলে তুমি যোগ দিতে পার।"

স্যান হাসল, বলল, "তোমার সঙ্গে যেকোন কর্মে লিপ্ত হতে আমার কোন বাধা বা সঙ্কোচ নেই। আমি খুশীই হবো।"

স্নান পোশাক পরে ওকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলে ব্র্যাণ্ড ফোনের সামনে এসে বসল। ওর আশা গেইলিকে হয়তো এবার বাড়িতে পেয়ে যাবে।

ওর সৌভাগ্য গেইলিকে ও বাড়িতে পেয়ে গেল।

"পল বলছি; গেইলি আমি সত্যই দুঃখিত। কাল তোমার প্রতি আমার ব্যবহার উচিত মতো হয়নি। সে জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি ফোন করায় আনন্দ পেলাম। সারাদিন ধরে আমি তোমাকে আর আমাকে নিয়েই ভাবছিলাম। তোমার প্রতি আমার ব্যবহারও উচিত হয়নি। সে কথাটাও তোমাকে আমার জানাবার ছিল।"

"গেইলি তোমার সঙ্গে আমার আবার কখন দেখা হতে পারে? যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো।"

"হ্যাঁ আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তোমার অ্যাপার্ট-মেন্টে যাবো?"

"কখন

"ডিনারের আগে যেতে পারছি না। তাতে কি খুব দেরি হয়ে যাবে?"

"না, বিশেষ দেরি হবে না।"

"তোমার বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দাও। আমি তোমার জন্য ঠিক অপেক্ষা করব।"

ব্র্যাণ্ডনের অ্যাপার্টমেন্টে গেইলি অসংখ্য চুম্বন ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা পেল।

ব্র্যাণ্ডনের শোবার ঘরটার চারপাশ দেখে নিয়ে ও বলল, "বা! তোমার শোবার ঘরটা তো বেশ! খারাপ নয়।"

"তুমি আমার ফ্ল্যাটে আসায় আমি সত্যিই আনন্দ পেয়েছি গেইলি।"

ব্যাগের ভেতর থেকে গেইলি কি একটা বার করে ব্র্যাণ্ডনকে বলল, "আমি তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি।"

"কি উপহার"

"আমার ঘরের চাবি।" চাবিটা গেইলি ওর হাতে তুলে দিল। বলল, "এর পর আমাদের আবার মিলনের দিন ঠিক হলে তুমি আমার আগেই আমার বাড়ি চলে গিয়ে তৈরি হয়ে থেকো। তোমার রুগীকে নিয়ে তুমি কি এখানেই ব্যায়াম করো?

"হ্যাঁ, এখানেই।"

গেইলি ওর ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগল। "ঐ মেয়েটার কি নাম যেন ?"

"স্যান।"

"হ্যাঁ স্যান। ওর কিছু উন্নতি হলো।"

"আমার তো সেরকম মনে হয়। মেয়েটির যোনি ছিদ্র ক্ষুদ্র। ওর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।"

গেইলি ওর বুকের ওপর থেকে ব্লাউজটা খুলে ফেলল।" তুমি এখনো নিশ্চিত করে কিছু জানো না।"

"আমাদের পরবর্তী ব্যায়ামের পর জানতে পারব।"

"ওর দেহে তোমার যৌন অঙ্গ সংস্থাপনের পর ?" গেইলি নিরুদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল।

"কিন্তু এর মধ্যে একটা সমস্যা রয়ে গেছে। সে জন্যই আমি একটু ভয় পাচ্ছি!" ও ভুরু কোঁচকালো। বলল, "বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করব।"

"সমস্যাটা কি ?"

"আমার যতোদূর মনে হয়, আমার রুগী আমার প্রেমে পড়ে গেছে। মেয়েটা ওর বয়ফ্রেণ্ডকে ছেড়ে চলে এসেছে। আজ ও সরাসরি আমাকে ওর সঙ্গে যাবার পরামর্শ দিল। ওর বয় ফ্রেণ্ডটা বদমাস সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

"তাহলেও ওর প্রস্তাবে সায় দেওয়া উচিত হবে না।"

"আমিও তাই ভেবেছি।"

গেইলি ওর ব্রেশিয়ারের হুক খুলতে খুলতে বলল, "কোন রুগীর সঙ্গে ভালোবাসা বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না।"

"আমি তাকে প্রেমে উৎসাহ দিচ্ছি না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তবু আমি যে উপলব্ধি করছি আমার প্রতি ওর আগ্রহ বেড়েই চলেছে। ব্যাপারটা খারাপ। মানুষ হিসেবে মেয়েটা খুব ভালো। আমি বুঝতে পারছি না, কিভাবে আমি ওকে সামলাবো।"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনো ততোটা পেশাদার হয়ে উঠতে পারোনি।"

"আমি চেষ্টা করছি গেইলি।"

"ততোটা চেষ্টা করছ না। মেয়েটার প্রতি তুমি দুর্বল এবং ওর সঙ্গে

বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়েছ।" ও কিছুক্ষণ থামল। তারপর বলল, "ন্যান ওর বয় ফ্রেণ্ডকে ছেড়ে গেল কেন?"

"আমি যে ওকে ছেড়ে আসতে নিষেধ করেছিলাম তা নয়। আমি ন্যানকে উৎসাহই দিয়েছিলাম। ওর কথামতো লোকটা সত্যই একটা জন্তু। তার জন্যই ন্যানের যতো দুর্ভোগ।"

গেইলি তখনো ওর ব্রা খুলে ফেলেনি। শুধু ব্রায়ের হুকটা খুলেছে। বলল, "এটা কিন্তু তোমার যৌন প্রতিনিধির মতো আচরণ হচ্ছে না। ব্যাপারটা ডক্টর ফ্রিবার্গের কানে যাবে।"

"জানলে তিনি কি করবেন?"

গেইলি দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "তিনি তোমাকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন,. আমি ডক্টর ফ্রিবার্গকে যতোটুকু জানি তাতে তিনি কোন রুগীর সঙ্গে তাঁর কোন প্রতিনিধির এতোটা মাখামাখি অনুমোদন করেন না।"

ব্র্যাণ্ডন শান্তভাবে বলল, "আমি অতো জড়িয়ে পড়িনি। ন্যানই··· !"

ন্যান ভুল করতেই পারে। তাই বলে তুমিও করবে, তা হতে পারে না। তোমার তাকে আটকানো উচিত ছিল। ডক্টর ফ্রিবার্গ এসব কখনো বরদাস্ত করবেন না। তুমি কি তাঁকে এ-ব্যাপারটা জানিয়েছ?"

"না।"

গেইলি ব্র্যাণ্ডনের আরো কাছে এগিয়ে এলো, "তুমি তাঁকে জানাও। তাঁকে জানান তোমার কর্তব্য।"

"তুমি ঠিক বলছ, তিনি জানতে পারলে আমাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে?"

"দশ সেকেণ্ডের মধ্যে।"

"তাহলে তো এ ক্ষেত্রে থেরাপি সম্পূর্ণ হবে না।"

"সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য কারুর উপর দায়িত্ব দেবেন।"

"গেইলি, তাঁর ক্লিনিকে আমিই একমাত্র পুরুষ প্রতিনিধি।"

"তবু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ন্যানের জন্য আর একজন প্রতিনিধি খুঁজে বার করে নিতে তাঁর কোন অসুবিধে হবে না।"

ব্র্যাণ্ডন মাথা নাড়াল। "ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগবে না। আমি চলে যাবো, অন্য কেউ আসবে—এটা ও ঠিক মেনে নিতে পারবে না। আঘাত পাবে।"

"এই সমস্যা মোকাবিলার উপায় ডক্টর ফ্রিবার্গের জানা আছে। তোমার এখন উচিত ডক্টর ফ্রিবার্গেকে সব খুলে জানানো।"

ব্র্যাগুন কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, "ঠিকই বলেছ, ব্যাপারটা তাঁকে জানান দরকার।"

"হ্যাঁ, তাই করো।" গেইলি আনন্দের সঙ্গে বলল। "এর থেকে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে।"

গেইলি ওর ব্রাটি খুলে ফেলল, ব্রায়ের বাঁধন মুক্ত হয়ে স্তন দুটো ব্র্যাগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ব্র্যাগুন সঙ্গে সঙ্গে এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর স্তনের বোঁটায় চুমু খাবে বলে মুখ নীচু করল। "তুমি সত্যিই অসাধারণ" ও মনের আনন্দ প্রকাশ করল। ব্র্যাগুন ওর স্তনের গোড়ায় চুমু খেতে লাগল। স্তন দুটোর ওপর হাত বোলাতে লাগল। ওকে কোলে তুলে নিল।

গেইলি বলল, "এই নিজের পোশাক খোল। আমি সব খুলে ফেলব আর তুমি পোশাক পরে থাকবে, তা হবে না।"

ব্র্যাগুন ওর অন্তর্বাস খুলে ফেলল। ওরা দুজনেই ব্র্যাগুনের শিথিল পুরুষাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখল।

গেইলি বলল, "কি ব্যাপার, এরকম অবস্থা কেন?"

ব্র্যাগুন অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। আমতা আমতা করে প্রকৃত ঘটনা জানাল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যে তার রুগী স্থানকে খুশী করতে গিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল এবং তাতেই এই বিপত্তি ঘটেছে, সে কথা গেইলিকে বলল। গেইল রাগ, বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। ব্রাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পরতে লাগল। ব্র্যাগুনকে বলল, "আমার পক্ষে আজ তোমার এখানে থাকা সম্ভব নয়।" ব্র্যাগুন অনেক কাকুতি-মিনতি করলে ও বলল, "দেখ ব্র্যাগুন আমি সাবেকী একগামি মানুষ। এক নারী, এক পুরুষ ধারণায় বিশ্বাসী। আমার এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বাঁচতে চাই। বহুগামিতায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। আজ রাতটা তুমি তোমার মতো কাটিয়ো। ধন্যবাদ।"

এই বলে গেইলি মিলার ওর শোবার ঘর থেকে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে ওর অ্যাপার্টমেণ্টের সীমানার বাইরে চলে গেল।

রাতটা গেইলির সুখে কাটল না।

বাড়ী ফিরে বিছানায় শুয়ে ও ঘুমোতে পারল না। স্থান নামের

মেয়েটার সঙ্গে পলের সম্পর্ক এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। হ্যান নামের মেয়েটা দেখতে কেমন, ওর আচার-ব্যবহার কেমন এসব কিছুই গেইলি জানে না। তবে কল্পনায় ও এক অতি উজ্জ্বল, তরুণীর ছবি ওর চোখের সামনে দেখে।

বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে। হ্যানের নিম্নাঙ্গ হয়তো অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয়, ওর নিজেরটার তুলনায় রমণীয়। পল তার অঙ্গের এই বৈশিষ্ট্যের পৃষ্ঠপোষক। কামনার তাড়নার সময় হ্যান হয়তো ওকে আরো বেশি তৃপ্তি দেয়, যা গেইলি ওকে দিতে পারে না।

রাত যতো বাড়তে থাকে, গেইলির মন থেকে কল্পনা দূরে হটতে হটতে যুক্তি ততো কাছে এগিয়ে আসে। ও ভাবে, এই হ্যান ওর মতো সাধারণ মেয়েছেলে নয়। হ্যানের ত্রুটি আছে, তাই সে চিকিৎসার জন্য পলের কাছে এসেছিল এবং গেইলির সে রকম কোন রোগ নেই। পল হ্যানকে পছন্দ করে, হ্যানের দিকে নজর দেয়, কিন্তু গেইলির প্রতি ওর ভালোবাসায় কোন রকমের গোপনীয়তা কিছু নেই।

যুক্তির কাছে কল্পনা পরাজিত হতে থাকে। পল ওকে অন্তরের গভীরে ভালোবাসে। যেমন ও নিজে পলকে ভালোবাসে। হ্যানের জন্য পল ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার কোন আশঙ্কা নেই। আসলে ও নিজেই ভীষণ ঈর্ষাকাতর, তাই ও হ্যানকে সহ্য করতে পারছিল না। ডকটর ক্রিবার্গের কাছে ও আগে যে ক্লাস করেছে, তা থেকে জেনেছে, নিরাপত্তার অভাব থেকেই মানুষ এমন ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ একগামি সম্পর্ক আশা করাও অবাস্তব। সম্পূর্ণ একগামী মানুষ কেউ নেই। সব পুরুষই অন্য স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং সব স্ত্রীই অন্য পুরুষের দিকে তাকায়। তাতে কোন একজনের প্রতি তাদের প্রধান ভালোবাসা দমিত হয় না। হ্যানের সঙ্গে পলের এই ক্ষীণ সম্পর্কটা মেনে নেওয়া যায়।

ভাবনার গতি এই পথে প্রবাহিত হওয়ায়, ও অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল। ভোর হবার আগেই ও ঘুমিয়ে পড়ল।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো চোখে এসে লাগায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, আজ একটু বেশি ঘুমনো হয়ে গেছে। সাধারণত ওর ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। কিন্তু আজ দেরি হওয়ায় ওর অবশ্য সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। কারণ, আজ ওর বিশ্রাম

নেবার দরকার। কাজে যোগ দেবার আগে পূর্ণ শক্তি ফিরে পাওয়া দরকার।

সামনে যে পুরো দিনটা পড়ে রয়েছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে বিকেলের দিকে অ্যাডম ডেমস্কির আসার কথা। তারপর সন্ধ্যায় চেট হাণ্টার। ওদের দুজনের সঙ্গেই নির্ধারিত ব্যায়াম প্রাথমিক যৌন অঙ্গ সংস্থাপন। এই ব্যায়ামটা একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আবার জটিল।

তবে এগুলোর থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো পল ব্রাণ্ডনকে ফোন করা। পল দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। কখন ওকে ফোন করলে বাড়িতে পাওয়া যাবে। গেইলি বিছানার ওপর উঠে বসে পলকে ফোন করতে লাগল। কয়েকবার রিং করার পর পলকে ফোনে পেয়ে গেল। পলের গলার স্বর অস্পষ্ট।

"পল," ও বলল, "গেইলি বলছি, আমি কি তোমাকে ঘুম থেকে তুললাম ?"

"হ্যাঁ, তবে সেজন্য আমি আনন্দিত।"

"তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে পল। কাল রাতের ঘটনার জন্য আমি সত্যিই ক্ষমা প্রার্থী। গত রাতে আমি সত্যিই অত্যন্ত বোকার মতো তোমার সঙ্গে ব্যবহার করেছি। কেন যে করেছি, সে আমি এখন তোমাকে জানাতে চাই। আমি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। আমার বিশ্বাস এটা আমার চরিত্রের খারাপ দিক। আমার এটা সংশোধন করা উচিত।"

"গেইলি, এই পৃথিবীর যে কোন মানুষ, যে কোন বস্তুর চেয়ে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।"

"তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাও ঠিক ঐ রকমের পল। আজ রাতে তাহলে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হচ্ছে।"

ওরা দুজনেই গদির ওপর উলঙ্গ দেহে শুয়ে ছিল। গেইলি কুনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে অ্যাডম ডেমস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "ডেমস্কি আমাদের আজকের ব্যায়ামটা কি তা তোমার জানা আছে ?"

"না তো।"

"আজকে আমরা যে ব্যায়ামটা করব সেটার নাম হলো অঙ্গ সংস্থাপন। ভয় পেও না। নিজের সাধ্যমতো আমার শরীরে তোমার অঙ্গ সংস্থাপনের চেষ্টা করে যাবে।"

"আমি কি সফল হবো ?"

"আমার মনে হয় তুমি সফল হবে। আজকে আমরা প্রথমে যে ব্যায়ামটা করব সেটাকে বলা যেতে পারে সামান্য ভেতরে ঢোকানো ও ঠেলা।"

"ভেতরে ঢোকানো ? সেটা আবার কি জিনিস ?"

"আমি বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি অ্যাডম। অধিকাংশ মানুষ ভাবে, যৌন সুখের আনন্দ উপভোগ করা মানে, এক পাথর কঠিন পথ অতিক্রম করে তা লাভ করতে হয়। এই ধারণাটা কিন্তু ভুল। মোটেই সত্যি নয়।"

"তাহলে সেটা কি ?"

অ্যাডমকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য গেইলি উৎসাহী হয়ে উঠল। আমি তোমাকে একটা গোপন কথা জানাই অ্যাডম। এক সম্পূর্ণ শিথিল পুরুষাঙ্গও রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারে, যদি তার পুরুষাঙ্গটা পাঁচ শতাংশও স্ফীত হয় তাহলেই চলবে, একশো ভাগের একশো ভাগ স্ফীত হবার দরকার. নেই। এখন আমাদের ব্যায়ামের আজকের প্রথম পর্যায়ে আমি তোমার ওপর শোব। ব্যায়ামের এই পর্যায়টাকে আমরা বলব, সামান্য সংস্থাপন এবং এর পরের পর্যায়ে তুমি আমার ওপর শোবে।"

"আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না, ভয় করছে।"

"ভয় করার কিছু নেই। তোমার পৌরুষত্ব হীনতার ব্যাধি কেটে গেছে। আমার বিশ্বাস এই ব্যাযামের মধ্যে এলে তুমি লাভবান হবে, আনন্দ পাবে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আনন্দ দেবে। ব্যাপারটাকে খেলার ছলে একটা মজার চোখে দেখ। তুমি আমার স্তনে চুমু খাও, আমার শরীরের যেখানে খুশি হাত বোলাও। তারপর আমি তোমার শরীরে হাত বোলাতে শুরু করব, তোমার নিম্নাঙ্গও ম্যাসাজ করে দেব। তারপর আমি জানতে চাইব, তুমি প্রস্তুত আছো কি না ?"

ডেমস্কির চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠল।

গেইলি বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ডেমস্কিকে বলল, "ডেমস্কি তুমি আমার বুকে পিঠে হাত বোলাও। আমার স্তনের বৃন্তে চুমু খাও।"

ডেমস্কি আধ বসা, আধ শোয়া হয়ে ওর নির্দেশ পালন করতে উদ্যত হলো।

কয়েক মিনিট ধরে ডেমস্কি ওর শরীরে হাত বোলাবার পর, গেইলি ধীরে ধীরে ওকে শুইয়ে দিয়ে ওর মাথা, পেট, বুক, পিঠে ম্যাসাজ করার ভঙ্গিতে হাত বোলাতে লাগল। হাত দুটো নীচের দিকে নিয়ে গিয়ে ওর অণ্ডকোষে কিছুক্ষণ বুলিয়ে পুরুষাঙ্গে কয়েকটা টোকা মারল।

গেইলি অনুভব করল, অ্যাডমের পুরুষাঙ্গটা ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে, যদিও এই স্ফীতি সংস্থাপন করার ক্ষমতা ধরে না, তবু অবশ্যই বড় হচ্ছে।

ও নিজ মনে সিদ্ধান্ত নিল, এই যথেষ্ট। বলল, "চুপ করে শুয়ে থাক অ্যাডম, নড়ো না।"

সাফল্যের আনন্দে গেইলি অ্যাডমের বস্ত্রহীন শরীরের ওপর উঠে এলো। এক হাতে ওর স্ফীত পুরুষাঙ্গটা ধরে নিজের যোনি পথের মুখের সামনে নিয়ে এলো। ধীরে ধীরে অথচ স্বচ্ছন্দে যোনির মধ্যে ওর পুরুষাঙ্গটাকে প্রবিষ্ট করাতে লাগল। ও অনুভব করতে লাগল একটা ছোট কিছু ওর শরীরের মধ্যে ঢুকছে। "সেই ঘড়ির গল্প এখন তোমার মনে পড়ে অ্যাডম? সেই যে যখন তুমি তোমার হাতের আঙুল আমার যোনির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলে? এখন তোমার পুরুষ অঙ্গ আমার শরীরের মধ্যে।"

"হ্যাঁ আমি অনুভব করছি", অ্যাডম বলল।

ওর অনুভূতিতে আরো স্পষ্ট প্রভাব ফেলার জন্য গেইলি যোনিপথের পেশিগুলোকে আরো চেপে ধরল। বলল, "কেমন অনুভব করছ?"

"ভালোই।"

"একদম নড়ো না অ্যাডম, চাপ দেবারও চেষ্টা করো না। নারীর অঙ্গে অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষমতা তোমার যে আছে তা এই ব্যায়াম থেকেই প্রমাণিত হয়। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর শরীরে তোমার অঙ্গের প্রবেশ ঘটাতে তোমাকে সক্ষম করে তোলাই এই ব্যায়ামের মূল উদ্দেশ্য। এখন কেমন বোধ করছ?"

"খুব আনন্দ পাচ্ছি।"

গেইলি অনুভব করল, ওর শরীরের মধ্যে অ্যাডমের অঙ্গ যেন ক্রমশই শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে উঠছে। আকারেও ছোট হয়ে আসছে। অ্যাডমকে এতো তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হতে না দেবার উদ্দেশ্য ও বলল, "অ্যাডম এখন চাইলে তুমি একটু নড়া-চড়া করতে পারো।"

"আমি চাই।"

"আচ্ছা, তাহলে কয়েকবার সামনে পেছনে শরীরটা নাড়াও। ওটা করতে গিয়ে শরীর থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে পড়লে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওটা স্বাভাবিক ব্যাপার।"

গেইলে ওর পা দুটোকে ডেমস্কির আরো কাছে নিয়ে এলো। ডেমস্কি ওর নির্দেশ মতো শরীর সামনে পেছনে নাড়াতে লাগল। এই প্রক্রিয়ার ফলে গেইলি অনুভব করল, ডেমস্কির পুরুষাঙ্গ অনেক শক্ত হয়ে উঠেছে। লোকটা আনন্দের আতিশয্যে মুখ দিয়ে সুখের ধ্বনি বার করছে।

এই ব্যায়ামের শেষে ফিরে যাবার আগে গেইলি অ্যাডমকে চুমু খেল। প্রতিদানে অ্যাডমও ওকে চুমু খেল। তার আগে ওরা দুজনেই পোশাক পরে নিয়েছে। পরবর্তী ব্যায়ামে আরো সুস্থ হয়ে ওঠার প্রত্যাশা নিয়ে ডেমস্কি ফিরে গেল।

অ্যাডম ডেমস্কি চলে গেলে গেইলি স্নান করে তাজা শরীরে নতুন একটা ঢিলে পোশাক পরে নিল। এমন সময় চেট হাণ্টার ওর অ্যাপার্টমেণ্টে প্রবেশ করল। ওরা দুজনে থেরাপি কক্ষের দিকে এগিয়ে যাবার সময় গেইলি লক্ষ্য করল অন্য দিনের থেকে হাণ্টার আজ যেন অনেক বেশি ভীত এবং উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।

শরীর থেকে পোশাক সরিয়ে ফেলতে ফেলতে গেইলি জিজ্ঞেস করল, "বাড়িতে প্র্যাকটিস করেছ?"

"হ্যাঁ করেছি। করে দেখেছি, সংস্থাপনের পর্যায়ে পৌঁছে যখন রেতঃস্খলনের অবস্থা হয়েছে, তখন মোচড়ের সাহায্যে ঐ প্রবণতা রুখে দিয়েছি।"

"খুব ভালো করেছ," গেইলি বলল।

হাণ্টারও ওর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলেছে। "আসল কাজটা কখন হবে সেটাই এখন জানতে পারলে ভালো হতো।"

"এখনই।"

"এখনই? তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমরা এখনই যৌন সঙ্গমে মিলিত হবো?"

"সংস্থাপন," গেইলি ওর ভুল সংশোধন করে দিল। "কোমল সংস্থাপন বলতে আমি বলছি ওটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করাতে হবে।"

"বা! খুব ভালো।"

"আমরা চেষ্টা করব তোমার রমণ-পূর্বস্খলন কতোক্ষণ আটকে রাখা যায়। দেখা যাক আমাদের এই পদ্ধতি লাভ দেয় কিনা।"

"আমি প্রস্তুত আছি। হাণ্টার বলল, "আমরা কি এখনই শুরু করব।"

"নিশ্চয়ই। এসো আমরা পাশাপাশি শুয়ে পড়ি। সংস্থাপনের পর্যায়ে না পৌছনো পর্যন্ত চলো দেহ মর্দন করতে থাকা হোক।"

"তার জন্য বিশেষ সময়ের দরকার হবে না।" ও গেইলির উন্মুক্ত স্তন জোড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ঐ বল দুটো একবার স্পর্শ করলেই আমার বিশেষ অঙ্গ সতর্ক হয়ে উঠবে।"

"দেখা যাক! তুমি যেমন মাটিতে শুয়ে আছ তেমনি শুয়ে থাকো। আমি তোমার শরীরের ওপর এবার শোব।"

"এক মিনিট, দেখ নিজের বুকের উপর উলঙ্গ নারীকে শোয়াবার অভিজ্ঞতা আমার নেই।"

"আজকে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করো। এটা তো তুমি সুখের জন্য করছ না। তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য করছ।"

বাধ্য বালকের মতো চেট শুয়ে পড়ল। গেইলি ওর দেহের ওপর নিজের শরীর এলিয়ে দিল। চেটের পুরুষাঙ্গ ওর যৌন অঙ্গের চারপাশের চুল স্পর্শ না করা পর্যন্ত নিজেকে চেটের দেহের কাছে নিয়ে গেল।

"এখন তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে?" গেইলি জানতে চাইল।

চেট চোখ বন্ধ করে আচ্ছন্নের মতো অবস্থায় থেকে বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমার যৌন অঙ্গ থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে।"

গেইলি কথাটা শোনা মাত্র আর দেরি না করে বাঁ হাতের দুটো আঙুলের ফাঁকে ওর পুরুষাঙ্গের ওপর ভাগটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে চেটের পুরুষাঙ্গ শিথিল হয়ে এলো। তারপর ও আবার নিজের দেহটাকে চেটের গায়ের ওপর নিয়ে গেল। চেট ওর স্তনে হাত দিল। আগের বারের মতো এবারও আগাম স্খলনের আশঙ্কায় চিৎকার করে উঠতে গেইলি সাবধানতা অবলম্বন করল। এভাবে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করার পর গেইলি ওর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর মিশিয়ে দিল। চেট প্রকৃত সংস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করল। ব্যায়াম শেষে ও গেইলির কাছে জানতে চাইল, "প্রকৃত যৌন সম্ভোগের আনন্দ কি আমার পক্ষে লাভ করা সম্ভব?"

গেইলি বলল, "তোমাকে যেগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে বলেছি, সেগুলো নিয়মিত করে গেলে ঠিক পারবে।"

সেদিন রাত সাড়ে নটার সময় বেল বাজান সত্ত্বেও যখন কেউ দরজা খুলল না, তখন ব্র্যাগুন পকেট থেকে চাবিটা বার করে গেইলির অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। শোবার-ঘরে ঢুকে দেখল চেট গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন গেইলির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ও কি ভাবনায় মাথা নাড়াল। আপন মনে বলল, "সুন্দরী হলেও, কোন মহিলা যৌন প্রতিনিধির প্রেমে পড়া বৃথা। এমন মহিলার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। গেইলির জন্য আনা উপহারটা টেবিলের ওপর রেখে অন্ধকার রাতে ফিরে গেল।

সেই চূড়ান্ত ব্যায়ামের অপেক্ষায় ন্যান হুইটকম্ব তোয়ালে জড়িয়ে ব্র্যাগুনের পথ চেয়ে বসেছিল। ব্র্যাগুন পাশের ঘর থেকে পোশাক ছেড়ে আসতে ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

সাধারণত ব্যায়াম শুরু করার আগে ব্র্যাগুন সাময়িকভাবে ফোনটা অকেজো করে দেয়। আজকে যে কোন কারণেই হোক ব্র্যাগুন সেটা করতে ভুলে গিয়েছিল। ব্র্যাগুন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলল। অপর পার থেকে গেইলির স্বর ভেসে এলো, "পল, আমি তোমাকে বিরক্ত করছি না তো?"

"না মোটেই নয়।"

"তোমার দেওয়া মিষ্টির প্যাকেট পেয়ে বুঝলাম তুমি কাল রাতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল।"

ব্র্যাগুন আপন মনে হাসল। বলল, "হ্যাঁ আমি কাল গিয়েছিলাম। কেউ জানতে পারেনি।"

"আমায় ক্ষমা করে দাও ব্র্যাগুন। আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম।"

"আমি বুঝতে পেরেছি তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলে।"

"আমাকে ক্ষমা করো সোনা। আমি সত্যিই তোমাকে পেতে চাই। আর কি তোমাকে পাওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়। তুমি যদি বিশেষ পরিশ্রান্ত না হও তাহলে আজ রাতে আমি তোমাকে নিয়ে আসতে পারি।"

আজ রাতে আমার পরিশ্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আজ বিকেলে শুধু আমার একটাই কাজ—চুল কাটা।

ফোন রেখে শরীরের শেষ পোশাকটিও ত্যাগ করে ব্র্যাগুন ন্যানের দিকে

এগিয়ে গিয়ে দেখল, হ্যান তখনো একটা তোয়ালে জড়িয়ে ওর দিকে প্রেমের চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

অতি ধীরে, আস্তে আস্তে হ্যান শরীরের শেষ পোশাকটিও খুলে ফেলল। বস্ত্রহীন শরীরে হ্যান ধীর পায়ে ব্র্যাণ্ডনের দিকে এগিয়ে এলো। হ্যানের শরীর থেকে ভেসে আসা সুগন্ধী ব্র্যাণ্ডনের গায়ে এসে লাগল। হ্যান ওর চিবুকে চুমু খেয়ে ওকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল।

"আজই সেই দিন, তাই না?"

এই কথা শুনে ব্র্যাণ্ডন একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। কারণ আজকের সন্ধ্যার এই মিলনকে হ্যান দীর্ঘ প্রতিক্ষিত হনিমুনের চোখের দেখছে।

"হ্যাঁ, সেই দিন।"

"সংস্থাপন," ও কোমল কণ্ঠে বলল।

ব্র্যাণ্ডন ওকে বোঝাতে চাইল, ওরা পরস্পরের প্রেমিক নয়, ওদের সম্পর্ক শিক্ষক ও ছাত্রের মতো। এবং ওর চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই এই সম্পর্কের অবসান ঘটে যাবে। "আজকের এই ব্যায়ামের পর থেকে তুমি স্বাভাবিকভাবে, স্বচ্ছন্দে যৌন জীবন-যাপন করতে পারবে। কোন ব্যথা অনুভব করবে না।"

"আমি আশা করি পল, আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব। এবং তোমার ক্ষেত্রে ঐরকম শক্ত বাধার মুখোমুখি হতে হবে না।"

ব্র্যাণ্ডন ওর সঙ্গে পেশাদারি গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলার চেষ্টা করল। বলল, "আমার বিশ্বাস তোমার এই ব্যায়াম সফল হবে এবং সফল হলে, কোন সমস্যাই আর থাকবে না।"

হ্যান বালিশে মাথা দিয়ে খাটের ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিল। ব্র্যাণ্ডন ওর নগ্ন শরীরের আরো অনেক কাছে এগিয়ে এলো।

"এখন আমি কি করব?" হ্যান নিতান্তই অনভিজ্ঞ শিশুর মতো জানতে চাইল।

"উৎসাহ জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের প্রথমে শরীরের সামনের দিকে হাত বোলাতে হবে।"

"আমি উৎসাহের মুদ্রাতেই আছি।"

"তাহলে তো সুবিধেই হবে। তবে ব্যায়াম শুরু করার আগে আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।"

"কি বলবে বলো।"

"দীর্ঘ দিন তোমার সঙ্গে টনি জেকার একটা সম্পর্ক ছিল। তোমার মনের গভীরে এখনো তার প্রচ্ছায়া বিরাজ করে হয়তো।"

"আমার মনে হয় তুমি আমাকে সে প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়েছ।"

"তুমি আকর্ষণীয়। আবার একই সঙ্গে টনির কাছে দীর্ঘ সময় থাকা কালে তুমি কোন আনন্দ পাওনি, কেবলই ব্যথা পেয়েছ।

"হ্যাঁ কথাটা সত্যি।"

ব্র্যাণ্ডন পূর্ব কথার সূত্র ধরে আরো বলল, "জেকার কাছে তুমি কোন সুখকর যৌন অনুভূতির স্বাদ পাওনি। আমাদের এই কর্মসূচিতে আমার লক্ষ্য হলো তোমাকে সুখকর যৌন অনুভূতির স্বাদ পেতে সাহায্য করা।"

ও হাসল, লজ্জাঘন হাসি। "আমি নিশ্চিত জানি পল, তোমার লক্ষ্যে তুমি সফল হবেই। আমাদের এই সম্পর্ককে আমি কখনো কৃত্রিম বলে মনে করিনি। যদিও আমাদের এই সম্পর্কের মধ্যে টাকার স্থান আছে, এবং আমরা একজন থেরাপিস্টের অধীনে কাজ করছি, তাহলেও আমাদের সম্পর্ক আমার বিচারে রুগী ও ডাক্তারের থেকেও বেশি। আমি তোমাকে আর যৌন প্রতিনিধি বলে মনে করি না। এটা কি খারাপ বলে তুমি মনে করো?"

ব্র্যাণ্ডন ঠিক উপলব্ধি করতে পারছিল না, ও নিজে সুস্থ আছে কি না। এই ধরনের ক্ষেত্রে মেয়েটাকে স্পষ্ট বলে দেওয়া উচিত, এই চিসিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা হয়ে যাবার পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই ভালো। তবু ও বলল, "আচ্ছা যাক, এসো, ব্যায়াম শুরু করা যাক," বলে, ব্র্যাণ্ডন চোখ বন্ধ করল। ওর দেখাদেখি স্যানও চোখ বন্ধ করল।

ব্র্যাণ্ডন স্যানের নগ্ন দেহে ধীরে ধীরে আঘাত করতে লাগল। স্যানও বিনিময়ে আঘাত করল। ব্র্যাণ্ডন ওর দিকে তাকাল, বলল, "আচ্ছা স্যান এবার সংস্থাপনের চেষ্টা করা যাক। আমি এখানে চিত হয়ে শুয়ে থাকব। তুমি তোমার নগ্ন দেহ নিয়ে আমার শরীরের ওপর শোবে। আমি আস্তে আস্তে আমার পুরুষাঙ্গ তোমার শরীরে প্রবেশ করাবো, তুমিও ধীরে ধীরে আমার শরীরের সঙ্গে তোমার শরীরটাকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। দেখবে কোনরকম ব্যথা পাচ্ছ কি না? ব্যথা পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।"

স্যান উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে ওর শরীরের ওপর উঠে এলো।

"একটা কথা মনে রাখবে কিন্তু স্যান, আমরা কেউই চাপ দেব না, অতি

উৎসাহ প্রকাশ করব না। স্বাভাবিক গতিতে তোমার দেহের মধ্যে আমার অঙ্গ সংস্থাপন ঘটাবো, আর সেটা করতে গিয়ে তুমি ব্যথা পাচ্ছ কি না দেখব।"

স্যান এক হাত দিয়ে ব্র্যাণ্ডনের উন্মুক্ত পুরুষাঙ্গটা ধরে ওর নিম্নাঙ্গের মুখের সামনে এনে ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে নিজের শরীরটাকে ব্র্যাণ্ডনের কাছে নামিয়ে আনতে লাগল। ব্র্যাণ্ডন অনুভব করতে লাগল, ওর পুরুষাঙ্গের বেশি অংশটাই স্যানের শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ও জিজ্ঞেস করল, "কোন ব্যথা করছে?"

"না।"

"সত্যি করে বলো।"

"সত্যি বলছি, না।"

"আমার এখন খুব ভালো লাগছে পল, অত্যন্ত ভালো লাগছে, আমি সত্যিই আনন্দিত। এর থেকে বেশি সুখ আর আমি চাই না।"

ব্র্যাণ্ডন শক্ত করে দু হাত দিয়ে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে ঠেলে তুলে বিছানায় ওর পাশে সরিয়ে দিল। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। ব্র্যাণ্ডনের মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেতে লাগল। ফিস ফিস করে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসব।"

পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো ব্র্যাণ্ডন গেইলির সঙ্গে রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়ে সেখান থেকে গেইলির অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলো। অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার মুখে কথায় কথায় গেইলি ব্র্যাণ্ডনকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার রুগী যে তোমার ভালোবাসায় পড়ে গেছে এবং তোমাকেই সে তার বাকি জীবনের সহচর বানাতে চায়, সে কথা কি তুমি ডক্টর ক্রিবার্গকে জানিয়েছ?"

"গেইলি, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি পারিনি। কারণ, আমি তাঁকে জানালে তিনি হয়তো আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারুকে আমার জায়গায় ওর জন্য নিয়োগ করবেন। এটা মেনে নেওয়া এখন এই অবস্থায় আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

গেইলি ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল।

"স্যানের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক এখন ঠিক কতোদূর এগিয়েছে?"

"আমি···আমরা···মানে আরকি ওর ভীতি কেটে গেছে, যৌন মিলনে

ওর আর কোন ভয় নেই। ও সেই আগের মতো ব্যথাও অনুভব করে না।”

“তার মানে তুমি এখন তাকে উপভোগ করতে শুরু করেছ?”

“না ঠিক তা নয়, সংস্থাপন ব্যায়াম-এর প্রথম পর্যায় মাত্র আমরা অতিক্রম করেছি।”

গেইলির রাগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। “তুমি তাকে উপভোগ করছ। এই উপভোগ তোমার ভালো লাগছে, সেও এতে তৃপ্তি পাচ্ছে। আর তুমি এটা রোধ করার কোন চেষ্টাই করছ না?”

“আমি এটা মোটেই পছন্দ করছি না। আমি ওকে ভালোও বাসি না। আমি নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছি।”

“একে কি মুক্ত থাকা বলে?”

“ঈশ্বরের নামে দিব্বি কেটে বলছি, আমি এসব চাই না। যদি সেখানেই তৃপ্তি পেতাম তাহলে তোমার কাছে আসব কেন বল?”

গেইলি অ্যাপার্টমেন্টের তালায় চাবিটা ঢুকিয়ে ঘোরাল।

ব্র্যাণ্ডন গেইলিকে জড়িয়ে ধরে মিনতির সুরে বলল, “গেইলি তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। আমার অবস্থা তোমাকে বোঝাতে দাও।”

“আর বোঝাবুঝির কিছু নেই। হ্যানক তুমি ভোগ করো, সেইসঙ্গে আবার আমাকেও ভোগ করতে চাও? তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তার সঙ্গে ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করে, তবে তুমি আমার কাছে আসতে পার।” বলে গেইলি ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে চলে গেল। ব্র্যাণ্ডনের অনুরোধে সাড়া দিল না।

গেইলির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ব্র্যাণ্ডন নানা কথাই ভাবতে লাগল। এখন ওর কি করা উচিত, বাইরে থেকে ফোন করে গেইলির কাছে ক্ষমা চেয়ে ওর কাছে ফিরে আসার অনুমতি চাইবে, না কি হ্যানকে ফোন করবে? না, না, হ্যানকে ও কিছুতেই ফোন করতে পারে না, সেটা অন্যায় হবে। তার চেয়ে এখন ডক্টর ক্রিবার্গকে ফোন করাই ভালো। এখন তাঁর পরামর্শ চাওয়াই উচিত। পকেট থেকে ঠিকানার বইটা বার করে ডক্টর ক্রিবার্গের ঠিকানায় ফোন করল। ডক্টর ক্রিবার্গ নিজের হাতে ফোন ধরলেন।

“ডক্টর ক্রিবার্গ? আমি পল ব্র্যাণ্ডন বলছি। আমি কি আপনাকে ঘুম থেকে তুললাম?”

“না ব্র্যাণ্ডন। বিছানায় যেতে আমার এখনো এক ঘণ্টা বাকি। কি ব্যাপার, এখন ফোন করছ যে বড়?”

"আমার রুগী ন্যান হুইট কম্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করার আছে? আমি আপনার পরামর্শ চাই।"

"আচ্ছা, আজ সকালে তুমি কি আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যই ফোন করতে চেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ," ব্র্যাণ্ডন বলল, "আপনি কি করে জানলেন?"

"তোমার গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, আচ্ছা যাক, এখন কি জন্য ফোন করছ বলো?"

"আমার রুগী ন্যান হুইটকম্ব আমার প্রেমে পড়েছে," ব্র্যাণ্ডন বলল।

"ও এই ব্যাপার!" ফ্রিবার্গ বললেন, "তুমি আমাকে জানিয়ে ভালোই করেছ। আমি তোমাকে পরামর্শ দেব, কোন কিছু না রেখে-ঢেকে তুমি সব কথা খুলে বলো। মিস হুইটকম্ব তোমাকে ভালোবাসেন তাহলে? বিশদভাবে তুমি আমাকে সবই বলো।"

টানা দশ মিনিট ধরে ব্র্যাণ্ডন ওঁকে বিস্তারিতভাবে সব কথা খুলে বলল। ওর প্রতি ন্যানের আকর্ষণ এবং অনুরাগের অংশগুলি তিনি আরো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ন্যান যে তার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডনকে রাত কাটাবারও প্রস্তাব দিয়েছে সে কথাও ও ডক্টর ফ্রিবার্গকে বলল।

"আমি আপনাকে সকালে এ-কথাগুলোই বলতাম। এখন একবার মনে হলো, আপনাকে জানালে আপনি আমাকে ছাড়িয়ে দিলে মেয়েটা আঘাত পাবে।"

"তুমি ঠিকই আশঙ্কা করেছ। আচ্ছা, তোমাদের আর কটা ব্যায়াম বাকি আছে?"

"সব ঠিকমতো এগোলে আর মাত্র দুটো। আগামীকাল বিকেলে ওর সঙ্গে পরবর্তী ব্যায়ামের দিন ঠিক করা আছে।"

"আচ্ছা, আমি ন্যানকে একবার ওর হোটেলে ফোন করছি। আগামী-কাল তোমার সঙ্গে ওর ব্যায়াম বন্ধ রাখছি। কালকে ওকে আমার কাছে আসতে বলছি।"

"আপনার কাছে ডাকতে চাইছেন কেন?"

"পল, তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। থেরাপির বর্তমান পর্যায়ে তোমাকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা আমার নেই। তবে আমি ওর সঙ্গে ওর ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।"

"কি আলোচনা করবেন?"

"আমি তাকে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করব যে, তার জন্য নির্দিষ্ট যৌন প্রতিনিধির সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যক্তিগত নয়, পেশাগত। আমার বিশ্বাস তার কোন ক্ষতি না করেই তাকে এটা বোঝাতে সমর্থ হবো। এতে তার সঙ্গে পুনরায় ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়ে ব্যায়ামের বাকি অংশ শেষ করতে তুমি সমর্থ হবে।"

"ধন্যবাদ ডক্টর ফ্রিবার্গ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস আপনি সফল হবেন।"

হোটেলে ন্যান হুইটকম্বের কক্ষের একটা চেয়ারে বসে ডক্টর ফ্রিবার্গ ন্যানের অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরালেন। ন্যান ওঁকে মদ খেতে অনুরোধ করলে তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তোমার সঙ্গে জরুরী ব্যক্তিগত কথা বলব বলেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। আমার ক্লিনিকে বা হোটেল বারে বসে আমরা আলোচনা করতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমাদের গোপনীয়তা ভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে। তাই এখানে চলে এলাম। তোমার কোন অসুবিধা নেই তো?"

"না, না, কোন অসুবিধে নেই।"

"তুমি যে এখানে আছো, সেটা কি জেকা জানে?"

"তা বলতে পারব না।"

"ও তোমার সন্ধান পেয়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তুমি কি ফিরে যাবে?"

"না, ওর কাছে আমি আর কোনদিন ফিরে যাবো না। কোনদিন নয়।"

"তোমাদের মতো অসুস্থ মানুষরা সাধারণভাবে এই ধরনের কথাই বলে। এরম বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সুচিকিৎসার পর কেউ সুস্থ হয়ে উঠলে. তার ফিরে যেতে বাধা কোথায়। সে নিঃসঙ্কোচে ফিরে যেতে পারে।"

"না, আমি ফিরে যেতে রাজি নই। আমি পলের মতো ছেলেকে ভালোবাসি! ঐ ধরনের পুরুষের সঙ্গে থাকতে চাই। আপনি হয়তো বলবেন আমি পলের ভালোবাসায় পড়েছি এবং ওর ভালোবাসায় পড়ে আমি ভুল করেছি।"

"হ্যাঁ, সত্যিই এটা তোমার ভুল।" ডক্টর ফ্রিবার্গ কোন রকম দ্বিধা না করেই বললেন। "তোমার জন্য নির্ধারিত প্রতিনিধি হিসেবে পল তোমার প্রতি মনোযোগ দেয়। তোমার সঙ্গে ও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তোমাদের

তুজনের মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এটাই আমরা আশা করি। তবে এই সম্পর্কের একটা শুরু এবং শেষ আছে। এখন আস্তে আস্তে তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দরকার। সে তার মতো চলে যাবে, তুমি তোমার মতো সরে যাবে। তার একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে। আর এটা তার কাজ, আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাই, তুমি তাকে তার কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিচ্ছ। তার কাছ থেকে তোমার বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। এ-প্রসঙ্গে আমাদের কি আর কিছু আলোচনা করার আছে ?"

ন্যানের কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো। বলল, "না, আমার মনে হয় সেরকম দরকার হবে না।"

"শোন ন্যান রাগ করতে নেই," ডক্টর ফ্রিবার্গ নরম সুরে বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। আবার ঠিক হয়ে যাবে। তুমিও স্বাভাবিক হয়ে যাবে," একটুক্ষণ থেমে আবার বললেন, "তুমি যে মদ খাওয়াবে বলছিলে, নিয়ে এসো দেখি। তুজনে এক সঙ্গে খাওয়া যাক।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসের কক্ষে তাঁর টেবিলের অপর প্রান্তে বসে রয়েছেন স্ক্যারাফিল্ড। তাঁর চোখ ছুটো হয়েট লুইসের মুখের ওপর নিবদ্ধ। হয়েট লুইস এক মনে পড়ে যাচ্ছেন স্ক্যারাফিল্ডের আনা কাগজগুলো। গেইলির সঙ্গে হান্টার যেকটা ব্যায়াম করেছে কাগজগুলোয় তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। লুইস শেষ পাতাটা মুড়ে ফেললে, স্ক্যারাফিল্ড আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বললেন, "হয়েট কেমন বুঝলেন, আমি আপনাকে যা বলেছি, তা মিলে যাচ্ছে না ?"

"হ্যাঁ সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

"কোন কিছু কি আপনার অস্পষ্ট লাগছে ?"

"না, সেরকমভাবে অস্পষ্ট কিছুই নয়। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট করে এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। সেটা হলো, সংস্থাপন। ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার।"

ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। চেট আমাকে বলেছে ঐ ব্যায়ামটার সঙ্গে ও এখনো পরিচিত হয়নি, হলেই ও বিস্তারিত জানিয়ে দেবে। আপনি শুধু বলুন এরপর আমাদের কি করণীয় ? আপনি কিভাবে এগোতে চাইছেন"

"স্বাভাবিক, প্রচলিত পথে। আমার অফিস থেকে সরাসরি ডক্টর

ফ্রিবার্গের নামে একটা নোটিস জারি করব। তাঁর নামে মেয়েছেলের দালালির অভিযোগ এনে ফৌজদারি অভিযোগ পেশ করব।"

"গেইলির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন?"

"যতোক্ষণ না সে সরাসরি বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত হচ্ছে, ততোক্ষণ কোন ব্যবস্থা নয়। প্রথমে কেবল ডক্টর ফ্রিবার্গের নামেই ঘোষণা করব।"

"আমার আগামীকালকের রাতের বেতার ভাষণে এটাকে কি আমি বিষয় করতে পারি," রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড জানতে চাইলেন।

"আমার আপত্তি নেই।"

"আমার ভাষণে বেশ্যাবৃত্তির প্রসঙ্গ কখন টেনে আনতে পারব?"

"হাণ্টারের সঙ্গে গেইলি আগামীকাল মিলিত হবার পর, হাণ্টারের কাছ থেকে সংবাদ পেলে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তার পরই আমি ওদের দুজনকে একসঙ্গে গ্রেপ্তারের আদেশ দেব। ওদের দুজনকেই জেলে পুরে ফেলতে পারব। আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে তারা বেল পাবে না।"

"তারপর?" স্ক্যারাফিল্ড হাসতে হাসতে বললেন।

হয়েট লুইসও হেসে উঠলেন। "তারপর ওদের দুজনের বিচার শুরু হবে। ডক্টরের কারবার ডকে উঠবে।"

"আর প্রতিটি কাগজের প্রথম পাতায় আপনার ছবিসহ খবর ছাপা হবে।" স্ক্যারাফিল্ডের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ফ্রিবার্গ এবং গেইলি মিলার তাদের ভূমিকা যেমন পালন করবেন, আমরাও আমাদের ভূমিকা সেই মতো পালন করব। বন্ধু, আপনার উদ্দেশ্যও সফল হবে।"

"গেইলি, এটাই কি আমার শেষ ব্যায়াম?" অ্যাডম জানতে চাইল।

অ্যাডম ডেমস্কি এবং গেইলি পাশাপাশি বসে রয়েছে। ওদের কারুর শরীরের পোশাক নেই। গেইলির থেরাপি রুমে তোশকের ওপর ওরা বসে রয়েছে।

গেইলি বলল, "সেই রকম মনে হয়।"

"যদি আমি সফল হই, তবেই, তাই না।" ডেমস্কি আনন্দের সঙ্গে বলল।

"তুমি সফল হবে, আমার বিশ্বাস।"

গেইলির হাত স্পর্শ করে ও বলল, "গেইলি আমরা কখন সংস্থাপন কাজে রত হবো।"

"এই তো এখনই।"

"আজ আমি ওপরে থাকতে চাই।"

গেইলি বুঝতে পারল, লোকটা আজকে চিরাচরিত পুরুষ মানসিকতায় ওকে উপভোগ করতে চায়। সারা পৃথিবী জুড়ে পুরুষরা ঐভাবে নারীদের উপভোগ করে, তাতে তাদের উপভোগ আনন্দদায়ক এবং প্রভুত্বপূর্ণ হয়। গেইলি আজ ওকে মোটেই হতাশ করতে চায় না।

গদির ওপর গেইলি নিজের শরীরটাকে শিথিল করে ছড়িয়ে দিল। ওর দেখা দেখি ডেমস্কিও মাদুরের শুয়ে ওপর। শুয়ে পড়া মাত্রই অ্যাডম দু হাঁটতে ভর দিয়ে গেইলির ওপর উঠে এলো।

"এতো হুটোপাটির দরকার নেই অ্যাডম," গেইলি ওকে সতর্ক করে দিল। আমার মনে হয়, আমরা দুজনে প্রাথমিকভাবে একটু মেলামেশা করে নিলে ভালো হয়। তুমি যাতে স্বচ্ছন্দে, আনন্দে পুরোপুরি সংস্থাপন করতে পারো, সেজন্য আমি যোনিপথটা আগে থাকতে একটু শিথিল করে নিতে চাই।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই", গেইলি ক্ষমার সুরে বলল," আমি বড্ড উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম।"

"উদগ্রীব হবার কোন প্রয়োজন নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগে তুমি যাতে পুরো আনন্দ পাও, সেটাই আমি চাই।"

"আমরা কি আজ চোখ খোলা রাখতে পারি?" ও জানতে চাইল।

"কোন বাধা নেই।" গেইলি বলল।

তারপর ডেমস্কি গেইলির মাথা থেকে হাত বোলাতে শুরু করল, হাত বোলাতে বোলাতে ওর বুকের ওপর হাত দুটো নিয়ে এসে স্তনের ওপর হাত বোলাতে লাগল। স্তনের বোঁটা দুটো টিপতে লাগল। গেইলি অনুভব করল, ওর স্তনদুটো ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে ওর পা ঘামতে শুরু করেছে।

আজকে গেইলি সব থেকে বিস্মিত হলো ডেমস্কির উন্নতি দেখে উত্তেজনার চরমে পৌঁছে ডেমস্কিকে বুকের ওপর তুলে নিলে ডেমস্কি সংস্থাপতে সমর্থ হলো। প্রায় বারো মিনিট ধরে ডেমস্কি নিজেকে গেইলির শরীরের ওপর স্থির রাখল। গেইলি আশঙ্কা করেছিল ডেমস্কিও বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। ওর সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হওয়ায় খুশীই হলো। ডেমস্কি ওর শরীরের ওপর থেকে নেমে এলে, গেইলি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুমু খেল।

খুশী হয়ে ডেমস্কি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানতে চাইল, "আমি কি পরীক্ষায় পাশ করেছি দিদিমণি ?"

"নিশ্চয়ই ডেমস্কি। শুধু পাশই করোনি অনার্স নিয়ে পাশ করেছ। এখন তুমি ফিরে গিয়ে আগ্রহী নারীদের তোমার বিছানায় স্বাগত জানাতে পারো। ধন্যবাদ ডেমস্কি তোমার রিপোর্ট কার্ডে আমি নিজে হাতে সই করব।"

পল ব্র্যাগুনের অ্যাপার্টমেন্টের বেড রুম। ন্যান হুইটকম্ব শরীর থেকে সমস্ত পোশাক সরিয়ে ফেলেছে। কেবল নাইলনের প্যান্টিটা পরে আছে। আইনত আজই ওর শেষ ব্যায়ামের দিন।

এদিকে ব্র্যাগুন তখন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলছে। ন্যান ব্র্যাগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "পল আজকের শেষ ব্যায়ামের আগে আমি তোমাকে একটা কথা বলে নিতে চাই।"

"তোমার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কি করে বলছ, আজকেই শেষ দিন। এখনই ও কথা তাই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"আমার মনে হয় আমার কোন সমস্যা নেই। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি। তোমাকে এতো কষ্ট দেবার জন্য আমার এখন সত্যিই লজ্জা হচ্ছে।"

"কষ্ট দিয়েছ ? তুমি আমাকে কোন কষ্টই দাওনি।"

"হ্যাঁ আমি কষ্ট দিয়েছি। তুমি খুব ভালো ছেলে, তাই এড়িয়ে যাচ্ছ, ডক্টর ফ্রিবার্গ আমাকে বলেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। আমি সত্যিই বোকার মতো কাজ করেছি। তোমাকে ভালোবেসে ফেলে অন্যায় করেছি, তুমি একটা পেশাদারি কাজ করতে এসেছ, তোমার প্রতি এতোটা ঝুঁকে পড়া উচিত হয়নি।"

"ন্যান তুমি একা দোষী নও, দোষ আমারও। আমিও তোমার দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছিলাম।"

ন্যান দু হাত দিয়ে ব্র্যাগুনের মুখ জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বলল, "আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।"

ব্র্যাগুন ওর চুমু ফিরিয়ে দিল। বলল, "তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, তোমার আর কোন সমস্যা থাকবে না। আমি তোমাকে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।"

বিছানায় উঠে ব্র্যাগুন ন্যানের শরীরের ওপর নিজের দেহটাকে ফেলে

দিল। ন্যান ছুটো পা দুপাশে সরিয়ে ব্র্যাগুনকে কাছে টেনে নিল। ব্র্যাগুন ধীরে ধীরে ওর শরীরের মধ্যে নিজের অঙ্গ সঞ্চালন করে যেতে লাগল। ন্যান কোন রকম ব্যথা অনুভব করছে কি না জানারই চেষ্টা করল না। ওর উজ্জ্বল, হাসি খুশী মুখ, ওর আনন্দেরই ইঙ্গিত বহন করছিল। ব্র্যাগুন চাপ দিতে থাকলে, ন্যান আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ে ব্র্যাগুন ওর শরীরের ওপর থেকে নেমে পাশে এসে শুয়ে পড়ল। ন্যান ওর মুখে ওপর একটা চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এবার আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক তো?"

"হ্যাঁ, স্বাভাবিক। এবার তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

"আমি টনি জেকার কাছে আর ফিরে যেতে চাই না, আমি ভাবছি এবার চিকাগো চলে যাবো। ওখানে আমার এক ভাইপো থাকে। সেখানে একটা কাজ পেয়ে যাবো। পাশাপাশি সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস শিখব, তাতে ভবিষ্যতে ভালো কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। তারপর তোমার মতো একটা ভালো ছেলে পেলে তাকে বিয়ে করে নেব। তুমি কি বলো পল?"

"ঠিকই ভেবেছ, তবে এখনই তুমি এই শহর ছেড়ে চলে যেও না, আগামী পরশু ডক্টর ক্রিবার্গ আমাকে ও তোমাকে নিয়ে এক ডিনার খেতে চান। তাঁর কোন রুগীর চিকিৎসা পর্ব সেষ হলে তিনি এটা করে থাকেন। তুমি ডিনারে আসবে তো।"

"আমি নিশ্চয়ই আসব। আচ্ছা পল, ডক্টর ক্রিবার্গ বলছিলেন, তোমার ব্যক্তিগত জীবন আছে, তা, আমি তোমার সেই ঘরের মানুষটাকে দেখতে চাই।"

গেইলির থেরাপি রুমে গেইলির সামনে হান্টার। হান্টারের মুখেও ঐ একই প্রশ্ন। "গেইলি আমি কি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব? একটা মেয়ে আমাকে ভীষণ করে পেতে চায়। আমিও মেয়েটাকে চাই।"

'আমার মনে হয় আজ রাতের ব্যায়ামের পর থেকে তুমি সফল হবে," গেইলি বলল।

"আমার ভয় করছে। মনে হয় আমি সফল হতে পারব না।"

"পারবে চেট। আজকের রাতটা তোমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।"

গদির ওপর হান্টার চেটের পাশে গিয়ে বসল। গেইলি ওকে বলল, "তোমার পুরুষাঙ্গ নিয়ে এখন তুমি চিন্তা করো না। আগে তুমি আমার দেহ স্পর্শ করো। তারপর আমি তোমার দেহ স্পর্শ করব।'

কিছুক্ষণ পরস্পারের অঙ্গস্পর্শ করার পর চেট গেইলির দেহের ওপর উঠে গেল। বিনা দ্বিধায় গেইলির নিম্নাঙ্গে ওর পুরুষাঙ্গের প্রবেশ ঘটাল, চেট নিজের শরীরটাকে গেইলির দেহের ওপরে নীচে করতে লাগল। গেইলি বলল, "আস্তে আস্তে। ছুটোপাটি করো না।"

বেশ কিছুক্ষণ ওরকম করার পর গেইলি জানতে চাইল, "তুমি কি স্খলনের আশঙ্কা করছ?"

চেট বলল, "হ্যাঁ।"

গেইলি সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঠেলে তুলে ওর ভেজা ভেজা পুরুষাঙ্গের শীর্ষভাগ আঙুল দিয়ে টিপে ধরে মর্দন করতে লাগল।

স্খলনের আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে গেইলি ওর পুরুষাঙ্গ স্বাগত জানাল। বলল, "আমার দেহের মধ্যে তোমার অঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্থাপন করো।"

চেট গেইলির শরীরের গভীরে ওর অঙ্গ ঢুকিয়ে দিল, আগের মতোই গেইলির শরীরটাকে ওঠাতে, নামাতে লাগল। বেশ কিছুটা সময় এভাবে ব্যয় করার পর বলল, "এখন আবার স্খলনের আশঙ্কা করছি।"

গেইলি বলল, "এটা স্বাভাবিক স্খলন। বাধা দেবার দরকার নেই।"

গেইলি চোখ বন্ধ করে আপক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে চেটের দেহটা শিথিল হয়ে এলো।

গেইলি গদি গোটাতে গোটাতে চেটকে বলল, "আমি আগে বাথরুম থেকে আসি, তারপর তুমি যেও। তুমি কি চা খাবে।"

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে চেটের মনে হলো ও যেন হাওয়ায় ভাসছে। ওর জন্য নির্ধারিত যৌন প্রতিনিধির সঙ্গে আজই ছিল ওর শেষ ব্যায়াম। একবার মনে হলো সুসিকে এই আনন্দের খবরটা জানায়। আবার ভাবল, সুসি এখন হয়তো সবে কাজ থেকে ফিরেছে, ক্লান্ত, এ সময় ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আজ ও সফল হয়েছে। সেই আনন্দে অন্য কারুকে সঙ্গে না পেলেও নিজে একা বসে বসে হুইস্কি খাবার জন্য মনস্থির করল।

এমন সময় ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে। পূর্ব ব্যবস্থা মতো রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ডকে গেইলির সঙ্গে ওর শেষ ব্যায়াম সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। স্ক্যারাফিল্ড ওর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন হয়তো।

হান্টার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যারাফিল্ডকে ফোন করল।

অপর প্রান্ত থেকে উদগ্রীব স্ক্যারাফিল্ডের স্বর ভেসে এলো। "তুমি কি চেট বলছ?"

"হ্যাঁ রেভারেণ্ড আমি চেট বলছি। আমি সফল হয়েছি, গেইলির সঙ্গে ঐ কাজ করেছি। একবার নয়, দু বার।"

"তুমি সত্যি বলছ, একবার নয়, দু দুবার তুমি মেয়েটাকে উপভোগ করেছ?"

"হ্যাঁ রেভারেণ্ড, আপনি বললে আমি বাইবেল ছুঁয়েও বলতে পারি আর তাতেও আপনার বিশ্বাস না হলে আমি আপনাকে পুরো টেপ বাজিয়ে শোনাতে পারি।"

"ঠিক আছে চেট, তুমি তোমার সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করো। কাল সকালেই আমি মিস্টার হয়েট লুইসের হাতে সমস্ত কাগজপত্র তুলে দিতে চাই। ঐ মেয়েছেলের দালাল ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং তার বেশ্যাসঙ্গী গেইলি মিলারকে এবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার। অনেক হয়েছে।"

গেইলিকে ওভাবে সম্বোধন করায় চেট একটু মনক্ষুণ্ণ হলো। অবশ্য আঘাতটা ও পরমুহূর্তেই ভুলে গেল। ও এখন ব্যবসা করতে নেমেছে, ফ্রিবার্গ গেইলি কাহিনী ওকে এবার ফার্গুসনকে দিতে হবে। সকালের মধ্যে বাকি স্টোরিটা সম্পূর্ণ করতে হবে। আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে ও চেয়ার থেকে উঠে আলমারি খুলে মদের বোতল বার করে গেলাসে মদ ঢালতে লাগল। ডবল স্কচ এবং সোডা মিশিয়ে প্রাণ ভরে খেল।

আগের দিন গেইলির একটু বেশি পরিশ্রম গেছে। দু দুজন রুগীর সঙ্গে ওকে যুঝতে হয়েছে। তারপর ব্র্যাণ্ডন এসেছিল, ওর অনুরোধেই ব্র্যাণ্ডন এসেছিল। ব্র্যাণ্ডনকে ও তাড়িয়ে দিতে পারেনি। রাতে ব্র্যাণ্ডন ওর সজ্জা সঙ্গী হয়েছিল। তৃপ্তির আনন্দে দুজনেই লীন হয়েছিল। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠতে ওর একটু দেরি হয়ে গেল। বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতে হাতে তুলে নিল। অপর প্রান্তে ডক্টর ফ্রিবার্গের কণ্ঠ। "গেইলি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"আমি কি আপনার ক্লিনিকে এখন যাবো?"

"না আমার ক্লিনিকে আসার কথা বলছি না। তুমি কি এখন একা আছ? তোমার সঙ্গে খোলা মনে এখন কি কথা বলা যাবে?"

"না. ডক্টর ফ্রিবার্গ, আমার সঙ্গে পল আছে। পল ব্র্যাণ্ডন।"

"তাতে অসুবিধে নেই, সে তো তোমার পরিবারের লোকের মতো। তোমাকে আমার একটা কথা অবশ্যই জানাতে হবে।"

"আপনাকে খুব অস্বাভাবিক লাগছে। আপনার কি কোন অসুবিধে হয়েছে।" খোলা বুকের ওপর কম্বল টেনে নিয়ে গেইলি বলল।

"তোমার অনুমান ঠিকই, আমি বেশ অসুবিধায় পড়েছি। একটু মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন। এই সবে মাত্র আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশ বাইরে অপেক্ষা করছে···"

"কি বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন?"

"মেয়ে মানুষের দালালি করার অভিযোগে। এরকম একটা কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল। তোমাকে আগাম জানান উচিত ছিল। কিন্তু ভেবেছিলাম ব্যাপারটা বুঝি মিটে যাবে, আর এগোবে না। কিন্তু এখন দেখছি···"

ব্র্যাগুন গেইলির হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "কি হয়েছে?"

গেইলি টেলিফোনের স্পিকারের মুখে হাত রেখে বলল, "ডক্টর ফ্রিবার্গকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে ডক্টর ফ্রিবার্গকে বলল, "কারা এসব কাজ করছে, আপনি জানেন কিছু।"

"ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইস। তোমাকে আমি সব কথা খুলে বলছি।" বলে তিনি আগে যা যা ঘটে গেছে তার সবই গেইলিকে জানালেন। সেই-সঙ্গে গেইলিকে সতর্ক করে দিলেন। "গেইলি তুমিও গ্রেপ্তার হতে পারো?"

"আমি গ্রেপ্তার হবো? কেন?"

"বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগে। আমি মেয়েছেলের দালালির অভিযোগে আর তুমি ঐ অভিযোগে। কারণ তুমি আমার হয়ে কাজ করছ।"

"আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" গেইলি বলল, "আমার সঙ্গে অন্য যে মেয়েরা কাজ করছে তাদের, পলের কি হবে?"

"না প্রথমে তারা তোমার এবং আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণ করতে পারলে, বাকিদের বিরুদ্ধেও ওরা অভিযোগ আনবে."

"কিন্তু আমি কেন?" গেইলি জানতে চাইল।

"তুমি কেন, সেটা জানার আমি চেষ্টা করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রধান সাক্ষ্য তোমার রুগী।"

"আমার রুগী? তা কখনোই হতে পারে না। আমার দুজন রুগীকে আপনি আমার মতোই অত্যন্ত ভালো করে জানেন। অ্যাডম ডেমস্কি বাইরের লোক, তবু সে অবিশ্বাসজনক নয়। আর চেট হান্টার আমাকে বেশ্যা বলবে এ আমি কল্পনাই করতে পারি না।"

"তাদের মধ্যে একজনই ওদের সাক্ষী। আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিতে সম্মত হয়েছে।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমাদের দুজনের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার করা হলে আমরা বেল পাবো। আমি রজার কিলকে খবর দিয়েছি, উনি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যালিফোর্নিয়ায় আসছেন।"

"এসব নিয়ে কি খবরের কাগজে টেলিভিশনে প্রচার হবে?"

"আমার সেরকমই আশঙ্কা। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। রজার আমাদের হয়ে লড়াই চালাবেন।"

"আপনি চিন্তা করতে বারণ করছেন? আমার চিন্তার শেষ নেই। পুলিশ আমাকে কখন গ্রেপ্তার করতে আসছে?"

"মিনিট দশেকের মধ্যে," ফ্রিবার্গ বললেন।

গেইলি টেলিফোন রিসিভার রেখে দিল। পলের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "পল, যেকোন মুহূর্তে পুলিশ এখানে আসতে পারে। আমার কি হবে ব্র্যাণ্ডন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ নিচ্ছি।"

গেইলি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চেটের প্রথমেই মনে হলো, পুরো ব্যাপারটা সুসি এডওয়ার্ডকে জানায়। ও তাই সরাসরি ডক্টর ফ্রিবার্গের ক্লিনিকে সুসিকে ফোন করল। ও আবেগের বসে বলে ফেলল, "সুসি আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কখন আমাদের দেখা হতে পারে।"

"ছটার একটু পরে দেখা হতে পারে।"

"তার আগেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"খুব জরুরী ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে? কি ব্যাপার?"

"ফোনে বলা যাবে না।"

সুসির সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পর ওর মনে হলো একবার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসকে ফোন করা দরকার। ফোন করে জানতে পারল, হয়েট লুইস অফিসে নেই। তবে তাঁর সেক্রেটারি তাকে জানাল, তিনি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান।

চেট বলল, "তাহলে ওনাকে বলবেন, স্ক্যারাফিল্ডের সঙ্গে যেরকম, কথা

হয়েছে, সেইমতো কাগজপত্র তৈরি করে দুপুরের মধ্যে তার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলে দেবেন, আমি তাঁর সঙ্গে দুটো থেকে তিনটের মধ্যে দেখা করব।”

চেট আজ সকাল থেকেই বেশ আনন্দে আছে। সুসির সঙ্গে ওর দেখা হচ্ছে। সেই আনন্দে ও সকাল থেকেই দ্রুততার সঙ্গে কাজকর্মগুলো সেরে ফেলতে লাগল। জার্নালের জন্য ও যে রিপোর্টটা লিখছে, সেটা শেষ করে ফেলবে। রিপোর্টটা সুসিকে পড়াবে, পড়ে সুসি নিশ্চয়ই খুশী হবে। ছাপার জন্য এক কপি রিপোর্ট ক্রনিকলের ম্যানেজিং এডিটর অটো ফার্গুসনকে দিয়ে দেবে। আর এক কপি দেবে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুসকে।

ইলেকট্রিক পোর্টেবল টাইপরাইটারে হাণ্টার তার সাধ্যমতো পুরো চিত্র ধরার চেষ্টা শুরু করল, ঝড়ের গতিতে টাইপ করতে লেগে গেল। পুরো কপিটা টাইপ করা হয়ে গেলে কপিটা হাতে নিয়ে ও অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলো। তিন কপি জেরক্স করিয়ে আলট্রা স্পিড ম্যাসেঞ্জার সার্ভিস-এর মাধ্যমে দ্রুত হয়েট লুইস, রেভারেণ্ড স্ক্যারাফিল্ড এবং অটো ফার্গুসনের নিজ নিজ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল।

দুপুর দুটোর মধ্যে ওর এসব কাজ হয়ে গেল। তারপর নিজের টাইপ-রাইটারের সামনে এসে বসে সুসি আসার অপেক্ষা করতে লাগল ও। প্রায় পনেরো মিনিট পরে সুসি এলো। সুসি এসে হাণ্টারকে চুমু খেল। জানতে চাইল হাণ্টার তার জন্য কি চাঞ্চল্যকর সংবাদ নিয়ে বসে আছে।

হাণ্টার সুসির হাতে টাইপ করা মূল কপিটা তুলে দিল।

গত কয়েক মাসে সুসির সঙ্গে হাণ্টারের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। এই কয়েক মাসে হাণ্টার দুটো জিনিস এড়িয়ে গেছে। এক সুসির সঙ্গে দেহগত মিলনের দিকটা। ডক্টর ফ্রিবার্গ তাঁর প্রত্যেক রুগীকেই বলে দেন চিকিৎসা চলাকালীন তারা যেন কোনরকম যৌন সম্পর্কে মিলিত না হয়। তার এই পরামর্শ ও মেনে চলেছে। দ্বিতীয়ত তাঁর যৌন প্রতিনিধিদের নিয়ে ওর গোপন কাজকর্ম।

এখন এ সবই সুসি জানতে পারবে।

সুসি প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর যতো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে লাগল, ততো আগ্রহভরে পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে ও আনন্দ প্রকাশ করে ফেলল, “অসাধারণ…অসাধারণ…চমৎকার। তুমি তাহলে ঐ মহিলার সঙ্গে তিনবার দেহ বিনিময় করেছ…এখন আর তোমার ভয় কিসের।”

সুসি ব্লাউজের বোতাম খুলে ব্লাউজটা পাশে সরিয়ে রাখল। চেটের হাত ধরে ওকে বিছানার কাছে নিয়ে গেল।

চেট বলল, "তুমি কি এখনই পরীক্ষা চাও।"

"পরীক্ষা নয়, উপভোগ।"

সুসি শরীর থেকে সমস্ত পোশাক সরিয়ে ফেলে হাণ্টারকে বিছানায় ডাকল। হাণ্টার অনাবৃত দেহে বিছানায় ওর পাশে গিয়ে বসল। রমনপূর্ণ স্খলনের ভীতি ওর মাথায় চেপে বসলে একে একে প্রতিটি ধাপের সমস্ত ব্যায়াম স্মরণ করতে লাগল। নিজের অনাবৃত দেহটাকে সুসির অনাবৃত দেহের ওপর মেলে দিল। ওর পুরুষাঙ্গ সুসির যৌনাঙ্গের কোমল প্রান্ত স্পর্শ করল। চেট যা আশঙ্কা করেছিল তা হলো না। নিজের দেহকে সুসির দেহর সঙ্গে একাত্ম করার জন্য ওর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল।

ওর এই তীব্র আকুতি সফল হলো। সুসির দেহের সঙ্গে ওর দেহের আর কোন দূরত্ব রইল না। তুটো দেহ একাকার হয়ে গেল। এই প্রথম হাণ্টার সফল যৌন জীবনের স্বাদ পেতে লাগল। কতোটা সময় কেটে গেল, তা চেট বা হাণ্টার কেউই খেয়াল করল না। দীর্ঘক্ষণ ওরা সুখের শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করল।

তারপর স্বাভাবিকভাবে সুখের চূড়ান্ত পর্যায়ে ওর স্খলন হয়ে গেল। তুজনেই ক্লান্ত শরীরে বিছানার তু পাশে এলিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ওরা তুজনে একসঙ্গে বাথরুমে গেল। শরীর ধুয়ে মুছে একসঙ্গে ফিরে এসে পোশাক পালটে ফেলল।

"এবার আমি আমাদের তুজনের জন্য স্যাণ্ডউইচ করি," সুসি বলল।

"তুমি খাও, আমি পরে খাবো। আমার এখন কাজ আছে, আমি বেরব।"

"কোথায় যাবে তুমি ?"

"ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হয়েট লুইসের কাছে। আমার এই তদন্ত রিপোর্ট তাঁর হাতে জমা দেবার জন্য। মেয়েছেলের দালালির অভিযোগে ডক্টর ফ্রিবার্গকে এবং বেশ্যাবৃত্তির অভিযোগে গেইলি মিলারকে তিনি গ্রেপ্তার করতে চলেছেন। এর জন্য তাঁর প্রমাণ দরকার। প্রমাণ আমার কাছেই আছে।

সুসি চেটের সামনে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, "তুমি জানো না, আজ সকালে ডক্টর ফ্রিবার্গ এবং গেইলি মিলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও তাঁর উকিল বন্ধু ছিল তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর কোন রুগী তাঁর

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, আর তাতেই তিনি অনেকটা দুশ্চিন্তা মুক্ত। কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন কথা বলে বুঝতে পারছি, তুমিই ডক্টর ক্রিবার্গকে একজন মেয়েছেলের দালাল হিসেবে এবং গেইলিকে একজন বেশ্যা হিসেবে প্রমাণ করার সমর্থনে সাক্ষ্য দিতে চাও।"

"এটা আমার কাছে একটা কাজ মাত্র সুসি। কারুকে সাক্ষ্য দিতে হবে, তাই আমি প্রমাণ নিয়ে সামনে হাজির হলাম।"

স্তম্ভিত সুসি বলল, "তুমি এ কাজ করলে চেট! আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না। আর আমিই কি না তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যাতে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠো, সেজন্যে আমি তোমাকে ডক্টর ক্রিবার্গের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। আর তুমি কিনা সেই সুযোগে তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করলে।"

"আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য তাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই দায়িত্বটাও আমার হাতে এসে পড়ে। তুমি জানো সুসি এটা এখন একটা রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাজের জন্যই মিস্টার ফার্গুসনের কাগজে একটা কাজ পাবার নিশ্চয়তা পেয়েছি। এটা আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।"

ও সুসিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে। সুসি বাধা দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে এখন যেতে দেব না, আর যদি সত্যিই যেতে চাও, তাহলে আমার দিকে আর ফিরে তাকাবার চেষ্টা করো না। আমি জানব, তুমি মহা বিশ্বাস-ঘাতক। তুমি জানো না চেট, তোমার এই কাজ ডক্টর ক্রিবার্গ এবং গেইলির জীবনে কি দুর্যোগ ডেকে আনবে। ডক্টরের ব্যবসা লাটে উঠবে এবং গেইলির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।"

"আমি তো আইন সৃষ্টি করতে পারি না।"

"কিন্তু তুমি তাদেরই একজন যারা প্রমাণ করতে চাইছে যে, ওরা আইন ভঙ্গকারী। তুমিই তাদের স্বপক্ষে একমাত্র প্রমাণ। তুমি কি করে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হও আমি ভেবে পাই না? গেইলি মিলারের মতো অতো সুন্দর একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে তোমার দ্বিধা হয় না? সে তোমার জন্য কতোটা কি করেছে তা তোমার লেখা থেকেই জানতে পারলাম। তোমার বিছানায় তার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আর তুমিই কি না তাকে একটা অপরাধী সাব্যস্ত করতে চলেছ।"

"তুমি তো জানো এসব করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

"তাহলে কেন এসব ঘটছে। তোমাকে আমি কোনভাবেই এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে দেব না।"

"আমি দুঃখিত সুসি। কিন্তু আমার উপায়ও নেই।"

"না, তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হবে। চেটের হাত থেকে সুসি রিপোর্টের কাগজটা ছিনিয়ে নেয়। কোন সস্তার বেশ্যা তোমার জন্য এতোটা করবে ভেবেছ?"

"সুসি, লক্ষ্মীটি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা আদালতকে বিচার করতে দাও? আমাদের কাছে কোনটা ঠিক, কোনটা উপযুক্ত তা আমার জানা। এখন আমার একটু আর্থিক নিরাপত্তা, সম্মান পাওয়ার দরকার।"

"চেট এভাবে মানুষ হিসেবে কোন স্থান পাওয়া যায় না। এটা তোমার একটা ছুঁচোর মতো আচরণ।"

"সুসি এবার চুপ করো, আর সহ্য করতে পারছি না।"

"না চেট, আমি চুপ করতে পারি না, তোমার লক্ষ্য পথে যেমন কাজ করছিলে করে যাও। ভবিষ্যতে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পাবে, প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপস করার কোন প্রয়োজন নেই। চেট আবার ভাবো, যারা তোমার এতো উপকার করল, তাদের এভাবে ক্ষতি করা তোমার উচিত হবে কি না, আবার ভেবে দেখ।"

হিলস্লেডের সেন্ট্রাল হসপিটালের চারতলার ডাক্তারদের কনফারেন্স রুমে আজ তিল ধরণের স্থান নেই। সব ভর্তি। আজকের ভিড় সাংবাদিকদের জন্য, সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছেন ডক্টর ফ্রিবার্গের স্বাস্থ্যের খবর জানার জন্য। টনি জেকা ডক্টরকে গুলি করার ফলে তাঁকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংবাদপত্রের লোকেদের এড়িয়ে চেট ডক্টরকে দেখতে যাবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, সামনে লাল কালিতে লেখা রয়েছে 'নো এন্ট্রি'। তাঁর কেবিনের বাইরে তিনটি চেয়ারে তিনজন বসে রয়েছে। চেটের বুঝতে অসুবিধে হলো না, তিনজনের একজন ডক্টরের স্ত্রী মিরিয়াম এবং একজন তাঁর ছেলে জনি, তৃতীয় জনকে ডক্টরের এক সময়ের বন্ধু, তাঁর অ্যাটর্নি রবার্ট কিল বলেই মনে হলো। ফ্রিবার্গের স্ত্রীর সঙ্গে কিলের কথাবার্তার ধরন দেখে ও ওঁদের সামনে এ সময় না থাকাই উচিত মনে

করল। সবার প্রথমে তারাই খবর পাবেন। তারপর বাইরে অপেক্ষারত সাংবাদিকরা।

ভিজিটর রুমে ফিরে এসে ও একটা সোফার এককোণে এসে বসল। ঐ সোফায় তখন আরো দুজন বসেছিল। একজন অ্যাডম ডেমস্কি এবং অপরজন স্ট্যান হুইটকম্ব। ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। ঠিক ওদের পরের সোফায় বসে রয়েছে পল ব্র্যাগুন, গেইলি এবং হাণ্টারের আপনজন সুসি এডওয়ার্ড। ওর মনে পড়ে গেল গেইলির মতো ব্র্যাগুনও একজন প্রতিনিধি। হাণ্টার ভাবল, আচ্ছা দুজনেই তো প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত জীবনে ওরা দুজনেই কি ভাবে ব্যায়ামের সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করে মিলিত হচ্ছে। ওদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ক্রনিকলে ভবিষ্যতে একটা বেশ আকর্ষণীয় ফিচার লেখা যায়।

ঘরের চারপাশে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়েও ও অন্যান্য যৌন প্রতিনিধিদেরও বসে থাকতে দেখতে পেল। প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য ওদের নামগুলোও ওর একে একে মনে পড়ে গেল—জেনেট সিনিডার, লীলা ভ্যান প্যাটেন, বেথ ব্রাণ্ট, এলেইনি ওয়েক। ওরা সকলেই ডক্টর ক্রিবার্গের স্বাস্থ্যের খবর পাবার আশায় উদগ্রীব হয়ে বসে রয়েছে।

চেট সোফা থেকে উঠে সুসির কাছে গেল। সুসির ঠোঁটে চুমু খাবার বাসনায় মুখ নামিয়ে আনল। সুসি বাধা দিল না। চেট ওর দিকে জিজ্ঞাসার চোখে তাকিয়ে বলল, "কোন খবর পেলে?"

সুসি বুকের ওপর ক্রস চিহ্ন আঁকল। তাঁর মতো মানুষের এভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। একটু আগেই আমি এক নার্সের সঙ্গে কথা বললাম, তিনি বললেন, "গুলি বার না করা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।"

"তুমি অনুমোদন করলে আমি গেইলির সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

"অনুমোদন করলাম।"

হাণ্টার কয়েক পা এগিয়ে গেল। ঠিক তখনই গেইলি ব্র্যাগুনকে কি একটা বলবে বলে সামনে ঝুকল। চেট ওকে বাধা দিয়ে বলল, "কিছু যদি মনে না করো আমি তোমার সঙ্গে দু মিনিট ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

গেইলি সম্মত হলে হাণ্টার হাত বাড়িয়ে ওকে সোফা থেকে উঠতে সাহায্য করল। হাণ্টার বলল, "পাশেই একটা ফাঁকা ল্যাবরেটরি আছে, ওখানে বসে নিরিবিলিতে কথা বলা সহজ হবে।"

"চলো," গেইলি বলল।

ল্যাবরেটরির একান্ত নিরিবিলি পরিবেশে চেট গেইলির কাছে তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অনুতাপ প্রকাশ করল। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছে পাঠান জার্নালে সে যে আসলে গেইলির প্রশংসা করেছে, সেটা বোঝাবার জন্য ও গেইলিকে ঐটা পড়াল। গেইলির কাছে ওর একান্ত অনুরোধ, গেইলি যেন ভুল না বোঝে। গেইলির কাছে ও ঋণী। যা ঘটেছে, তা ভুল বোঝাবুঝির জন্য। ওর দোষে নয়। গেইলি যেন ওকে ক্ষমা করে দেয়।

অ্যাডম ডেমস্কির প্রশ্নের উত্তর যাতে আর কেউ শুনে ফেলতে না পারে, সে জন্য ন্যান হুইটকম্ব ওর সোফাটা অ্যাডমের কাছে টেনে আনল। বলল, "ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে আমি কি করে এলাম, সে-কথা জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। যৌন মিলনের সময় আমি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতাম। সেটা থেকে মুক্তির জন্য আমি ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে আসি।"

"ব্যথা অনুভব করার কারণ?"

"এরা বলেন, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের ব্যবহার দোষে এটা হয়ে থাকে। আমি আগে টনি জেকার কাছে থাকতাম। লোকটা অত্যন্ত অসভ্য।"

"ডক্টর ফ্রিবার্গকে খুন করতে গিয়ে লোকটা আত্মহত্যা করে বসল। লোকটার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়।"

"এমন লোকের জন্য দুঃখ হওয়ার কোন মানে হয় না। লোকটা সত্যিই একটা পশু। আচ্ছা, তুমি ডক্টর ফ্রিবার্গের কাছে কেন এলে?"

ডেমস্কি তার স্বভাবসুলভ সঙ্কোচের ভঙ্গিতে বলল, "আমি—আমি—আসছি চিকাগো থেকে, সেখানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট—আমি অক্ষম।"

"এখন।"

"এখন আমি ভালো হয়ে গেছি! সুস্থ। অক্ষমতা মুক্ত হয়ে গেছি।

"তোমার প্রতিনিধি কে ছিল?"

ডেমস্কি লুকিয়ে লুকিয়ে গেইলিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ আমার প্রতিনিধি।"

"ও আচ্ছা! আর আমার প্রতিনিধি কে জান? ঐ যে তোমার প্রতিনিধির পাশে বসা লোকটা।"

ডেমস্কি ব্র্যাণ্ডনের দিকে তাকিয়ে দেখল। ব্র্যাণ্ডন তখন আপন মনে পাইপ টানছিল। ডেমস্কি বলল, "তোমার প্রতিনিধি তো নায়কের মতো।"

ন্যান বলল, "নায়কে আমার কোন আগ্রহ নেই। কোন অ্যাকাউন্ট্যান্ট-

এর সঙ্গে গল্প করে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।" ও দরজার দিকে তাকাল, প্রসঙ্গ পালটে বলল, "ও! আমরা কখন ডক্টর ক্রিবার্গের খবর পাবো।"

মিনিট পাঁচেক পরে একটি নার্স হলের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বলে গেল, "সার্জন এ দিকেই আসছেন।"

কয়েক মুহূর্ত পরে অপারেশন থিয়েটারের পোশাকে সম্ভ্রান্ত, মাননীয় ডাক্তার ওয়েটিং রুমের মধ্যে ঢুকে অপেক্ষমানদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের সবাইকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে আপনাদের সবার জন্য একটা সুখবর আছে। ডক্টর ক্রিবার্গ বিপদ মুক্ত হয়ে গেছেন, তিনি ভালো আছেন।"

উপস্থিত সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ডক্টর আবার বললেন, "আমরা তাঁকে এখন কিছুদিন ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখব। তবে একটা কথা বলে রাখি, তাঁর এই আঘাতে জীবন হানির কোন আশঙ্কা নেই। আমাদের মনে হয়, দশ দিনের মধ্যে তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজকর্ম শুরু করতে পারবেন। আপনারা সবাই এখন বাড়ি ফিরে বিশ্রাম করতে পারেন।

আরো কিছুদিন পরের ঘটনা, গেইলি এখন ব্র্যাণ্ডনের অ্যাপার্টমেণ্টে উঠে এসেছে। ওরা একসঙ্গে বসবাস করে। সেদিন সকালে কলিং বেলের শব্দে গেইলির ঘুম ভেঙে গেল। এতো সকালে কে আসতে পারে অনুমান করতে না পেরে ও ব্র্যাণ্ডনকে ঠেলে তুলে দরজা খুলতে পাঠাল।

ব্র্যাণ্ডন দরজা খুললে একটা বাচ্চা ছেলে এক গোছা ফুলের তোড়া ওর হাতে দিয়ে গেল। গেইলি জিজ্ঞেস করল, "কে পাঠিয়েছে দেখ তো!"

ফুলের গায়ে লাগান খামটা খুলে ফেলল। একটা ছোট্ট চিঠি। পাঠিয়েছে স্যান হুইটকম্ব এবং ডেমস্কি। বিবাহের পর সুখে সংসার করছে। বিছানায় ওরা দুজনে দুজনের কাছে তৃপ্ত। গেইলি এবং ব্র্যাণ্ডনকে সেজন্য ওরা অভিবাদন জানাচ্ছে। ক্রিবার্গের নেতৃত্বে ওদের সহযোগিতা এবং পরামর্শের জন্যই ওরা আজ সুখের শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছে। গেইলি ও ব্র্যাণ্ডনকে তাই ওরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে।

চিঠিটা পড়ে ব্র্যাণ্ডন হাসি মুখে গেইলির দিকে তাকাল, গেইলি দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিল। আরো একটি শয্যার সুখ নেমে এলো।